শারদীয় দুর্গোৎসব

চিন্ময়ী

Chinmoyee 2020

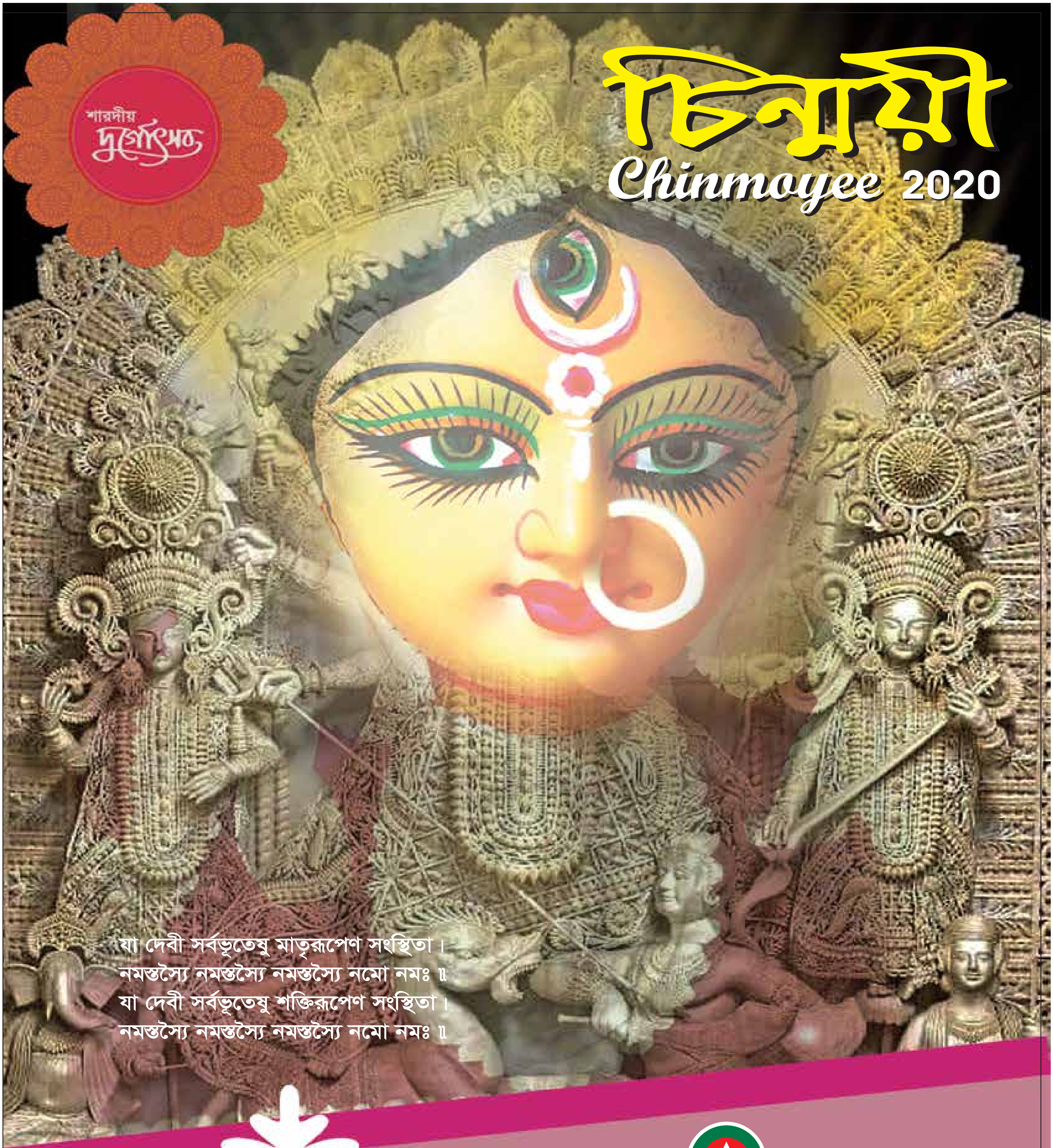

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

BCHCS

BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY &
BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR
TORONTO

LAW OFFICE

শারদীয় শুভেচ্ছা

Chayanika Dutta
Barrister, Solicitor & Notary Public
Nagpal Dutta Professional Corporation
2224 Kingston Road, Scarborough
Ontario, M1N 1T9
Phone: (416) 406-4529, Ex-3
Cell: (416) 879-5240
Fax: (416) 778-4528
E-mail: chaya@duttalaw.com

Areas of Practice

- Real Estate: Residential/Commercial - Purchase, Sale and Refinancing
- Civil Litigation: Claims, Defences, Writs and Garnishment
- Immigration: Invitation letters, Family Sponsorship, Appeals, Refugee Matters, Skilled Worker & Business Class
- Family Law: Separation Agreements, Divorce, Child/Spousal support, Custody/Access
- Power of Attorney, Wills, Affidavits, Declaration & Notarization.

Proficient in English, Bengali, Urdu & Hindi

দেবী স্তুতি

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ ॥ নমস্তস্যৈ ॥ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

या देवी सर्वभुतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता ।
या देवी सर्वभुतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता ।
या देवी सर्वभुतेषु मातृरूपेण संस्थिता ।
या देवी सर्वभुतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता ।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥

Ya devi sarva bhuteshu, shanti rupena sangsthita
Ya devi sarva bhuteshu, shakti rupena sangsthita
Ya devi sarva bhuteshu, matri rupena sangsthita
Yaa devi sarva bhuteshu, buddhi rupena sangsthita
Namastasyai, namastasyai, namastasyai, namo namaha

'The goddess who is omnipresent as the personification of universal mother
The goddess who is omnipresent as the embodiment of power
The goddess who is omnipresent as the symbol of peace
Oh Goddess (Devi) who resides everywhere in all living beings as intelligence and beauty,
I bow to her, I bow to her, I bow to her again & again.'

Benefit :
This universal Durga Mantra blesses one with power, prosperity and positive energy.
It helps build inner power and allows us to develop healthy, loving relationships.
Chanting of this Mantra blocks negative thoughts and banish ignorance.

দেবীর দোলায় আগমন
ফল : দোলায়াং মরকং ভবেৎ

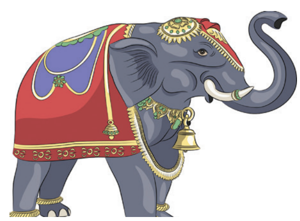

দেবীর গজে গমন
ফল : গজে চ জলদা দেবী
শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা

ইন্টেরিম কমিটি ২০২০

BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY &
BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR
TORONTO, CANADA

Bangladesh Canada Hindu Cultural Society
&
Bangladesh Canada Hindu Mondir

Interim Committee 2020

Name	Designation
Praduyt Chakrabarty	Convenor
Biswajit Mitra	Member Secretary
Satyabrata Purkayestha	Member
Debashish Deb Chowdhury	Member
Palak Datta	Member
Nirmal Debnath	Member
Dilip K.Saha	Member
Ajoy Banik	Member
Benoy Majumdar	Member
Dipika Ghosh	Member
Imon Das	Member
Rajesh Pramanik	Member
Asit Datta (Pullak)	Member
Sajal Deb	member

Executive Committee 2018-2020
President : Bijit Roy
General Secretary : Borendra Sanyal

Executive Committee 2016-2018
President : Shebu Choudhury
General Secretary : Arun P. Paul

Executive Committee 2014-2016
President : Shubhash Roy
General Secretary : Borendra Sanyal

Executive Committee 2012-2014
President : Shubhash Roy
General Secretary : Chanchal Saha

Executive Committee 2009-2011
President : Nirmal Kumar Kar
General Secretary : Shubhash Roy

Executive Committee 2007-2009
President : Arun Dutta
General Secretary : Ramapada Paul

Executive Committee 2005-2007
President : Anil Nath
General Secretary : Samir Lal Datta

Executive Committee 2004-2005
President : Ajoy Das
General Secretary : Debobrata Dey (Tamal)

Executive Committee 2003-2004
President : Anjan Datta
General Secretary : Debobrata Dey (Tamal)

Executive Committee 2002-2003
President : Shebu Choudhury
General Secretary : Sudip Shome (Rinku)

Executive Committee 2001-2002
President : Kirit Bikram Sinha Roy
General Secretary : Sabyasachi Choudhury

Executive Committee 2000-2001
President : Sudip Dey (Anju)
General Secretary : Bijit Roy

Executive Committee 1997-2000
President : Alok Choudhury
General Secretary : Kishore Chowdhury

Executive Committee 1996-1997
President : Swadesh Saha
General Secretary : Bibekananda Talukder

Executive Committee 1994-1995
President : Sudhangshu Datta (Suda)
General Secretary : Bibekananda Talukder

Puja Mandap
16 Dohme Avenue, Toronto
ON M4B 1Y9
Phone: (416) 693-4444

পুরোহিতবৃন্দ
শ্রী প্রসাদ ব্যানার্জি
শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য্য
শ্রী মিটন পারিয়াল

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা	সিজার বাগচী	৭
সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী	কৃষ্ণা দাশগুপ্ত	৯
অন্নপূর্ণা কি তন্ত্রের দেবী?	লোকনাথ চক্রবর্তী ও গৌতম বিশ্বাস	১১
মহালয়া কী ও কেন?	গুঞ্জন ঘোষ	১৯
আদ্য বীজ ওঁ	সুকুমার নাথ	২১
গুরুপূর্ণিমা প্রসঙ্গে	স্বামী হরিময়ানন্দ	২৪
ভক্তজননী শ্রীমা সারদা	সুব্রত দাসগুপ্ত	২৮
দুর্গাপুজোর আঙিনায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ	চৈতন্যময় নন্দ	৩০
শ্রীশ্রীরামঠাকুর	অরুনাংশু হোর	৩২
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা : কীরূপ প্ররোচনায় মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমাজের অপরাধমূলক কাজ করে?	বিদ্যুৎ মজুমদার	৩৫
সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা	রাম কৃষ্ণ তালুকদার	৩৮
অশান্ত সময়ে অমরনাথ দর্শন	সন্দীপ স্বর্ণকার	৪৩
হিমালয় তীর্থপথের পঞ্চপ্রয়াগ	রামপ্রসাদ সরকার	৪৭
বিবেক ও ধর্ম	জয়দেব রায় চৌধুরী	৫০
কবিতাঙ্গন		
জগৎ জননী মা আমার	পিংকি চৌধুরী	৫১
ধনীগরিবের পুজো	রঙ্গলাল দেব চৌধুরী	৫১
কোমা মানে কি দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে আশপাশে ঘুরে বেড়ায়?	সুপ্রিয় নায়েক	৫২

Publishers : Bangladesh Canada Hindu Cultural Society
Bangladesh Canada Hindu Mandir
Toronto, Canada
16 Dohme Ave., Toronto, ON. M4B 1Y9
Phone: (416) 693-4444

Published Date : October 2020

Cover : Mahua
Phone : (416) 319-7345, Toronto, Canada

Graphics & Printing : **Sufala Printers**
49/4-A R K Mission Road
Dhaka-1203, Bangladesh
Cell: +880 1715 295843
Email: sufala.printers@gmail.com

বিঃ দ্রঃ এ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, অন্যান্য লেখা ও মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পেছনে যাঁরা আমাদের আর্থিক, কায়িক, নৈতিক এবং সার্বিক সমর্থন দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা।

PRIME MINISTER · PREMIER MINISTRE

Message from the Prime Minister of Canada

It is with great pleasure that I join the Hindu community in Canada and around the world in celebrating Durga Puja, 2020.

Durga Puja is a festival that is traditionally held for ten days in the month of Ashvina on the Hindu calendar. In Hindu scriptures, this festival represents the victory of good over evil. Durga Puja offers a wonderful opportunity to recognize the tremendous contributions that the Canadian Hindu community has made, and continue to make, to our nation. Let us take this occasion to also celebrate the diversity that makes our country such a wonderful place to live.

The COVID-19 pandemic has presented a unique set of challenges for having large gatherings or planning celebrations and events. However, while our celebrations may be smaller in attendance than in previous years, they still hold the same significance and meaning.

Please accept my warmest welcome and best wishes for a memorable celebration!

Ottawa
2020

Ontario

Premier of Ontario - Premier ministre de l'Ontario

October 21, 2020

A MESSAGE FROM PREMIER DOUG FORD

I want to extend warm greetings to our Bangladeshi Hindu community as you celebrate Durga Puja.

Durga Puja is an opportunity for our Hindu community to renew bonds with loved ones and to celebrate their faith. Ontario is proud to be home to a vibrant Bangladeshi Hindu community that has done much to help build this great province.

I want to thank the good folks at the Bangladesh Canada Hindu Cultural Society and Bangladesh Canada Hindu Mandir for hosting this celebration and for their commitment to the spiritual and social well-being of their religious community.

As we get Ontario back on track, multicultural organizations such as yours will play a vital role in keeping the community strong and engaged, ensuring the success of our emergence from this unprecedented challenge.

Have a blessed and joyous Durga Puja!

Doug Ford
Premier

BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY & BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR TORONTO, CANADA

শারদীয় দুর্গাপূজা ২০২০ উপলক্ষে
ইন্টেরিম কমিটির নিবেদন

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

বছর ঘুরে আবার চলে এলো শারদীয় দুর্গোৎসব ২০২০। জগৎজননী মা শারদা নেমে আসছেন কৈলাস থেকে ধরাধামে। মায়ের এবারের আগমন যেন কিছুটা ব্যতিক্রমী। বরাবরের মতো নেই সেই উন্মাদনা, কোথায় যেন থেমে থেমে বাজছে বিষাদের সুর। আর এই সবকিছুর পেছনে দায়ী অদৃশ্য শক্তি মরনব্যাধি করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ কালো ছোবল। আমরা হারিয়েছি আমাদের হাজারো প্রিয়জনকে। তবে এত কিছুর পরও জীবন কিন্তু থেমে থাকেনি। মাকে তো বরণ করতেই হবে। বরাবরের মতো এবার হয়তো আমরা মাকে খুব কাছে থেকে দর্শন করতে পারবো না, পারবো না স্বহস্তে সমর্পণ করতে মায়ের চরণ কমলে পুষ্পাঞ্জলির ফুল, কিংবা সিঁদুর খেলায় মেতে উঠে মাকে জানাতে পারবো না বিদায়। কিন্তু তাতে কি আসে যায়– মায়ের আসন তো আমাদের হৃদয়ে অটুট।

আসুন আমরা সবাই মিলে নিজেদের সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভুলে, আসুরিক প্রবৃত্তিকে দমন করে পৃথিবীর সকল প্রাণীর কল্যাণ কামনায় নিজেদের নিয়োজিত করি।

COVID-19-এর বিভিন্ন নীতিমালার আলোকে সর্বসাধারণের নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় এনে বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির এবার সংক্ষিপ্ত আকারে মায়ের পূজার আয়োজন করছে। এই অনিচ্ছাকৃত অপারগতার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী। তবে অঞ্জলি ও আরতিসহ পূজার বিভিন্ন অংশ অনলাইনে সম্প্রচার করার আপ্রাণ চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।

পরিশেষে জগৎজননীর কাছে আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা তিনি যেন দানবরূপি হিংসা, কলহ, বিভেদ-কে দমনের শক্তি আমাদের প্রদান করেন। সর্বোপরি, মরনব্যাধি করোনা ভাইরাসের ভয়াবহতা হতে মানবজাতির পরিত্রাণের পথনির্দেশনা প্রদান করেন।

ইন্টেরিম কমিটির পক্ষ থেকে মন্দিরের সমস্ত ভক্তবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবীদের ধন্যবাদ ও শারদীয় শুভেচ্ছা।

বিনীত
ইন্টেরিম কমিটি
বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির
টরন্টো, কানাডা

MONITORING COMMITTEES 2020

MONITORING SUB COMMITTEE
1. Ajoy Das
2. Deb Kumar Sharma
3. Bijit Lal Roy
4. Sabyasachi Chowdhury
5. Anil Nath
6. Borendra Sanyal
7. Shebu Chowdhury
8. Rajat Paul
9. Shubhas Roy
10. Joyanta Banik
11. Nirmal Kar
12. Dilip K. Halder
13. Ramapada Paul
14. Ashoke Debnath
15. Shyamal Bhattacharjee
16. Miton Parial
17. Chanchal Saha

FINANCE SUB-COMMITTEE
1. Satyabrata Purkayestha
2. Anup Roy
3. Dilip K. Haldar
4. Biswajit Datta
5. Biswajit Mitra
6. Debasish Deb Choudhury
7. Palak Datta
8. Syamal Sarkar
9. Gupesh Chandra Saha
10. Mrityunjoy Saha

PUJA MANAGEMENT SUB-COMMITTEE
1. Shyamal Bhattacharjee
2. Miton Parial
3. Ajoy Banik
4. Ira Datta
5. Dilip Saha
6. Sukla Debnath
7. Mihir Das
8. Rajesh Pramanik
9. Chanchal Saha

BHOGH AND RITUAL SUB-COMMITTEE
1. Niramal Debnath
2. Ira Datta
3. Sukla Debnath
4. Shubona Das
5. Biva Roy
6. Tulasi Paul
7. Borna Datta
8. Nobanita Chowdhury
9. Sanghamitra Das Gupta
10. Chaynika Dutta
11. Shymoli Deb
12. Jhuma Chowdhury
13. Chopala Nath
14. Anita Kar
15. Krishna Dey
16. Aparna Banik
17. Minakshi Dutta

PUBLICATION SUB-COMMITTEE
1. Debashish Deb Chowdhury
2. Nirmal kar
3. Dilip K. Halder
4. Mrityunjoy Saha

HEALTH AND SAFETY COMMITTEE
1. Palak Datta
2. Imon Das
3. Debashish Deb Chowdhury
4. Biswajit MItra
5. Satyabrata Pukaystha
6. Mrityunjoy Saha
7. Benoy Majumder

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা
দুর্গাসুরকে বধ করে দেবীর নাম হলো দুর্গা

সিজার বাগচী

সবাই বলে দুর্গাঠাকুর। ছোটরা অনেকে ভালোভাবে উচ্চারণ করতে না পেরে দুর্গাকে দুগ্‌গাঠাকুরও বলে থাকে। কিন্তু দেবীর নাম দুর্গা হলো কেন? কীভাবেই বা হলো? তার পিছনে রয়েছে এক কাহিনী।

সে অনেক-অনেকদিন আগের কথা। দুর্গ নামের এক অসুর ছিলো। সব অসুররাজই চায় ত্রিলোক দখল করতে। সেই অসুররাজ দুর্গও চেয়েছিলো স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের অধীশ্বর হতে। তবে হতে চাইলেই তো হওয়া যায় না। দুর্গের আগেও বহু অসুররাজ দেবতাদের যুদ্ধে হারিয়েছে। স্বর্গের সিংহাসনে বসেছে। কিন্তু স্বর্গসুখ বেশিদিন তাদের কপালে জোটেনি। অচিরেই দেবতাদের হাতে ধরাশায়ী হয়েছে সেই সব অসুররাজ।

দুর্গ ছিলো ভারী বুদ্ধিমান। সে বারবার বিশ্লেষণ করে বুঝতে চাইতো, এতজন শক্তিশালী অসুররাজ কেন দেবতাদের হারিয়ে স্বর্গ দখল করতে পারেনি! বিশ্লেষণ করতে-করতে শেষ পর্যন্ত দুর্গ আসল কারণ খুঁজে পেলো। সে দেখতে পেলো, দেবতাদের মূল শক্তি হলো বেদ এবং ব্রাহ্মণেরা। ঐ দুই শক্তির জোরেই দেবতারা প্রতিবার টেক্কা দিচ্ছে অসুরদের। তাই দেবতাদের কাছ থেকে বেদ এবং ব্রাহ্মণের শক্তি সরাতে না পারলে কিছুতেই পাকাপাকি স্বর্গের অধীশ্বর হওয়া যাবে না। সেই অভিসন্ধি নিয়েই দুর্গ হিমালয় গিয়ে কঠিন তপস্যায় বসলো। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা এসে দুর্গের সামনে আবির্ভূত হলেন। বললেন, "তোমার তপস্যায় আমি তুষ্ট। বলো কী তোমার প্রার্থনা?" দুর্গ তো এমন সুযোগই খুঁজছিলো। ভারী ভালোমানুষের মতো মুখ করে সে বললো, "আপনি যদি সত্যিই আমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে আমায় সব বেদ দান করুন। আমি যেন সব দেবতাদের যুদ্ধে হারাতে পারি। আর কোনো পুরুষের হাতে আমার মৃত্যু না হয়।"

'দেবী ভাগবত'-এ দুর্গাসুর বধের কাহিনী সবিস্তারে লেখা। সেখানে দেবী স্বয়ং বলেছেন, "দুর্গাসুর বধের জন্যই আমার নাম হয়েছে দুর্গা।"

ব্রহ্মা বললেন, "তথাস্তু।"

দুর্গ যা চেয়েছিলো তা পেয়ে গেলো। ব্রহ্মা আশীর্বাদ করতেই ব্রাহ্মণেরা গেলো বেদমন্ত্র ভুলে। কীভাবে হোম, যাগযজ্ঞ, পুজো করতে হয় কিছুই আর তারা মনে করতে পারলো না। ব্রাহ্মণদের পুজো বন্ধ হতেই দেবতারা দুর্বল হয়ে পড়লেন। সেই সুযোগে দুগ এসে দেবতাদের হটিয়ে স্বর্গের সিংহাসনে গিয়ে বসলো। দেবতারা পালিয়ে গেলেন সুমেরুতে। সেখানে গিয়ে তাঁরা শক্তির আরাধনা করতে লাগলেন।

পুজো বন্ধ হওয়ায় শুধু দেবতারা দুর্বল হলেন না, বন্ধ হলো মেঘ জমাও। মেঘ নেই মানে বৃষ্টি নেই। পৃথিবীর সব নদীনালা, খাল-বিল শুকিয়ে গেলো। জল নেই, খাবার নেই। মানুষ, পশু, পাখিরা সব মরে-মরে পড়ে থাকতে লাগলো। এমন ঘোর বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ব্রাহ্মণেরা হিমালয়ে গিয়ে দেবী ভাগবতীকে ডাকতে থাকলো এক মনে। ব্রাহ্মণদের কাতর আহ্বানে দেবী সাড়া দিলেন। দেখা দিয়ে তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করলেন। দেবতা এবং মানুষের দুর্দশা উপলব্ধি করে তাঁর শত শত চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগলো। সেই জলের ধারায় পৃথিবীর জলাশয়গুলো আবার ভরে উঠলো, বইতে থাকলো নদী। দেবী এবার শাক, ফলমূল খাইয়ে দেবতা এবং মানুষের খিদে মেটালেন। তাই তাঁর এক নাম হলো শাকম্ভরী।

এরপর দেবী নজর দিলেন দুর্গের দিকে। কালরাত্রি বলে এক রুদ্রাণীকে তিনি নির্দেশ দিলেন দুর্গকে নিয়ে আসার জন্য। কালরাত্রি গেলো দুর্গের কাছে। গিয়ে প্রথমে দুর্গকে ভালোভাবে বোঝালো যাতে সে স্বর্গের সিংহাসন ছেড়ে দেয়। না হলে তার প্রাণ বিপন্নড়ব হবে। দুর্গ সেই কথায় আমল তো দিলোই না উল্টো অনুচরদের হুকুম করলো কালাত্রিকে বন্দি করার জন্য। কালরাত্রি তবুও দুর্গকে বললো, "তুমি ত্রিভুবনের অধীশ্বর। আমি সাধারণ দূতী। আমার সঙ্গে এমন করাটা কি ঠিক?" কিন্তু ক্ষমতার মোহে ডগমগ অসুররাজের কি ঠিক-ভুল জ্ঞান থাকে? দুর্গেরও ছিলো না। তাই তার ইশারায় অনুচরেরা ধেয়ে গেলো কালরাত্রির দিকে। এবার কালরাত্রি স্বমূর্তি

ধারণ করলো। সে এমন এক হুঙ্কার দিলো যে তাতেই পুড়ে ছাই হয়ে গেলো দুর্গের অনুচরেরা। দুর্গ তখন সেনাপতিদের নির্দেশ দিলো কালরাত্রিকে ধরতে। কালরাত্রি জোরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। সেই নিঃশ্বাসের হাওয়ায় দুর্গের এগারোজন সেনাপতি আর ত্রিশ হাজার সৈন্য ছিটকে পড়লো। দুর্গের বাহিনীকে ছত্রখান করে কালরাত্রি ফিরে এলো দেবীর কাছে। আর আহত পশুর মতো দুর্গও বিরাট অসুর বাহিনী নিয়ে হাজির হলো সেখানে। দেবী তখন ছিলেন বিন্ধ্যাচলে। দেবীকে দেখে দুর্গ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। নিজের বাহিনীর সামনে দুর্গ ঘোষণা করলো, যে দেবীকে ধরে আনতে পারবে তাকেই সে স্বর্গের সিংহাসন দেবে। দুর্গের এই ঘোষণা শুনে অসুর সেনাপতিরা প্রবল উৎসাহের সাথে দেবীকে বন্দি করতে ছুটলো। অসুরদের আসতে দেখে দেবী নিজের শরীর থেকে এমন শক্তি উৎপনড়ব করতে লাগলেন যে, তাতেই অসুরেরা ধরাশায়ী হয়ে পড়লো। অসুরদের দুরাবস্থা দেখে দুর্গ নিজেই এগিয়ে এলো। কিন্তু দুর্গের মতো বীরও কোনো অস্ত্র প্রয়োগ করে দেবীকে হারাতে পারলো না। এমনকি এক বিশাল গদা দিয়ে দেবীর হাতে আঘাত করে দেখলো দেবীর কিছুই হলো না, তবে গদাটা গুঁড়িয়ে গেলো। সেই সময় দেবী বাঁ পা দিয়ে দুর্গের বুকে এমন আঘাত করলেন যে অসুররাজ মাটিতে ছিটকে পড়লো। এভাবে দেবীর হাতে পরাজিত হয়ে দুর্গ উপলব্ধি করলো সামনাসামনি যুদ্ধে এই নারীকে হারানো অসম্ভব। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে সে চলে গেলো আকাশে। সেখান থেকে দুর্গ শুরু করলো শিলাবৃষ্টি। বড় বড় পাহাড় তুলেও সে ছুড়তে লাগলো। দেবী তির ছুড়ে সব পাহাড় গুঁড়িয়ে দিলেন। দুর্গ যখন দেখলো এভাবেও দেবীকে হারানো যাচ্ছে না, তখন সে হাতির রূপ ধরে আক্রমণ করলো দেবীকে। দেবী সেই হাতির শুঁড় কেটে দিলেন। দুর্গ এরপর মোষের রূপ নিলো। দেবী ত্রিশূল দিয়ে সেই মোষ মারলেন। দুর্গ এবার হাজার হাতের পুরুষ হয়ে এলো। দেবীকে আকাশ থেকে ছুড়ে ফেললো। কিন্তু তাতেও দেবীকে হারানো গেলো না। বরং তিনি এমন দিব্যাস্ত্র ছুড়লেন যাতে শেষ পর্যন্ত মারা পড়লো দুর্গ। দুর্গ মারা যেতেই বেজে উঠলো মঙ্গলশঙ্খ। আর দুর্গকে নাশ করেই দেবী হলেন দুর্গা। দুর্গতিনাশিনী।

পুনশ্চ : দু'তিনটে ছোট তথ্য জেনে রাখা ভালো। 'তৈত্তিরীয় আরণ্যক'-এ দুর্গা গায়ত্রীতে প্রম দুর্গার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'দেবী ভাগবত'-এ দুর্গাসুর বধের কাহিনী সবিস্তারে লেখা। সেখানে দেবী স্বয়ং বলেছেন, "দুর্গাসুর বধের জন্যই আমার নাম হয়েছে দুর্গা।"

'দুর্গমাসুরহন্তৃত্বাদ্দুর্গেতি মম নাম যঃ।' মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং স্কন্দপুরাণেও একই কথা আছে। ❑

ছবি : রৌদ্র মিত্র

[সংকলিত : আনন্দমেলা ১১ পূজাবার্ষিকী ১৪২৪, ডিজিটাল সংস্করণ]

সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী

কৃষ্ণা দাশগুপ্ত

বাংলাদেশে জগদ্ধাত্রীপুজোর প্রথম প্রচলন করেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। তিনি ছিলেন শাক্ত উপাসক। শাক্ত কবি ও সাধক রামপ্রসাদ সেন এবং অন্নদামঙ্গল কাব্যের রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর তাঁরই নবরত্ন সভার বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। কথিত আছে যে বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে যখন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বজরায় করে মুর্শিদাবাদ থেকে নদীয়ায় ফিরছিলেন, বজরা থেকে ঢাকের বাদ্য শুনে তিনি জানতে পারেন, সেদিন বিজয়াদশমী। সেই বছর দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান করতে না পারার দুঃখে কাতর হয়ে পড়েন। একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে সেই সময় স্বপ্নে দেবী দুর্গা তাঁকে জগদ্ধাত্রীমূর্তিতে দেখা দিয়ে এক মাস পরে কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে জগদ্ধাত্রীপুজোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই অনুসারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নদৃষ্ট প্রতিমা নির্মাণ করিয়ে ধুমধাম সহকারে দেবী জগদ্ধাত্রীর পুজো করেছিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র সাড়ম্বরে এই পুজো করে দেবীকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করে কৃষ্ণচন্দ্রের সুহৃদ ইন্দ্রনারায়ণ। চৌধুরি চন্দননগরে জাঁকজমক সহকারে জগদ্ধাত্রীপুজো করেছিলেন। এখনও কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরে মহাসমারোহে জগদ্ধাত্রীপুজো উদ্‌যাপিত হয়। বর্তমানে বাংলার বহু স্থানেই এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

দেবী দুর্গা ও দেবী জগদ্ধাত্রীর মূর্তির ভিতর বিশেষ পার্থক্য এই যে, দুর্গা দশভুজা, কিন্তু জগদ্ধাত্রী চতুর্ভুজা। দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী আর জগদ্ধাত্রী করীন্দ্রাসুরনিসূদিনী এবং বালার্কসদৃশীতনু।

জগদ্ধাত্রীপুজোর প্রাচীনত্বের দিকে একবার ফিরে দেখা যাক। মহাশক্তিকে মাতৃভাবে আরাধনা করা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নতুন ব্যাপার নয়। ভারতে ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাভাবনায় মাতৃপূজা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। একে আমরা হিন্দুধর্মের এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলতে পারি। এই ধারা চলে আসছে বহু যুগ ধরে। পুরাণ-তন্ত্রে আমরা আদ্যাশক্তি মহাবিদ্যার প্রসিদ্ধ দশবিধ রূপ ছাড়াও অসংখ্য রূপের কথা পাই। তাদের মধ্যে জগদ্ধাত্রী বিশেষ একটি রূপ। 'কালিকাপুরাণে' উল্লেখ রয়েছে, পৃথিবীদেবী জগদ্ধাত্রীরূপে জনক রাজার কাছে দেখা দিয়েছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণেও আমরা দেখি পৃথিবীদেবী জগদ্ধাত্রী পৌরাণিক মহাদেবী দুর্গার এক রূপভেদ। এছাড়া 'মায়ামন্ত্র' (দ্বিতীয় ও চতুর্থ পটল), কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সংকলিত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থ, বৃহস্পতি রায়মুকুটের 'স্মৃতিরত্নহার' ও শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণির 'কৃত্যতত্ত্বার্ণব' গ্রন্থেও আমরা দেবী জগদ্ধাত্রীর উল্লেখ পাই। শূলপাণি খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকে 'কালবিবেক' গ্রন্থে কার্তিক মাসে জগদ্ধাত্রীপুজোর উল্লেখ করেন। পূর্ববঙ্গের বরিশালে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে নির্মিত জগদ্ধাত্রীর একটি প্রস্তরমূর্তি পাওয়া যায়।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালের আগে নির্মিত নদীয়ার শান্তিপুরের জলেশ্বর শিবমন্দির ও কোতোয়ালি থানার রাঘবেশ্বর শিবমন্দিরের ভাস্কর্যে জগদ্ধাত্রী মূর্তি লক্ষিত হয়। তবে বাংলায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রই এই পুজোর জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে তোলেন– একথা অনস্বীকার্য।

আদ্যাশক্তি মহামায়া স্বরূপত নিত্যা, নির্গুণা এবং নিরাকারা। কাজেই তাঁর আবির্ভাব-তিরোভাবের প্রশ্ন অবান্তর। তবুও দেবতাদের কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কখনও কখনও সগুণা, সাকারা হয়ে জগতে তাঁর বিশেষ বিশেষ প্রকাশ ঘটে। তাঁর এই প্রকাশকেই বলা হয় দেবীর অবতরণ বা আবির্ভাব। দেবী ভাগবতে এর একটা সুন্দর উপমা আছে। সেখানে বলা হচ্ছে, অভিনেতা একই ব্যক্তি হলেও লোকরঞ্জনের নিমিত্ত তাকে যেমন রঙ্গস্থলে নানা বেশে নানা চরিত্রের অভিনয় করতে হয়, সেরূপ দেবী মহামায়া। নির্গুণা নিরাকারা হলেও দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য স্বীয় লীলায় তাঁকে নানাবিধ রূপ ধারণ করতে হয়। সুতরাং দেবী সগুণা এবং নির্গুণা–দুই-ই। শবাকারে তিনি নির্গুণা, নিষ্ক্রিয়া, আর শক্তিরূপে তিনি সগুণা, সক্রিয়া। দেবী দুর্গা ও জগদ্ধাত্রীর আবির্ভাবের কারণ একই। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় আমরা দেখতে পাই ভগবান বলেছেন– 'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত, অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজম্যহম। অর্থাৎ, যখনই ধর্মের গ্লানি দেখা দেবে এবং অধর্মের উদয় হবে তখনই তিনি আবির্ভূত হবেন। দৈবশক্তির সঙ্গে আসুরিক শক্তির সংগ্রাম চিরকালের। ঠিক সেই কারণেই দেবী দুর্গা এসেছেন মহিষাসুর, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের জন্য। তেমনি জগদ্ধাত্রীও এসেছিলেন করীন্দ্রাসুর বা মহাগজাসুরের বধের জন্য। মহিষাসুরকে বধ করে দেবী জগদ্ধাত্রী করীন্দ্রাসুরনিসূদিনী।

এখন প্রশ্ন হলো, এই করীন্দ্রাসুর কে ছিলো? শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যলীলার বিবরণে আমরা যা পাই তা থেকে অনুমান করা হয় যে, করীন্দ্রাসুর মহিষাসুরেরই অন্যতম ছদ্মরূপ। মহিষাসুর দেবী দুর্গার সঙ্গে মহারণে নানা ছলনার আশ্রয় নিয়ে বহুরূপ ধারণ করে। একবার সে সিংহরূপ ধারণ করে সিংহবাহিনী দেবীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। দেবী সেই সিংহরূপী মহাসুরের মস্তক ছেদন করেন। তারপর মহিষাসুর এক খড়্গধারী পুরুষমূর্তিতে যুদ্ধ শুরু করে। দেবী তাকেও ছেদন করেন। এরপরই আমরা দেখতে পাই, মহিষাসুর করীন্দ্ররূপ অর্থাৎ হস্তিরূপ ধারণ করে যুদ্ধে রত হয়। করীন্দ্ররূপে সে প্রথমেই আক্রমণ করে দেবীর বাহন সিংহকে। প্রলম্বিত শুণ্ডদ্বারা সিংহকে আকর্ষণ করে যখন সে গর্জনরত, তখন দেবী স্বীয় শাণিত খড়্গদ্বারা তার মুণ্ডটি ছেদন করেন। আর সেই কারণেই আমরা

দেবীর বাহন সিংহের পদতলে একটি হস্তীমুণ্ড দেখতে পাই। এই করীন্দ্ররূপই মহিষাসুরের সর্বশেষ মায়া বা ছলনা।

তন্ত্রের দিক থেকে দেবী জগদ্ধাত্রীর এই 'করীন্দ্রাসুরনিসূদিনী' নামটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এর তাৎপর্য ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী আমাদের সাহায্য করবে। জগদ্ধাত্রীপূজার পেছনে যে তত্ত্বগত ভাব রয়েছে, সে সম্পর্কে অবগত হই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, যেকোনো সাধনার ক্ষেত্রেই মনকে সংযত করে বশে আনা প্রয়োজন। আমাদের মন মত্তকরী, মত্ত মনকরীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব। তিনি বলতেন, 'জগদ্ধাত্রী রূপের মানে কী জানো? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে জগৎ পড়ে যায়– নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ করতে পারে, তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রী উদয় হন।'

আমাদের মন মত্ত হস্তীর মতো সর্বদাই অস্থির, চঞ্চল। এই দুরন্ত মনকরীকে বিবেকসিংহের দ্বারা মর্দন করা আবশ্যক। সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতিকে বশীভূত করে রেখেছে। মত্ত মন বশীভূত হলেই অন্তরে তখন মহাশক্তি করীন্দ্রাসুরনিসূদিনীর প্রকাশ ঘটে।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী দুর্গার নানা অবতরণের কথা রয়েছে। তাঁর জগদ্ধাত্রীরূপে অবতরণের কথা আমরা কাত্যায়নীতন্ত্রে পাই। কাত্যায়নীতন্ত্রের ৭৬ পটলে দেবী জগদ্ধাত্রী সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান বিবৃত হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে অগ্নি, বায়ু, বরুণ ও চন্দ্র–এই চার দেবতা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে আত্মগর্বে গর্বিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভুলে গেলেন যে, দেবতা হলেও তাঁদের স্বতন্ত্র কোনো শক্তি নেই। মহাশক্তিস্বরূপিণী জগদ্ধাত্রীর শক্তিতেই তাঁরা শক্তিমান। দেবতাদের এই ভ্রান্তি দূর করবার জন্য দেবী জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে আবির্ভূতা হলেন এবং শক্তিপরীক্ষার ছলে তিনি তাঁদের সম্মুখস্থ তৃণখণ্ডকে স্থানচ্যুত ও দগ্ধীভূত করতে বললেন। যথাসাধ্য চেষ্টা করেও দেবতারা তাতে সমর্থ হলেন না। তখন তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন এবং উপলব্ধি করলেন যে ব্রহ্মশক্তির শক্তিতেই তাঁরা শক্তিমান।

দেবী জগদ্ধাত্রীকে বালার্কসদৃশীতনুও বলা হয়ে থাকে। প্রথম সূর্য বা অর্কর মতো তাঁর গায়ের রং। আমরা জানি অর্ক বা সূর্যই বিশ্বের পোষণকর্তা। অসীম আকাশের অনন্তকোটি গ্রহ-নক্ষত্র কারো সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধিয়ে প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে। এর কারণ অর্কই নিজের দিকে তাদের আকর্ষণ করে নিজ নিজ কক্ষপথে ধরে রেখেছে।

দেবী জগদ্ধাত্রীর মধ্যেও আমরা সেই ধারণ ও পোষণ শক্তির পরিচয় পাই। তাই তিনি বালার্কসদৃশীতনু। একই কারণে জগৎপালক বিষ্ণুর শঙ্খ এবং শার্ঙ্গধনু তাঁর বাম হস্তদ্বয়ে এবং পঞ্চবাণ এবং চক্র তাঁর দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে। এ জগতে কত না পরিবর্তন নিত্য ঘটে চলেছে। সদাই পরিবর্তনশীল এই দৃশ্যমান বাহ্যজগতে এমন কিছু নেই যা চিরস্থায়ী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, যুগ যুগ ধরে এত বিবর্তন-পরিবর্তন সত্ত্বেও জগৎ আজও ধ্বংস কিংবা অস্তিত্বহীন হয়ে যায়নি, কারণ জগতের রক্ষণ ও পোষণের জন্য কাজ করছে এক মহাশক্তির লীলা–তিনি নিত্যা, শাশ্বতী, ধৃতিরূপিণী।

ইনিই দেবী জগদ্ধাত্রী, ইনিই করীন্দ্রাসুরনিসূদিনী, ইনিই বালার্কসদৃশীতনু। এই দেবীর উপরেই সমগ্র জগতের ধৃতি, স্থিতি ও সমৃদ্ধি। তাই তিনি জগদ্ধাত্রী। বিষ্ণুর মতো জগদ্ধাত্রীও চতুর্ভুজা। এখন প্রশ্ন হলো, দেবী জগৎপালক হয়ে আছেন কোন মহাশক্তির প্রভাবে।

সেই প্রশ্নের উত্তরে ধ্যানমন্ত্রে বলা হচ্ছে দেবী নাগযজ্ঞোপবীতিনী। নাগ বা সর্প যোগের পরিচায়ক। আর উপবীত-ব্রাহ্মণ্য শক্তি প্রতীক। সত্ত্বগুণের আধার দেবী জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মময়ী, তিনি পরমা যোগিনী। মহা যোগবলেই ব্রহ্মময়ী ধরে আছেন এই নিখিল বিশ্ব সংসারকে। দেবী দুর্গা ও জগদ্ধাত্রী যে মূলত অভিন্ন, তার প্রমাণ আমরা বহু স্থানে পাই। শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীর বিশেষ প্রণামমন্ত্রে তাঁকে 'দুর্গা' রূপে স্তুতি করা হয়েছে–

দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচনী।
সর্ব্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রী নমোহস্তুতে ॥

অর্থাৎ, হে জগদ্ধাত্রী, তুমি দয়ারূপা, তোমার দৃষ্টি করুণাভরা, দয়াতে তোমার হৃদয় নিত্য দ্রবীভূত, তুমি দুঃখমোচন করো এবং সকল বিপদ নিবারণ করো। হে দুর্গে, তোমাকে প্রণাম। কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিটিকে দুর্গা নবমীও বলা হয়। দুর্গাপুজোর মতোই সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে পুজো হয়। চণ্ডীপাঠ ও দশমীর বিসর্জনও দুর্গাপুজোর মতো। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই দিনে সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর পুজো শেষ করা হয়। উভয়ই সিংহবাহিনী। দেবী দুর্গা ও দেবী জগদ্ধাত্রীর মূর্তির ভিতর বিশেষ পার্থক্য এই যে, দুর্গা দশভুজা, কিন্তু জগদ্ধাত্রী চতুর্ভুজা। দুর্গা মহিষাসুরমর্দিনী আর জগদ্ধাত্রী করীন্দ্রাসুরনিসূদিনী এবং বালার্কসদৃশীতনু। ❑

সহায়ক গ্রন্থ :

* শ্রীশ্রীচণ্ডী।
* দেবী ভাগবত।
* কাত্যায়নীতন্ত্র।
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ।
* পূজা বিজ্ঞান–স্বামী প্রমেয়ানন্দ।
* দেবদেবী ও তাঁদের বাহন–স্বামী নির্মলানন্দ।

[সংকলিত : সাপ্তাহিক বর্তমান, ২ নভেম্বর, ২০১৯]

অন্নপূর্ণা কি তন্ত্রের দেবী?

লোকনাথ চক্রবর্তী ও গৌতম বিশ্বাস

*অন্নপূর্ণা শুধু ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করেন না, তিনি আমাদের সকল দুঃখ হরণ করে চির-আনন্দ লাভের দরজা খুলে দেন। পুরাণ ও তন্ত্রে কোথাও অন্নপূর্ণাকে দ্বিভুজা কোথাও বা চতুর্ভুজা বলা হয়েছে। তিনি ভবদুঃখ হরণ করেন। অন্নপূর্ণার বাম হাতে মধুর রসপূর্ণ মাণিক্য পাত্র, ডানহাতে মণিখচিত বালা এবং সেই হাত দিয়ে অন্নপূর্ণ রত্নময় হাতা ধরে আছেন। অন্নপূর্ণা পূজার আর একটা মত অন্নদাকল্পতন্ত্র। সেখানে নিজেকে শিবময় এবং নিজের স্ত্রীকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মতো ভাবনা করে সংযত ও সংলগ্ন হয়ে জপের কথা আছে। দেবী অন্নপূর্ণার কথা লিখেছেন **লোকনাথ চক্রবর্তী**।*

*বারাকপুর লাটবাগানের দক্ষিণে গঙ্গার পুব পাড়ে আছে বিশাল এক অন্নপূর্ণার নবরত্ন মন্দির। মন্দিরটি স্থাপন করেছিলেন রানি রাসমণির কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বা দেবী। অন্নপূর্ণার এই নবরত্ন মন্দিরের কথায় **গৌতম বিশ্বাস**।*

অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা

লোকনাথ চক্রবর্তী

আচার্য শঙ্কর তখন কাশীতে। খুব ভোরে উঠে নিত্য গঙ্গাস্নান করা তাঁর অভ্যাস। সেদিনও তিনি ভোরের আলো ফোটার আগেই মণিকর্ণিকা ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন, রাস্তায় দেখলেন পথ জুড়ে এক যুবতী তাঁর মৃত স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে খুব বিলাপ করছেন, আর সাহায্য চাইছেন। শঙ্কর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন, এদিকে স্নানের দেরি হয়ে যাচ্ছে; অন্য পথও নেই, বাধ্য হয়ে তিনি বললেন—মা শবটি যদি এক পাশে সরিয়ে নেন তো আমরা পাশ দিয়ে চলে যেতে পারি। যুবতীটি প্রথমে শঙ্করের কথার কোনো উত্তর দিলেন না তারপর বারবার শঙ্কর অনুরোধ করায় বললেন—কেন মহাত্মা, আপনি শবকে সরে যেতে বলুন না! শঙ্কর বললেন, শব কখনও নিজে সরে যেতে পারে? তার কি সে শক্তি আছে? তখন ঐ রমণী শঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললেন—কেন যতিবর! আপনার মতে তো শক্তি নিরপেক্ষ একমাত্র ব্রহ্মেরই জগৎকর্তৃত্ব। শব কেন সরবে না? শঙ্করের মুখে আর কথা সরলো না, তিনি আনন্দিত হয়ে মহামায়ার লীলা অনুভব করলেন। নতজানু হয়ে দেবীর স্তব করলেন। সেই দেবীকে কেউ ভবানী কেউ বা অন্নপূর্ণা বলে বর্ণনা করেছেন।

> **অন্নপূর্ণা শুধু ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করেন না, তিনি আমাদের সকল দুঃখ হরণ করে চির-আনন্দ লাভের দরজা খুলে দেন। পুরাণে ও তন্ত্রে কোথাও অন্নপূর্ণাকে দ্বিভুজা কোথাও বা চতুর্ভুজা বলা হয়েছে। তন্ত্রের অন্নপূর্ণার রং লাল, তিনি বিচিত্র বসন পরিহিতা, ত্রিনয়না। মাথায় অর্ধচন্দ্র শোভা পাচ্ছে। তিনি সবসময় অন্ন বিতরণ করছেন।**

অন্নপূর্ণাকে শাস্ত্রে শাকম্ভরী দেবীরই অপর মূর্তি বলে মনে করা হয়। চৈত্রের শুক্লাষ্টমীতে বিশ্বচরাচরের অন্নদায়িনীরূপে অন্নপূর্ণার পূজা হয়ে থাকে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী বলেছেন একশো বছর অনাবৃষ্টি হলে আমি জনশূন্য দেশে হঠাৎ আসবো আর নিজের দেহ থেকে উৎপন্ন প্রাণ রক্ষাকারী শাকের দ্বারা যতক্ষণ বৃষ্টি না হয় ততক্ষণ লোকের পরিপালন করবো। তখন লোকে আমাকে শাকম্ভরী বলে জানবে। এই শাকম্ভরীই শারদীয়া দুর্গাপূজায় নবপবিত্রকারূপে পূজিতা হন। রামায়ণ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্গাকে শস্যাধিষ্ঠাত্রীরূপে বলা হয়েছে। সীতা উপনিষদে পরাশক্তি হলেন সীতা। তাঁর তিনটি মূর্তি—শ্রী, ভূমি ও নীলা। উপনিষদের নীলাই পুরাণের শাকম্ভরী বলে বোঝা যায়। অন্নপূর্ণা উপনিষদ, অন্নদাকল্পতন্ত্র, কারণাগম, মন্ত্রমহোদধি এবং কাশীখণ্ডে অন্নপূর্ণার কথা প্রচুর পাওয়া যায়। তাঁর মধ্যে আমরা অন্নপূর্ণা উপনিষদে দেখি যে, ভগবতী অন্নপূর্ণা সাধককে ব্রহ্মজ্ঞানামৃত দান করেন। নিদাঘ নামে এক যোগী ব্রহ্মজ্ঞ ঋভুকে প্রশ্ন করছেন—হে ব্রহ্মণ্! আপনি কোন উপাসনার দ্বারা এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলেন? আমাকে সেই মোক্ষরূপ সাম্রাজ্যদায়িনী মহাবিদ্যার উপদেশ দিন। উত্তরে ঋভু বললেন—যাঁর জ্ঞান হলেই জীবন্মুক্ত হতে পারবে সেই নিত্যা বিদ্যার কথা বলছি, শোন। আমার বাবা আমাকে সাতাশবার বর্ণাত্মক অন্নপূর্ণা মন্ত্রে দীক্ষা দেন। অন্নপূর্ণার সাধনা করতে বলেন। আমি নিয়মিত আমার আশ্রমোচিত আচার সব ঠিকঠাক পালন করে দীর্ঘদিন ঐ সাধানা করতে থাকি, এভাবে অনেক সময় কেটে যাবার পরে আমার সামনে বিশালনয়না, স্মিতহাসি মাখা মুখপদ্ম বিশিষ্টা ভগবতী অন্নপূর্ণা আবির্ভূতা হলেন। তিনি আমাকে বর দিতে চাইলেন, আমি তাঁকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে বললাম—যাতে আমার চিত্তে আত্মজ্ঞান প্রাদুর্ভূত হয়, সেই বর দান করুন। দেবী 'তথাস্তু' বলে অন্তর্হিতা হলেন। আমার চিত্তে আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হলো।

এই সূত্রে জানা গেলো অন্নপূর্ণা শুধু ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করেন না, তিনি আমাদের সকল দুঃখ হরণ করে চির-আনন্দ লাভের দরজা খুলে দেন। পুরাণে ও তন্ত্রে কোথাও অন্নপূর্ণাকে দ্বিভুজা

কোথাও বা চতুর্ভুজা বলা হয়েছে। তন্ত্রের অন্নপূর্ণার রং লাল, তিনি বিচিত্র বসন পরিহিতা, ত্রিনয়না। মাথায় অর্ধচন্দ্র শোভা পাচ্ছে। তিনি সবসময় অন্ন বিতরণ করছেন। স্তনভারে তাঁর বিগ্রহটি স্তোক নম্র। তিনি নৃত্যপরায়ণ এবং খণ্ডচন্দ্র শোভিত মহাদেবকে দেখে খুবই আনন্দ লাভ করেছেন, এমন যে ভগবতী অন্নপূর্ণা তিনি ভবদুঃখ হরণ করেন। অন্নপূর্ণার বাম হাতে মধুর রসপূর্ণ মাণিক্য পাত্র, ডানহাতে মণিখচিত বালা পরে আছেন এবং সেই হাত দিয়ে অন্নপূর্ণ রত্নময় হাতা ধরে আছেন। আবার কারুণাগমে অন্নপূর্ণার রূপ সামান্য আলাদা। সেখানে তিনি চতুর্ভুজা, সিন্দুরবর্ণা, অমৃতক্ষরণশীল চন্দ্রকলাশোভিতা। তিনি ভক্তের হৃদয় জুড়ে অবস্থান করেন, লাল কাপড় পরেন। চাঁদের কিরণের মতো তাঁর দেহের আলো। চারটি হাতে তিনি পাশ, অঙ্কুশ, অভয় ও বরমুদ্রা ধারণ করেন। সাধে কি আর শঙ্করাচার্য উদাত্ত কণ্ঠে বলেছেন– 'তোমার ডান হাতে সোনার হাতা তাতে কত রত্নসম্ভার। বাম হাতে সুমিষ্ট চরুপূর্ণপাত্র। তুমি তো সবাইকে সৌভাগ্য দাও, ভক্তরা যা চায় তা-ই দাও আর কটাক্ষে মঙ্গল বিধান করো মা। তুমি কাশীপুরের অধীশ্বরী, করুণাময়ী মা জগদীশ্বরী, মা অন্নপূর্ণা তুমি আমায় ভিক্ষা দাও।'

তারপর লক্ষণীয় হলো শঙ্কর চতুর্ভুজা অন্নপূর্ণার স্তব করলেন কিন্তু বর্ণনায় একটু বৈচিত্র্য আনলেন। তিনি বললেন–'দেবী! তুমি কোটি কোটি চন্দ্র সূর্যের মতো উজ্জ্বল। চাঁদের কিরণ তোমার মুখের ছায়া মাত্র। চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির মতো ভাস্বর দুল তুমি পরেছো। তুমি তো চন্দ্র সূর্যকে রং দিয়েছো। মালা, পুস্তক পাশ ও অঙ্কুশ তোমার চারটি হাতে শোভা পাচ্ছে, মা তুমি জগদীশ্বরী। তুমি অন্নপূর্ণা, আমায় ভিক্ষা দাও।'

সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় অন্নপূর্ণায় বুঝি দুর্গা ও লক্ষ্মীর সমন্বয় হয়েছে, কিন্তু আসলে তিনি তাঁর থেকেও বেশি কিছু। কারণ শঙ্করের বর্ণনায় তো তিনি পুস্তকধারিণী। আবার দক্ষিণামূর্তি সংহিতা বলেছেন, তাঁর চার হাতে পদ্ম, অভয়, অঙ্কুশ আর দান রয়েছে। কাশীতে এই বিগ্রহই পূজিত হয় এবং তার সামনে স্ফটিকের শ্রীযন্ত্রও পূজা পান। অন্নদাকল্পতন্ত্রে যে পুজোর নিয়ম রয়েছে তাতে অন্যান্য অঙ্গগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে শ্রীপাত্রে থাকা অমৃত দিয়ে তিনবার তর্পণ ও পাঁচবার পুষ্পাঞ্জলি দেবার কথা আছে। এরপর বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা, সপ্তমী ও মহাষ্টমীর পুজো করতে হবে। অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধ, কপালী, ভীষণ ও সংহার ভৈরবের পুজো করতে হবে, অস্ত্রপুজোর পরে আবার তর্পণ। এমনি বার বার পুজো আর তর্পণের পরে রয়েছে বলিদানের কথা।

অন্নপূর্ণা পূজার আর একটা মত অন্নদাকল্পতন্ত্র, সেখানে নিজেকে শিবময় এবং নিজের স্ত্রীকে সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার মতো ভাবনা করে সংযত ও সংলগ্ন হয়ে জপের কথা আছে। মহাচীনক্রমে অষ্টমী, চতুর্দশী, অমাবস্যা ও সংক্রান্তিতে কুমারী পুজোও করতে বলা হয়েছে। এ সবই অন্নপূর্ণা ও তাঁর পূজার অন্যতম নিয়ম বলে ঐ তন্ত্রের উল্লেখ রয়েছে। তন্ত্রসার অন্নপূর্ণাকে বলেছেন–ষট্কোণ-পদ্মমধ্যবাসিনি। ষড়ঙ্গযুবতীময়ী।

অন্নপূর্ণা উপনিষদে অন্নপূর্ণাকে আত্মা, প্রাণ বা পরতত্ত্ব রূপেই নির্দেশ করা হয়েছে, আর শাস্ত্রান্তরে তাঁকে বলা হয়েছে পরাবিদ্যা। উপনিষদ অন্নতত্ত্ব উন্মোচন করে বলেছেন–অন্নের গতি হলো জল, কারণ অন্ন জল থেকেই উৎপন্ন হয়। জলের গতি হলো দ্যুলোক, সেখান থেকে বৃষ্টি হয়। তাই জলই অন্ন। অন্নের প্রাণ হচ্ছে জল। বিধাতা জল থেকেই ঘনীভূত আকারে অন্ন সৃষ্টি করেন। অন্ন হচ্ছে পৃথিবীর বিকার, মানে বিশেষ আকার। পার্থিব শরীর অন্নের আছে। অন্নই কখনও খাদ্য ও কখনও খাদক! অন্নের থেকেই বীর্য অর্থাৎ সৃষ্টির শুরু। অন্নের দ্বারাই শরীর পুষ্ট হয়, অর্থাৎ স্থিতি এবং শেষে অন্নেরই রূপান্তরে তার লয় হয়! মহাভারতে ভীষ্ম বলেছেন যেমন অন্নগ্রহণ করবে তেমনি তোমার মন হবে। তোমার ভাবনা, কাজ, ব্যক্তিত্ব সবই অন্নের মহিমায় পরিচালিত এবং পরিচিত হয়। এছাড়া অন্নময় কোশের কথা আচার্য শঙ্কর তো বলেছেন-ই। সুতরাং অন্নের স্থূল রূপের বাইরে যে অধ্যাত্ম অধিষ্ঠান রয়েছে, সেখানে শক্তিতত্ত্বে আমাদের আশ্রয় হলেন মা অন্নপূর্ণা। এছাড়া যে নীলাদেবীর কথা আমরা আগেই স্মরণ করেছি তিনি সোমস্বরূপা। ওষধিদের প্রভু। আবার ভেষজরূপে অমৃত স্বরূপা। তিনি দেবতাদের যজ্ঞের ফল দান করেন। অমৃতের দ্বারা দেবতাদের, অন্নের দ্বারা মানুষ, পশু, পাখি, গাছ এমনি সকলের তৃপ্তি বিধান করেন। ইনি আবার অগ্নিস্বরূপিণী। অন্নপানাদি অবলম্বন করে যারা বেঁচে থাকে, তাদের ক্ষুধা তৃষ্ণাও তিনি! দেবতাদের উপজীব্য যজ্ঞও তিনি। বনৌষধির মধ্যে থাকে যে রস ও তাপ, সেটাও তিনিই। কাঠের অন্তরে বাহিরে যে নিত্য ও অনিত্যরূপ চৈতন্য ও জড় সত্তা আছে তা-ও তিনি। শাস্ত্র এভাবেই অন্নপূর্ণা মহিমায় মুখর হয়েছেন।

এর অনেক পরে লেখা হয় 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। সেখানে রয়েছে অন্নপূর্ণার কথা–নবাব আলিবর্দি খাঁ কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে বারো লক্ষ টাকা নজরানা চান। সময় মতো টাকা না পেয়ে নবাব কৃষ্ণচন্দ্রকে মুর্শিদাবাদে কয়েদ করেন। রাজা জেলখানায় বসে অন্নপূর্ণার স্তব করতে থাকেন, স্বপ্নে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হয়। তিনি বলেন–'শুনো রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়।/ এই মূর্ত্তি পূজা করো দুঃখ হবে ক্ষয় ৷৷ আমার মঙ্গল গীত করহ প্রকাশ।/ কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস ৷৷ চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়।/ করিহ আমার পূজা বিধিব্যবস্থায় ৷৷"

জগদম্বার অন্নপূর্ণা

গৌতম বিশ্বাস

অন্নপূর্ণাকে মহাগৌরীও বলা হয়। পুরাণে এই নিয়ে বেশ সুন্দর এক কাহিনী আছে। দেবী পার্বতী শিবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য দীর্ঘকাল ধরে তপস্যা করেছিলেন। দীর্ঘ তপস্যার জন্য তাঁর শরীর শীর্ণ ও কৃষ্ণকায়া হয়ে যায়। সে জন্য তাঁর আরেক নাম অসিতা। একদিন শিব পার্বতীর গাত্রবরণ দেখে কৌতুক করে বললেন কালী। শিবের কথায় দেবীর নারী-হৃদয়ে খুব আঘাত লাগলো। তাই অভিমান করে কৈলাস ছেড়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। উগ্র তপস্যার কারণে তিনি দিব্য লাবণ্যযুক্ত জ্যোতির্ময়ীরূপী হলেন। শিব নিজের ভুল বুঝতে পেরে একদিন তপস্থলে উপস্থিত হয়ে পার্বতীকে মহাগৌরী নামে সম্বোধন করলেন। সেই থেকেই তিনি হলেন মহাগৌরী।

কাশীতে মা অন্নপূর্ণা আবির্ভাবের আরো কাহিনী আছে। ধনঞ্জয় নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ অর্থপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞানবাপির কাছে এসে বাবা বিশ্বনাথের উদ্দেশ্যে ধর্ণা দিলেন। একদিন যায়, দু'দিন যায় বাবা বিশ্বনাথ কিংবা মা অন্নপূর্ণা কারো কাছ থেকেই কোনো নির্দেশ পেলেন না। তৃতীয় দিন রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে দেখতে পেলেন মা অন্নপূর্ণা তাঁর শিয়রে বরাভয় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। বলছেন, তুই অন্নপূর্ণা ব্রত কর, তোর সমস্ত অভাব দূর হয়ে যাবে। কিন্তু কীভাবে সেই ব্রত পালন করবে তা জানার আগেই ঘুম ভেঙে যায়। তার আর জানা হলো না। তখন তিনি কাশীর অনেক পণ্ডিতের কাছে গিয়ে এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে পারলেন না। তখন তিনি নানা তীর্থে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে গেলেন অন্নপূর্ণা ব্রতকথা জানার জন্য। প্রত্যেকেই এই ব্যাপারে অপারগ হলে, তখন তিনি ভারতের উত্তর-পূর্ব দিকে নীল পাহাড়ের কামাক্ষ্যাতে উপস্থিত হলেন, যেখানে সতী মায়ের যোনি পতিত হয়েছিলো। সেই মন্দিরের দ্বারে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকলেন। কয়েকদিন পর দেবী তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, কাশী বিশ্বনাথের দক্ষিণ দিকে তাঁর উপবিষ্ট মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মূর্তিটি যেন অষ্টাদশবর্ষীয়া পরমাসুন্দরী যুবতীর রূপে তৈরি করা হয়। মূর্তিটির ডান পা বাঁ পায়ের উপর থাকবে। আসনের উপর আঁকা থাকবে পদ্মের উপর ষটকোণ। ত্রিনয়না দেবীর অঙ্গ নানা অলঙ্কারাদিতে ভূষিত থাকবে। তাঁর বাঁ হাতে থাকবে অমৃতপূর্ণ চামচ আর ডান হাতে রত্নময় এক হাঁড়িতে থাকবে পলান্ন। বিশ্বনাথের মূর্তি থাকবে দেবীর সামনে ডান দিকে। তাঁর এক হাতে ত্রিশূল আর অন্য হাতে ভিক্ষাপাত্র। দেবী অন্নপূর্ণার নিবেদিত অমৃত আর পলান্ন ভিক্ষা নিয়ে বিশ্বনাথ আনন্দে নৃত্যরত। এই মূর্তির পূজা করতে হবে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে। একনাগাড়ে সতেরো দিন নিষ্ঠার সঙ্গে পূজা করতে হবে। পূজার বীজমন্ত্র হবে 'ওঁ হ্রীং নমো ভগবতী মাহেশ্বরী অন্নপূর্ণে স্বাহা।' এই ব্রত করার ফলে ভক্ত তাঁর অভিষ্ট ফল লাভ করবে। সম্ভবত সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ধনঞ্জয়ই অন্নপূর্ণা পূজার আদি প্রচারক।

বারাকপুর লাটবাগানের দক্ষিণে গঙ্গার পুব পাড়ে তালপুকুরে আছে বিশাল এক অন্নপূর্ণার নবরত্ন মন্দির। মন্দিরটি নানা

ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব বৃত্তান্ত বলেছেন মূলত পুরাণের ছায়া অবলম্বন করে।

সেখানে শিবদুর্গার মধ্যে প্রায়ই দাম্পত্যকলহ লেগে থাকে, ঘরে ভাত নেই! শিব ভিক্ষা করেও সব দিন অন্নসংগ্রহ করতে পারতেন না, ফলে দু'জনেই উপবাস দিতেন। একদিন ত্রিভুবনে শিবের কোথাও ভিক্ষা জুটলো না! তখন মহামায়া কাশীতে অন্নপূর্ণারূপে প্রকটিতা হয়ে সকলকে অকাতরে অন্ন বিতরণ করতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে লক্ষ্মীর পরামর্শে শিব এসে অন্নপূর্ণার কাছে হাত পাতলেন! "অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন।/ অন্নখান শিব সুখসম্পন্ন ॥ কারণ অমৃত পূরিত করি।/ রত্ন পানপাত্র দিলা ঈশ্বরী ॥ সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা।/ পরশেন হরে হরিষে মাতা ॥ পঞ্চমুখে শিব খাবেন কত।/ পুরেন উদয় সাদের মতো ॥ জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।/ নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া ॥"

দেখা যায় ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় অন্নপূর্ণার রূপে তন্ত্র ও পুরাণের সহাবস্থান ঘটেছে–

'বাম করতলে ধরি কারণ অমৃতে ভরি
পানপাত্র রতন নির্ম্মিত।
রত্ন হাতা জানি হাতে সঘৃত পলান্ন তাতে
কিবা দুই ভুজ সুললিত।
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় নানা রস অপ্রমেয়
বিবিধ বিলাসে পরশিয়া।
ভুঞ্জাইয়া কৃত্তিবাস মধুর মধুর হাস
মহেশের নাচন দেখিয়া ॥'

ভারতের বাইরে রোমেও অন্নপূর্ণা পুজো অন্য চেহারায় খুঁজে পাওয়া যায় বলে কোনো কোনো বিদ্বান মনে করেন। তাঁদের কথা হলো–ভারতে ব্যবসার সূত্রে এসে রোমের মানুষ হয়তো অন্নপূর্ণা পুজোর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন! কারণ ঐ দেশে 'অন্নপেরেন্না' দেবীর বিশ্বাস আছে। সেই দেবীও অন্ন বিতরণ করেন। রোমের লোকেরা আভেন্টাইন পর্বতে গেলে এই অন্নপেরেন্না তাঁদের অন্ন দান করেছিলেন! সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয় হচ্ছে ভারতে যেমন চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে অন্নপূর্ণা পুজো হয়, তেমনি ঐ একই সময়ে ঐ দেশে অন্নপেরেন্নার পুজো হতো! কোনো পণ্ডিত আবার এই সাদৃশ্যের সম্ভাবনাটা উল্টে দেখতেও পছন্দ করেছেন। আর সাধারণ মানুষের হৃদয় জুড়ে রয়েছে কিন্তু শঙ্করাচার্যের জ্ঞান মিশ্রা ভক্তির প্রতিধ্বনি–'কৌমারী নিগমার্থ গোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী। ভিক্ষাং দেহি কৃপাবন্ধনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী।' আর একেবারে আজকের দিনে শুধু কাশীতে নয় বাংলায় অনেক পরিবারে চৈত্রের অন্নপূর্ণা পুজো ভালো করেই হয়, অনেকে মিলেও আয়োজন করেন নানা জায়গায়। বাসন্তী পুজোর মধ্যেই হয় এই আয়োজন। শাস্ত্রেও তেমনই নির্দেশ এবং বারো মাসের জন্য শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথদেব কলকাতায় মহামিলন মঠে প্রতিষ্ঠা করেছেন অন্নপূর্ণা মন্দির, সেখানে তো তাঁর নিত্য সেবা পুজো চলছেই।

কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জানবাজারের রানি রাসমণি যিনি দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির তৈরি করে আধ্যাত্মিক জগতে এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনই তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বা দেবীও বারাকপুর লাটবাগানে বিশাল অন্নপূর্ণার নবরত্ন মন্দির তৈরি করে উপযুক্ত সন্তানের কাজ করেছেন। মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল বাংলা ১২৮১ সালের ৩০ চৈত্র। কলির অবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই অপূর্ব সুন্দর মন্দিরটির দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন। রানি রাসমণি দেবীর কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়েছিলো মথুরানাথ বিশ্বাসের সঙ্গে। মথুরানাথ বিশ্বাসের প্রথম বিবাহ হয়েছিলো রাসমণি দেবীর তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীর সঙ্গে। করুণাময়ীর মৃত্যুর পরে রানি রাসমণি দেবী তাঁর সেজ জামাই মথুরবাবুর সঙ্গে ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে জগদম্বা দেবীর বিবাহ দেন। পূর্বে তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ীর সঙ্গে মথুরানাথের বিবাহের সুবাদে শ্বশুরালয়ে 'সেজবাবু' নামে সম্বোধিত হতেন। কথিত আছে, দিদির আত্মার শান্তির কামনার্থে জগদম্বা দেবী এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন। অন্নপূর্ণা মন্দিরের বর্তমান পূজারি তপন চক্রবর্তীর কাছে জানা গেলো যে, অন্নপূর্ণা মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দির নির্মাণের ২০ বছর পর। বর্তমান মন্দিরের সেবক হলেন অলোককুমার বিশ্বাস। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দির এবং বারাকপুরের অন্নপূর্ণা মন্দির এই দুটির মধ্যে খুবই সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। বারাকপুরের রানি রাসমণি ঘাটের কাছে অন্নপূর্ণা মন্দিরটির অবস্থান। মন্দিরের পার্শ্ববর্তী রাস্তাটির নাম তালপুকুর পার্ক রোড। রাসমণির কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বা দেবীর অনুরোধে চারবার দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এই মন্দিরে এসেছিলেন। প্রথমবার এসেছিলেন মন্দির তৈরি করার মতো উপযুক্ত জমি নির্বাচন করার জন্য। দ্বিতীয়বার এসেছিলেন মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করার জন্য। তৃতীয়বার এসেছিলেন বাংলা ১২৮১ সালের ৩০ চৈত্র অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন করার জন্য। তিনি সেদিন দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গাঘাট থেকে বারাকপুরের রাসমণির ঘাট পর্যন্ত নৌকা করে এসেছিলেন। মন্দিরে পৌছানোর পর তিনি মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি বেলগাছের তলায় বহুক্ষণ বসেছিলেন। বর্তমানে সেই বেলগাছটি আর নেই বটে, তবে ঠাকুরের স্মরণার্থে নতুন একটি বেলগাছ বসিয়ে জায়গাটিকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে বসার পর ঠাকুর মন্দিরের দক্ষিণ দিকের একটি ঘরে গিয়ে বসেন বিশ্রাম নেবার জন্য। বর্তমানে মন্দিরের সেই ঘরটিতে প্রত্যহ ভক্তিসহকারে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুজো করা হয়। নাম দেওয়া হয়েছে 'ধ্যানমন্দির'। 'ধ্যানমন্দির'-এর পাশে তিনটি ঘরে আছে রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং গোপালের মন্দির। মন্দিরের দর্শনার্থীরাও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশ্রাম নেবার ঘরটি দেখার সুযোগ পান। চতুর্থবার তিনি এসেছিলেন উল্টোরথের সময়ে। রথের দিন গিরিশ ঘোষ ঠাকুরের দর্শনে এলেন দক্ষিণেশ্বরে। ঠাকুরের শরীর ও মেজাজ দুটোই সেদিন খুব ভালো ছিলো। গিরিশকে দেখে ঠাকুর বললেন, 'দেখো না একটা নৌকা ভাড়া করতে পারো কিনা। এবার মাহেশের রথ দেখতে যাবো।'

গিরিশ ঘোষ সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে গিয়ে একটি নৌকা জোগাড় করে ফেললেন। সেই নৌকাতেই সেবক-ভক্ত লাটুকে নিয়ে প্রথমে দ্বাদশ গোপাল দর্শনে গেলেন, তারপর গঙ্গা পেরিয়ে শ্রীরামপুরে গিয়ে মাহেশের রথ দেখলেন। জগন্নাথ দর্শন করে রথের দড়ি টানলেন। সন্ধ্যার আগেই সেখান থেকে বেরিয়ে দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার জন্য নৌকায় উঠলেন। কিন্তু হঠাৎই তাঁর মন চলে গেলো অন্নপূর্ণা মন্দিরে। তাই দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে না থেমে সোজা ফেরার পথে সন্ধ্যার সময় বারাকপুরের রাসমণি ঘাটে নৌকা ভেড়ালেন। নৌকা থেকে নেমে লাটুর হাত ধরে সোজা গেলেন মন্দিরে। ততক্ষণে জানাজানি হয়ে গেছে দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুর এসেছেন। সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ঠাকুরের সেবায়। ঠাকুর কিন্তু নির্বিকার। একটি জায়গায় নীরবে বসে থ াকলেন। কারো সঙ্গে কথা পর্যন্ত বললেন না। পথসঙ্গী লাটুর সঙ্গেও না। এতে লাটু বেশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। পূজারি ও সেবকরা তাঁর সামনে থালায় থালায় নানারকম সুখাদ্যের নৈবেদ্য সাজালেন। ঠাকুর কিন্তু কিছুই মুখে দিলেন না বরং আরো বিরক্ত হলেন। বেশ কিছু সময় অতিক্রান্ত, ঠাকুর কোনো কথাও বলছেন না আবার মুখে কিছু কাটছেনও না। শেষপর্যন্ত প্রাণে সাহস সঞ্চয় করে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কিছু খাচ্ছেন না কেন? কেনই বা আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন না? যদি কিছু অপরাধ করে থাকি তাহলে আমাদের মার্জনা করুন। কৃপা করে আমাদের ভুল ধরিয়ে দিন। আমরা নিশ্চয় ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবো। তখন কৃপাবশত ঠাকুর ভক্তদের বললেন, 'গেটের বাইরে গিয়ে দেখো তিনটি শিশু সারাদিন অভুক্ত হয়ে বসে আছে। ওরা না খেলে আমি খাই কি করে তোমরা বলো। আগে ওদের ডেকে খাওয়াবে তারপর আমি খাব।' ঠাকুরের কথা শুনে তাড়াতাড়ি কয়েকজন দৌড়ে মন্দিরের গেটের বাইরে গেলেন। ঠাকুরের কথা সত্যি প্রমাণিত হলো। তিনটি বাচ্চা অভুক্ত অবস্থায় সারাদিন মন্দিরের দ্বারে বসে আছে। সারাদিনে ওদের ডেকে কেউ এক ফোঁটা জলও দেয়নি। কে চিনবে তাঁদের। চেনার জন্য তো চোখ চাই। একদম খাঁটি চোখ। ব্রহ্মচোখ। যেখানে কোনো ভেজাল নেই। আসল স্যাকরার

কাছে সোনা চিনতে কষ্টিপাথর লাগে না, হাতে নিলেই বুঝে যায় আসল না নকল। তাই ঠাকুরেরও চিনতে এতটুকু ভুল হলো না।

ঠাকুর একবার নিজেই বলেছেন অধরের (অধরচন্দ্র সেন) ঘরে। 'তুমি ডিপুটি। এ পদও ঈশ্বরের অনুগ্রহে হয়েছে। তাঁকে ভুলে যেও না। কিন্তু জেনো, সকলের এক পথে যেতে হবে। এখানে দু'দিনের জন্য তাড়াতাড়ি কর্মগুলি শেষ করে নিতে হয়। স্যাকরারা সোনা গলাবার সময় হাপর, পাখা, চোঙ প্রভৃতি দিয়ে হাওয়া করে যাতে আগুনটা খুব হয়ে সোনাটা গলে। সোনা গলার পর তখন বলে, তামাক সাজ।'

যাই হোক, ঠাকুরের আদেশে গেটের বাইরে থেকে শিশুদের নিয়ে আসা হলো ঠাকুরের কাছে। তারপর হাতেপায়ে জল দিয়ে তিনজনকে খেতে দেওয়া হলো। রথযাত্রা উপলক্ষে সেদিন বিশেষ ভোগের ব্যবস্থা হয়েছিলো। খুব তৃপ্তি করে একসঙ্গে ভোগ সারলেন তিন শিশুরূপী ত্রিনাথসহ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

মন্দির প্রতিষ্ঠার পরে একদিন (শনিবার, ২২শে ডিসেম্বর ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ, বেলা ন'টা) ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের সঙ্গে বসে আছেন, ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন বলরামের পিতা, রাখাল, হরিশ, মাস্টার, লাটু, শ্যামপুকুরের দেবেন্দ্র ঘোষ। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন– 'ঠাকুর, ভক্তি কিসে হয়?'

ঠাকুর ভক্তদের বললেন, 'এগিয়ে পড়। সাত দেউড়ির পর রাজা আছেন। সব দেউড়ি পার হয়ে গেলে তবে তো রাজাকে দেখবে।'

'আমি চানকে (বারাকপুরের আগের নাম) অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠার সময় দ্বারিকবাবুকে (জগদম্বাদেবীর বড় ছেলে) বলেছিলাম (১৮৭৪-৭৫) বড় দীঘিতে বড় মাছ আছে গভীর জলে। চার ফেলো, সেই চারের গন্ধে ঐ বড় মাছ আসবে। এক একবার ঘাই দেবে, প্রেম ভক্তি রূপ চার।' বারাকপুরের আগের নাম যে চানক ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় মন্দিরের কিছুটা দক্ষিণে রয়েছে 'চানক বিদ্যালয়' এবং '১৯৩৮ সালে স্থাপিত চানক পাঠাগার।'

বারাকপুর গান্ধীঘাটের দক্ষিণে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে অন্নপূর্ণার মন্দির। মন্দিরে প্রবেশ করার জন্য ইটের তৈরি সুউচ্চ প্রবেশদ্বার। নীচে লোহার ফটক। ফটকে লোহার রড দিয়ে লেখা সোনার অন্নপূর্ণা মন্দির। সেখান থেকেই দেখা যায় অন্নপূর্ণার নবরত্ন মন্দির। প্রবেশদ্বারের উপর আছে একটি সিংহমূর্তি। অন্নপূর্ণার নবরত্ন মন্দিরটি ইটের তৈরি দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দিরের মতোই দেখতে, তবে উচ্চতায় আরও বেশি। দক্ষিণমুখী মন্দির। সামনে প্রশস্ত নাটমন্দির। এই নাটমন্দিরটির উত্তর ও দক্ষিণদিকে পাঁচটি করে খিলান প্রবেশপথ এবং পূর্ব ও পশ্চিমদিকে সাতটি করে একই ধরনের প্রবেশপথ রয়েছে। নাটমন্দিরটিও বেশ চাকচিক্যময়। মূল মন্দিরটি একটি উঁচু ভিতের উপর অবস্থিত। দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে পাঁচটি করে 'খিলান' সমৃদ্ধ প্রবেশপথ। খিলান প্রবেশ পথে কলাপাতাসহ গাছের কাণ্ড খুব সুন্দর করে অঙ্কিত করা আছে। মন্দিরটির দ্বিতলেও তিনটি করে খিলান প্রবেশপথ রয়েছে একই স্তম্ভগুচ্ছের মধ্যে। দ্বিতল ও ত্রিতলে যে নয়টি রত্ন আছে সেগুলি খাঁজ কাটা এবং দেউলাকৃতি। প্রতিটি রত্নের উপরে চক্র স্থাপিত। মন্দিরের উপরে ওঠার জন্য দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে সিঁড়ি আছে। সিঁড়িগুলিও বেশ দর্শনীয়।

মা অন্নপূর্ণা আদ্যাশক্তি মহামায়ারই আরেক রূপ। মায়ের পুজোর জন্য জবার মালা এনেছিলাম। পুরোহিতকে দিলে তিনি সানন্দে মালাটি নিয়ে মায়ের গলায় পরিয়ে দিলেন। জবার মালা মাকে পরানো দেখে মন ভরে উঠলো পরম তৃপ্তিতে। গর্ভমন্দিরে সাদাকালো মার্বেল পাথরের বাঁধানো মেঝের উপর কারুকার্য করা মর্মর বেদি। তার উপর তিন ফুট উঁচু রুপোর সিংহাসনে পদ্মের উপর একটি চরণ জানুর উপর অপরটি নীচে ঝোলানো অবস্থায় দক্ষিণমুখী হয়ে মা অন্নপূর্ণা উপবিষ্টা। সর্বাঙ্গ তাঁর বস্ত্রাবৃত। অষ্টধাতু সোনা, রুপো, তামা প্রভৃতি আট রকম ধাতু দিয়ে অন্নপূর্ণা মূর্তি তৈরি। মাথায় সোনার মুকুট। মায়ের উচ্চতা ফুট তিনেকের মতো হবে কিন্তু মুখটি মমতাময়ী। মায়ের ডান হাতে রুপোর হাতা আর বাঁ হাতে একটি ছোট রুপোর হাড়ি (অন্নপাত্র)। পাশে দাঁড়ানো মহাদেবকে অন্নদানে রতা। অষ্টধাতুর মূর্তিটি বড়ই লাবণ্যময়ী। চোখগুলি বড় সুন্দর, টানাটানা। মুখে মৃদু হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছেন অনিমেষ দৃষ্টিতে। হাতে গলায় স্বর্ণালঙ্কার। মা অন্নপূর্ণার ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছেন সোনা রঙের বাঘ ছাল পরে স্বয়ং বিশ্বনাথ। তাঁর একহাতে রুপোর ত্রিশূল আর অন্য হাতে রুপোর ভিক্ষাপাত্র। মা অন্নপূর্ণা দাতা আর বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি আর প্রলয়ের অধিপতি এখানে হলেন গ্রহীতা। অন্নপূর্ণা বিগ্রহের পায়ের কাছে আছে পিতলের গরুড়ের মূর্তি। অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের বেদির নীচের থাকে দু'পাশে আছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদাদেবীর ফটো। এছাড়া রয়েছে কষ্টিপাথরের একটি শিবলিঙ্গ, শালগ্রাম শিলা। গর্ভগৃহের বাঁ-দিকে অর্থাৎ পুবদিকের দেওয়ালে মথুরবাবুর জমিদার বেশের একখানি ফটো। ফাঁকায় ফাঁকায় মাকে পুজো দিলাম।

এত বড় মন্দির, তেমন দর্শক বা ভক্ত নেই কেন? পুরোহিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি অত্যন্ত অমায়িকভাবে বললেন, 'মা আমার বেশি লোকজন পছন্দ করেন না। বড় শান্তিপ্রিয়। তিনি একটু ফাঁকায় ফাঁকায় নিরিবিলিতে থাকতে ভালোবাসেন। দেখেন না কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে কত ভিড়। বলুন তো ক'জন লোক অন্নপূর্ণা মন্দিরে যায়। বিশ্বনাথ মন্দিরের এক আনাও নয়।' তাঁর যুক্তিপূর্ণ কথায় সায় না দিয়ে পারলাম না।

মন্দিরের চারদিক ইটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। উত্তর দিকে প্রাচীরের গায়ে পুরোহিতদের থাকার জায়গা। শিবশক্তি অন্নপূর্ণা মন্দির দেবোত্তর এস্টেট একটি অফিস ঘরও এই দিকে আছে। বিশেষ পুজো দেওয়ার জন্য শিবশক্তি অন্নপূর্ণা মন্দিরের দেবোত্তর এস্টেটের ম্যানেজিং সেবায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। এছাড়া দেবতার উদ্দেশ্যে সোনা-রুপো কিংবা মূল্যবান সামগ্রী দান করতে হলেও শিবশক্তি অন্নপূর্ণা মন্দির দেবোত্তর এস্টেটের ম্যানেজিং সেবায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়। অন্নপূর্ণা ও বিশ্বেশ্বরের পুজোয় নিয়োজিত আছেন তপন চক্রবর্তী। তাঁকে সাহায্য করার জন্য আছেন জয়দেব ব্যানার্জি। এঁদের বেতন শিবশক্তি অন্নপূর্ণা মন্দির দেবোত্তর এস্টেট থেকে দেওয়া হয়।

প্রতিবছর চৈত্রমাসে অন্নপূর্ণা পুজোর মহাষ্টমীর দিন মহা ধুমধামের সঙ্গে বাৎসরিক উৎসব পালন করা হয়। ঐ দিন বিশেষ পুজো ও হোম আরতি হয়। বহু ভক্ত ও দর্শনার্থী কামনা-বাসনার প্রার্থনা নিয়ে মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। এছাড়া প্রতি মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে বিশেষ পুজো হয়। মাকে প্রত্যহ অন্নভোগ দেওয়া হয়। জগদ্ধাত্রী, দুর্গাষ্টমী, গাজন, নীলষষ্ঠী ও শিবচতুর্দশীতে বহু ভক্ত আসেন মন্দিরে।

পশ্চিম দিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত দুই ভাগে একই সারিতে গঙ্গার দিকে শিবমন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত। তবে দক্ষিণেশ্বরে ১২টি শিবমন্দির থাকলেও অন্নপূর্ণা মন্দিরে আছে মোট ৬টি শিবমন্দির। মন্দিরগুলিতে অধিষ্ঠিত আছেন শ্রীশ্রী কল্যাণেশ্বর, শ্রীশ্রী কামেশ্বর, শ্রীশ্রী কিন্নরেশ্বর, শ্রীশ্রী কপিলেশ্বর, শ্রীশ্রী কৈলাসেশ্বর এবং শ্রীশ্রী কেদারেশ্বর। তিনটি শিবমন্দিরের মধ্যে গঙ্গায় যাওয়ার রাস্তা। সমগ্র মন্দির প্রবেশদ্বার, প্রাকার, মন্দির, নাটমন্দির, ব্রাহ্মণদের থাকার জায়গা সর্বত্রই লাল আর হলুদ রং দিয়ে রাঙায়িত। শিবশক্তি অন্নপূর্ণা মন্দির দেবোত্তর এস্টেট নামে একটি সংস্থা আছে। ম্যানেজিং সেবায়েত মন্দিরের সমস্ত কিছু তত্ত্বাবধান করেন। এই ৬টি শিবমন্দিরে অধিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ পুজো করার জন্য একজন মাত্র পুরোহিত আছেন। পুরোহিত স্বপন চক্রবর্তী মহাশয়ই সকাল-সন্ধ্যায় শিবমন্দিরে পুজো করেন।

রানি রাসমণির গড়া দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দির আর তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা জগদম্বা দেবীর গড়া বারাকপুরে শিবশক্তির অধিষ্ঠান অন্নপূর্ণার মন্দির দুটির ক্ষেত্রেই অনেকগুলি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন দুটি মন্দিরই গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত। উভয় মন্দিরেই নাটমন্দির আছে দক্ষিণ দিকে। দুটি মন্দিরেরই পশ্চিম দিকে গঙ্গায় যাওয়ার পথের দু’পাশে শিবমন্দির আছে। যদিও দক্ষিণেশ্বরে ১২টি শিবমন্দির থাকলেও অন্নপূর্ণা মন্দিরে আছে মাত্র ৬টি শিবমন্দির। মন্দির দুটি নির্মিত হয়েছে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে। দুটি মন্দিরেই রাধাকৃষ্ণের মন্দির আছে। যদিও অন্নপূর্ণা মন্দিরের শুরুতে রাধাকৃষ্ণের মন্দির ছিলো না। পরবর্তীকালে মন্দিরের দক্ষিণ দিকে রাধাকৃষ্ণের মন্দির গড়া হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরের মতো এই মন্দিরেও দু’দিকে দুটি নহবতখানা আছে। আগে নহবতখানা থেকে সকাল-সন্ধ্যায় সানাই বাজানো হতো। বর্তমানে অবশ্য সেসব বন্ধ। দক্ষিণেশ্বরের মতো অন্নপূর্ণা মন্দিরটি যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেই জায়গাটিও ছিলো ইংরেজদের অধীনে। অন্নপূর্ণা মন্দিরটি যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে আগে নীলকর সাহেবদের কুঠি ছিলো। যদিও কুঠিটির নাম ছিলো ‘লালকুঠি’। দুটি মন্দিরের গঠনের আকৃতি প্রায় একই রকম। হঠাৎ দেখলে সঠিক করে বলা খুবই মুশকিল হয়ে যায়।

দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ঘাটে বেদান্ত গুরু তোতাপুরীর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিলো। তোতাপুরী শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দীক্ষা দিতে এসে নিজেই ভক্ত হয়ে গেলেন। আবার বারাকপুরের রানি রাসমণি ঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্নান করছিলেন শিখ সৈন্যদের সঙ্গে। আরো যে কত মিল রয়েছে তা বলে শেষ করা যাবে না। আধ্যাত্মিক মিল তো বড় মিল। ঠাকুরের পছন্দ আছে বলতে হবে। একলপ্তে ৪২ বিঘা জমি পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা, ঠাকুরের কৃপায় সেটাও পাওয়া গিয়েছিলো অতি সহজেই। কারণ ঠাকুর যে নিজেই মনে-প্রাণে চাইছিলেন এখানে অন্নপূর্ণার আর বিশ্বেশ্বরের মন্দির হোক। আর সেটা পাইয়ে দিলেন দুই ভক্তশিরোমণি মথুরবাবু ও জগদম্বাকে। মূর্তি গড়তে যেমন সঠিক মৃৎশিল্পীকে দিতে হয়, না হলে যে শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়ে দেবে। যেমনটি দক্ষিণেশ্বরের কালীমূর্তির বেলায় হয়েছিলো। কথিত আছে, জানবাজারের রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরের মূর্তি গড়ার জন্য কুলগুরু রামসুন্দর চক্রবর্তীর নির্দেশে সেকালের স্বনামধন্য শিল্পী দাঁইহাটের নবীন ভাস্করকে ঠিক করেছিলেন। সাধনপীঠ দক্ষিণেশ্বরের অপূর্ব সুন্দর ভরতারিণী মূর্তিটি গড়ার আগে নবীন আরো দুটি কালীমূর্তি নিজের হাতে গড়েছিলেন। লোকমাতা রানি রাসমণির সে দুটির কোনোটিই পছন্দ হয়নি। মূর্তি দুটি যে রানিমায়ের স্বপ্নে দেখা মূর্তির চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট ছিলো। মুখমণ্ডলেও স্বপ্নে দেখা মূর্তির সাদৃশ্যের কিছু অভাব দেখতে পেয়েছিলেন। তাই রানি রাসমণির নবীন ভাস্করকে আরো একটি মূর্তি বানানোর জন্য অনুরোধ করলেন। তৃতীয় মূর্তিটি রানি রাসমণির মনে ধরলো। যেন এঁর জন্যই এতদিন তিনি অপেক্ষা করছিলেন। সময়মতো সেই তৃতীয় মূর্তিটিই দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হলো। যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভবতারিণী নামে পরিচিত। যদিও ভবতারিণী নামের আগে কালীমায়ের অন্য নাম ছিলো। এই প্রসঙ্গে জানাচ্ছি, রানি রাসমণির দেবোত্তর এস্টেটের দলিলে একাধিকবার ‘জগদীশ্বরী (Sri Jagdishwari Kali Thakurani)’ নামটি ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও কালীপুজো উপলক্ষে ছাপানো আমন্ত্রণপত্রে লেখা থাকতো– “শ্রীশ্রী জগদেশ্বরী মহাকালীর পুজো উপলক্ষে...।” যাই হোক, আবার ফিরে আসি পূর্বের কথায়। দক্ষিণেশ্বরের জন্য গড়া নবীন ভাস্করের প্রথম মূর্তিটি রানি রাসমণির অপছন্দ হওয়ায় গোয়াবাগানের অন্নদা গুহর পিতা স্বনামধন্য শিবু গুহ পৈতৃক ভিটের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন। হাতিবাগানের ১১নং, বৃন্দাবন বোস লেন, কলকাতা-৭০০০০৬, বর্তমান ‘নিস্তারিণী কালী’ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় মূর্তিটি ‘ব্রহ্মময়ী’ নামে বরানগরে ২২৫নং প্রামাণিক ঘাট

রোডে অবস্থিত প্রামাণিক কালীবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। শোনা যায় শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন ঐ মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন।

মন্দিরের পুরোহিত তপন চক্রবর্তী জানালেন, এখানকার প্রতিটি মন্দিরেই প্রত্যহ পুজো করা হয়। বর্তমানে কোনো বলি দেওয়া হয় না। তবে আগে প্রতি মাসের শুক্লাষ্টমীতে মায়ের কাছে বলি দেওয়া হতো। প্রথমে ছাগ বলি বন্ধ করে চাল-কুমড়ো, আখ বলি দেওয়া হতো। এখন তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন ভোর ৫টায় মঙ্গলারতি দিয়ে শুরু হয় দিনের পুজো। তখন মাকে নিবেদন করা হয় মিছরি, বাতাসা, জল আর মাখন। তারপর সকাল সাড়ে দশটার সময় পাঁচ রকম ফল দিয়ে ফলভোগ দেওয়া হয়। সঙ্গে থাকে তিনটি থালায় আতপচালের নৈবেদ্য। এক-একটি থালায় থাকে সাতটি করে চালের নৈবেদ্য। দুপুর সাড়ে বারোটায় মাকে অন্নভোগ দেওয়া হয়। প্রতিদিন ২ কিলো কামিনীভোগ চালের ভোগ হয়। সঙ্গে থাকে পাঁচরকম ভাজা, দুই রকম তরকারি, চাটনি, পায়েস, দই, ঘি, মিষ্টি ও পান। সাতটি থালায় ভোগ দেওয়া হয়। তিনটি থালা দেওয়া হয় অন্নপূর্ণা মন্দিরে। তিনটি ভোগের থালার মধ্যে একটি থালা নিবেদন করা হয় অন্নপূর্ণার উদ্দেশ্যে, একটি মহেশ্বর ও একটি নারায়ণের জন্য। চারটি ভোগের থালা নিয়ে যাওয়া হয় অন্নপূর্ণা মন্দিরের দক্ষিণে নাটমন্দিরের পিছনে গোপাল, রাধাকৃষ্ণ, দক্ষিণাকালী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানমন্দিরে। ভোগের থালাগুলি তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয়। অন্নভোগের সঙ্গে অবশ্যই থাকে আঁশযুক্ত মাছ। ভক্তরা ইচ্ছা করলে অর্থের বিনিময়ে মন্দির থেকে ভোগ সংগ্রহ করতে পারেন। আমিষ ভোগের মূল্য ১০০ টাকা। নিরামিষ ভোগের মূল্য ৬০ টাকা। তবে আগে থেকে মন্দির কমিটিকে জানাতে হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টার সময় সন্ধ্যারতি হয়। রাতে শীতল ভোগ দেওয়া হয়। শীতল ভোগে মাকে দেওয়া হয় লুচি, সুজি, আলুভাজা, পটলভাজা, দুধ, মিষ্টি। রানি রাসমণি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের মতোই অন্নপূর্ণা মন্দিরের ভোগের পর দুপুর দেড়টায় মন্দির বন্ধ হয়ে যায়। দুপুরের পর মন্দির খোলা হয় শীতকালে সাড়ে তিনটের সময়। গরমকালে চারটেতে। সেই সময় আরেক দফা ফল দিয়ে ভোগ দেওয়া হয়। তারপর সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতির পর রাত ন'টা নাগাদ মন্দির পুনরায় বন্ধ হয়।

পশ্চিমবঙ্গের কালী ও শক্তিসাধনা গ্রন্থটি লেখার আগে এক শিব চতুর্দশীর সকালে অন্নপূর্ণা মন্দিরে গিয়েছিলাম। এই প্রতিবেদন লেখার সময় সেদিনকার ঘটনার কথা মনে পড়লো। সবই আগের মতো আছে কিছুই যেন পরিবর্তন হয়নি। শত শত ভক্তের মতো আমিও এসেছি শিবশক্তির অধিষ্ঠানে। পায়ে পায়ে চলে গেলাম গঙ্গার ঘাটে। একটু শুদ্ধ হয়ে নিতে। গায়ের ময়লার সঙ্গে মনের ময়লাও ধুয়ে নিতে। সে এক নয়নাভিরাম স্বর্গীয় দৃশ্য। হাজার হাজার ভক্ত এই পীঠস্থানে এসেছেন আত্মতৃপ্ত হতে। এখানে গঙ্গায় রানি রাসমণি নামাঙ্কিত ঘাটে স্নান করে সিক্ত বসনে সোপান শ্রেণী অতিক্রম করে চাঁদনীর পাশে যষ্ঠ শিব-দেউলের মধ্যবর্তী দ্বার দিয়ে ডালি হাতে নিয়ে এগিয়ে চলেছি। সারা মন্দির অঙ্গন জুড়ে সবুজ নরম ঘাসের গালিচা পাতা। তাতে পা ডুবিয়ে ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণ থেকে মন্দিরে প্রবেশ করেছিলাম। এই প্রাঙ্গণের মধ্যবর্তী অঞ্চলে পাশাপাশি দুটি মন্দির। উত্তরে অন্নপূর্ণা মন্দির ও তার ঠিক দক্ষিণে নাটমন্দির। এখানে না আছে কোনো পাণ্ডার ঝামেলা, না আছে ফটো তোলার সমস্যা। তাই নিরুপদ্রবে ডালি হাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি মন্দিরে, মা অন্নপূর্ণার দ্বারে। মায়ের কাছে যেতে কোনো বাধা নেই। সবারই অধিকার আছে মন্দিরে প্রবেশ করে মাকে ভালো করে দর্শনের। ততক্ষণে মায়ের কাছে পুজো দেওয়ার জন্য বড় লাইন পড়ে গেছে। শিব চতুর্দশী বলে কথা। শুধু চব্বিশ পরগনা নয়, অনেক দূর দূর থেকে ভক্তরা এসেছেন মা অন্নপূর্ণা আর বাবা বিশ্বনাথের কাছে পুজো দিতে। এছাড়া এক জায়গায় ছ'টি শিবলিঙ্গের মাথায় গঙ্গার জল ঢালা যাবে এটাও কম সৌভাগ্যের নয়। ফুলের গন্ধে মন্দির এলাকা ম ম করছে। কেউ বা ফটো তুলতে ব্যস্ত। হাজার হাজার ভক্তদের প্রার্থনা-মালার মধ্যে আমার কামনাও এক সময় জমা পড়ে। মা অন্নপূর্ণার পুজো দিয়ে শিবমন্দিরগুলি দর্শন করতে এগিয়ে গেলাম। সিঁড়ি দিয়ে প্রথম শিবমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হলাম। সব শিবমন্দিরগুলিই একই রঙের এবং একই গড়নের। বাংলার অন্যান্য শিবমন্দিরগুলিতে যেমন দেখা যায়। আটচালা রীতিতে গড়া। প্রতিটি শিবলিঙ্গই কালো কষ্টি পাথরের এবং প্রায় চার ফুটের মতো উচ্চতাবিশিষ্ট। মধ্যস্থলে গৌরীপট্ট, সুদৃশ্য তেল চকচকে মসৃণ। মাথার উপর একটি পিতলের ঝুলন্ত ঘণ্টা। আগেই গঙ্গা থেকে কমণ্ডলু করে গঙ্গা জল নিয়ে এসেছি। এবার প্রথম শিবলিঙ্গ শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বরকে কমণ্ডলু থেকে একটু একটু করে জল ঢেলে মুখে উচ্চারণ করলাম-

ওঁ নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ, নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ ॥
নমস্ত্রিশূল হস্তায় দণ্ডপাশাসি পাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ।

জল ঢালা শেষ করে শিবলিঙ্গ স্পর্শ করে প্রণাম করি। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই পুজো শেষ হয়ে যায়। মাথার উপর ঘণ্টা বাজিয়ে মন্দির থেকে বের হলাম।

এবার দ্বিতীয় মন্দিরে প্রবেশ করি। এই মন্দিরে স্থাপিত আছেন শ্রীশ্রীকামেশ্বর শিবলিঙ্গ। তাঁকেও সেই একই মন্ত্রে পুজো প্রার্থনা ও প্রণাম করলাম। একবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পুজো উপলক্ষে সুরেন্দ্র ভবনে গিয়েছিলেন। দালানের ভেতর সুন্দর ঠাকুর প্রতিমা। মায়ের পাদপদ্ম জবা, বেলপাতায় ভরে আছে। পদ্ম, অপরাজিতা ও রক্তজবা ফুলের মালায় মা অন্নপূর্ণা সজ্জিতা। মা অন্নপূর্ণা ঠাকুরদালান যেন আলো করে বসে আছেন। অপরাহ্ন ছ'টা নাগাদ ঠাকুর রামকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে করে সুরেন্দ্র ভবনে এলেন। ঠাকুরদালানে উঠে মা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করে প্রণাম করলেন। তারপর মায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে মূলমন্ত্র জপ করতে থাকলেন। ঠাকুরের ভক্তরাও তাঁর সঙ্গে ঠাকুর দর্শনে মাতোয়ারা হলেন। জপ শেষ করে ঠাকুর উঠোনে পাতা শতরঞ্জি ও তার উপর চাদর পাতা দেখে সেখানে গিয়ে বসলেন। চাদরের উপর কয়েকটি

তাকিয়া পাতা। ঠাকুরকে বসতে দেখে ভক্তরাও তাঁকে ঘিরে বসলেন। ঠাকুর সভা আলো করে সেখানে বসে আছেন। ঠাকুরকে একটি তাকিয়া নিয়ে বসতে অনুরোধ করা হলো। তিনি তাকিয়া নিয়ে বসলেন না বরং যেটি কাছে ছিলো সেটি সরিয়ে দিলেন। ঠাকুর বললেন, 'তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসা! কি জানো, অভিমান ত্যাগ করা বড় কঠিন। এই বিচার ক'চ্চ অভিমান কিছু নয়। আবার কোথা থেকে এসে পড়ে! ছাগলকে কেটে ফেলা গেছে, তবু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়ছে। স্বপ্নে ভয় দেখেছো; ঘুম ভেঙে গেলো, বেশ জেগে উঠলে তবু বুক দুক্‌দুক্ করে। অভিমান ঠিক সেইরকম। তাড়িয়ে দিলেও আবার কোথা থেকে এসে পড়ে। অমনি মুখ ভার করে বলে, আমায় খাতির করলে না।" শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত-এর এই স্মৃতিচিত্রটি ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেলাম।

তৃতীয় মন্দিরে স্থাপিত আছেন শ্রীশ্রী কিন্নরেশ্বর শিবলিঙ্গ। এখানেও একই প্রথায় ভক্তিতে পুজো করি, তারপর পরের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হই। দেখি শিবমন্দিরের পুরোহিত মন্দিরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভক্তদের চরণামৃত দিচ্ছেন এবং বাবার আশীর্বাদ স্বরূপ একটি করে ফুল দিচ্ছেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ মন্দিরের মধ্যবর্তী স্থানে গঙ্গায় রানি রাসমণি ঘাটে যাওয়ার রাস্তা। চতুর্থ মন্দিরে স্থাপিত আছেন শ্রীশ্রী কপিলেশ্বর শিবলিঙ্গ। এখানেও সেই একই ব্যবস্থা। কোনো মতে ভিড় ঠেলে বাবার নাম স্মরণ করে এগিয়ে গেলাম শিবলিঙ্গের কাছে। সেখানে দাঁড়িয়েই বাবার মাথায় জল ঢেলে পুজো করে পরের মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

পঞ্চম মন্দিরে প্রবেশ করি। সেখানে স্থাপিত আছেন শ্রীশ্রী কৈলাসেশ্বর শিবলিঙ্গ। প্রতিটি শিবলিঙ্গের মধ্যবর্তী অঞ্চলে উত্তর দিকে মুখ করা পাথরের গৌরীপট্ট থাকলেও মেঝেতেও গৌরীপট্টের অনুরূপ একটু বড় সিমেন্ট দিয়ে স্বয়ম্ভু লিঙ্গের মতো গৌরীপট্ট করা হয়েছে। মনে হয় এগুলি শিবলিঙ্গের মাথায় ভক্তদের ঢালা দুধজল যাতে কোনো মতেই বাইরে বেরিয়ে কারো পায়ে না লাগে সে জন্যই হয়তো পরবর্তীকালে গড়া হয়েছে। এবার বাবা শ্রীশ্রী কেদারেশ্বর শিবলিঙ্গকে সেই একই মন্ত্রে পুজো প্রার্থনা ও প্রণাম নিবেদন করলাম। দক্ষিণেশ্বরের শিবলিঙ্গ মন্দিরে তিনটি করে দরজা। কিন্তু অন্নপূর্ণা মন্দিরের শিবমন্দিরগুলিতে মাত্র একটি করে দরজা।

১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল মন্দিরে অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্দিরটি নির্মাণ করতে তখনকার দিনে তিন লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিলো। মন্দির নির্মাণের জন্য ৪২ বিঘা জমি কেনা হয়েছিলো। প্রতি বিঘা জমির দাম দিতে হয়েছিলো মাত্র এক টাকা। মন্দির তৈরি করতে সময় লেগেছিলো পাঁচ বছর। মন্দিরের উচ্চতা ১০০ ফুটের অধিক।

অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠার দিন জগদম্বার স্বামী মথুরানাথ বিশ্বাস জীবিত ছিলেন না। দেবালয়ের সেবার্চনার কাজের জন্য ও দরিদ্রনারায়ণ সেবার খরচ মেটানোর জন্য জগদম্বা দেবী তাঁর মাকে অনুসরণ করে প্রচুর সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশ ছিলো বংশের বয়োজ্যেষ্ঠকে মন্দিরের সেবায়েত করতে হবে। শ্রীমতী জগদম্বার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারিকানাথ ইতোপূর্বে পরলোকগমন করায় মধ্যমপুত্র ত্রৈলোক্যনাথকে সেবায়েত করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর দ্বারিকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র গুরুদাসকে বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ হিসেবে সেবায়েত করা হয়েছিলো। এখনও সেবায়েত নির্বাচনে এই নিয়ম-বিধি মেনে চলা হয়।

জগদম্বা তাঁর মায়ের মতোই অতি ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভ করে তিনি ধন্য হয়েছিলেন। পরমভক্ত স্বামী মথুরানাথের মতো তিনিও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করতেন। ঠাকুরের সেবাযত্নের কোনো ত্রুটি তিনি রাখতেন না। এমনকি ঠাকুর যখন কামারপুকুরে থাকতেন, তখনও যাতে কোনো অসুবিধার মধ্যে না পড়েন সেজন্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিজের হাতে গুছিয়ে পাঠিয়ে দিতেন ঠাকুরের সেবার জন্য। ঠাকুরের কথার প্রতি তাঁর আস্থা থাকায় মথুরবাবুর সঙ্গে ঠাকুর কোথাও বেড়িয়ে এলে তিনি ঠাকুরের মুখ থেকে মথুরের বিষয়ে সমস্ত জেনে নিশ্চিত হতেন। ঠাকুরও জগদম্বাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং তাঁর সরলতার প্রশংসা করতেন। জগদম্বার একবার গ্রহণী রোগ হয়েছিলো। কলকাতার বড় বড় ডাক্তাররা তাঁর চিকিৎসা করতেন। কিন্তু তাঁদের চিকিৎসায় কোনো ফল পাওয়া যায়নি। রোগীর অবস্থা খুবই খারাপের দিকে যাওয়ায় ডাক্তাররা মথুরবাবুকে জবাব দিয়ে দেন। তখন উপায়ান্ত না দেখে মথুরবাবু পাগলের মতো ছুটলেন জানবাজার থেকে দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে ঠাকুরের একান্ত ভক্ত জগদম্বার প্রাণ রক্ষার জন্য ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানালেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট অবস্থায় মথুরবাবুকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'চিন্তা করো না, তোমার স্ত্রী জগদম্বা ভালো হয়ে যাবে।'

ঠাকুরের মুখে আশ্বাসবাণী শুনে মথুরবাবু দক্ষিণেশ্বর থেকে তাড়াতাড়ি জানবাজারের বাড়িতে ফিরে এলেন। দেখলেন তাঁর স্ত্রী জগদম্বার শরীরের সাংঘাতিক অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে তিনি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ঠাকুর এই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'সেদিন থেকে জগদম্বা দাসী ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করতে লাগলো আর ঐ রোগটার ভোগ নিজের শরীরটার উপর হতে লাগলো। জগদম্বা দাসীকে ভালো করে, দু'মাস কাল পেটের রোগ ও অন্যান্য যন্ত্রণায় ভুগতে হয়েছিলো।'

বলা বাহুল্য, জগদম্বার রোগ নিজের দেহে ধারণ করে কৃপাময় ঠাকুর তাঁর পরম ভক্ত জগদম্বার প্রতি বিশেষ কৃপা করেছিলেন। ঠাকুরের অসীম কৃপায় সে যাত্রায় জগদম্বা জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। রাসমণি দেবীর কাশীর বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শনে বিঘ্ন ঘটেছিলো। কিন্তু চানকে অন্নপূর্ণা মন্দির ও শিবমন্দির স্থাপন করে জগদম্বা তাঁর মাতার ইচ্ছা পূরণে সফল হয়েছিলেন। ❑

[সংকলিত : সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৪ মার্চ, ২০১৮]

মহালয়া কী ও কেন?

গুঞ্জন ঘোষ

পিতৃপক্ষ আর দেবীপক্ষের সন্ধিক্ষণ মহালয়া। মহালয় শব্দ থেকেই স্ত্রীবাচক পদ মহালয়া। তিথি শব্দটি যেহেতু স্ত্রীলিঙ্গ তাই এর বিশেষণ পদটি হলো মহালয়া। অনেকরকমভাবে মহালয় শব্দের অর্থ হয়। যেমন, মহত্ত্বের আলয়, মহা লয়– মোক্ষকারক যেখানে পরমাত্মায় অর্থাৎ পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি ঘটে। কেননা, পরমাত্মাই তো হলো পরব্রহ্ম– মহালয়।

মহান আলয় এই মহালয়ায় পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন, এর পাশাপাশি দেবী দুর্গার আবাহন– এই দুইয়ে মিলে তিথিটির ব্যঞ্জনা বহুতর। পিতৃপক্ষে প্রয়াত পূর্বপুরুষরা আত্মারূপে ইহজগতে আসেন উত্তরপুরুষের হাতে জল পেতে। এই তিথিটিকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কানাগাত, জিতিয়া, ষোলা শ্রাধ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। সূর্য কন্যারাশিতে প্রবেশ করলে পিতৃপক্ষ চিহ্নিত হয়। এই সময় পিতৃলোক ছেড়ে পূর্বপুরুষরা ইহলোকে আসেন। শ্রেষ্ঠ বাঙালি স্মৃতিকার রঘুনন্দন তাঁর 'তিথি তত্ত্ব'য় এই বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। প্রখ্যাত শাস্ত্রকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ তাঁর 'স্মৃতিচিন্তামণি' গ্রন্থে একাধিক শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন– 'অপরপক্ষমধ্যে প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথিষু শ্রাদ্ধংকর্তব্যম।' এর মানে হলো, 'পিতৃপক্ষ বা অপরপক্ষের পনেরোটি তিথিতে পার্বণবিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য।' স্মৃতিচূড়ামণি রঘুনন্দনও এই মতকে সমর্থন করেছেন। পূর্বপুরুষদের পরিতৃপ্তি ও শান্তি কামনা করে তাঁদের উত্তরপুরুষরা চান্দ্রভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ তিথি থেকে অমাবস্যা পর্যন্ত একপক্ষকাল ধরে প্রতিদিন তিল দিয়ে তর্পণ করেন। এর মধ্যে শেষদিন অর্থাৎ অমাবস্যার দিনটাই হলো মহালয়া। এটাই শাস্ত্রের মত। অন্য সব দিনগুলোতে তর্পণ না করলেও শেষদিন অর্থাৎ মহালয়া অমাবস্যার দিনটিতে অবশ্যই শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করতে হবে পার্বণশ্রাদ্ধ। একান্তই কোনো কিছু না পারলে তিল তর্পণ অবশ্যই করতে হবে। এটিও এক শাস্ত্রীয় বিধান– 'শ্রাদ্ধানুকম্পং ভোজ্যং বা পিণ্ডং অর্পণমেব বা।' অপরপক্ষ বা পিতৃপক্ষ হলো কৃষ্ণপক্ষ, তাই এই পক্ষে পিতৃকার্য প্রশস্ত। 'শ্রাদ্ধানুকম্পং ভোজ্যং...' অর্থাৎ, তর্পণকালে পূর্বপুরুষের প্রতি ভোজ্য নিবেদনও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহাভারতে এই বিষয়ে একটি আখ্যান এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সূতপুত্র কর্ণ যত বড় বীর যোদ্ধা ততটাই দাতা হিসেবে খ্যাত ছিলেন। লোকারণ্যে তাঁর দান স্মরণীয় হয়ে আছে। কর্ণের স্বর্ণ দান বিখ্যাত ছিলো। কিন্তু এই স্বর্ণদানের জন্য তাঁর শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকর্ম ঠিকমতো হয়নি। ঘটনাটি এইরকম– কর্ণের মৃত্যুর পর তাঁর আত্মা স্বর্গারোহণ করলে তাঁকে আবাহন করে খাদ্যস্বরূপ সোনা ও নানারকম রত্ন খেতে দেওয়া হয়। আত্মারূপী কর্ণ নিদারুণ বিস্মিত হলেন এমন খাদ্য দেখে। তিনি এই বিজাতীয় আয়োজন দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন সেইসময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইন্দ্রদেব (মতান্তরে ইন্দ্র নন, যম)। তিনি বললেন, সারাজীবন ধরে কর্ণ শুধু সোনাদানাই দান করেছেন। পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে কখনও জল পর্যন্ত দান করেননি। তাই স্বর্গে তাঁকে খাদ্য হিসেবে স্বর্ণই খেতে দেওয়া হয়েছে।

কর্ণ জানালেন, সোনাদানা কখনো খাদ্য হতে পারে না। তিনি আরো বললেন, নিজের পিতৃপুরুষ সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা ছিলো না। সেই কারণে তর্পণাদি ক্রিয়াকর্মের কোনো প্রশ্নই ছিলো না। তাই এক্ষেত্রে তাঁর প্রতি যেন সুবিচার করা হয়।

> **আশ্বিন মাসটি হলো উত্তরায়ণের শেষ মাস। এইজন্যে শাস্ত্রীয় বিধান হলো উত্তরায়ণের শেষ সময়ে তর্পণ বা পিতৃক্রিয়া করার উপযুক্ত সময়। আবার শুধুই যে পিতৃপক্ষগণের তর্পণ তা কিন্তু নয়, শাস্ত্রের মত অনুযায়ী দেবতা, দেবমানব, অবতার, ঋষি, যম, দিব্যপিতৃগণ, এমনকি অপুত্রক ভীষ্মদেব প্রমুখ সকলের প্রতি তর্পণ অর্পিত হয়।**

তখন দেবগণ কর্তৃক এই বিধান দেওয়া হলো– কর্ণকে পুনরায় পৃথিবীতে যেতে হবে ষোলো দিনের জন্য। ঐ ষোলো দিন তাঁকে পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে অন্ন-জল নিবেদন করতে হবে। কর্ণ তাই করলেন এবং এই ষোলো দিনের পক্ষটিই পিতৃ পক্ষ হিসেবে খ্যাতিলাভ করে।

অন্যদিকে দেবীপক্ষ হলো শুক্লপক্ষ, তাই ঐ সময় দেবকার্য করতে হয়। এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, শাস্ত্রকাররা কেন এই পক্ষটিকে এবং এই পক্ষের শেষ দিনটিকে 'মহালয়া' নামে চিহ্নিত করলেন? একদল শাস্ত্রকার বললেন, 'সূর্যের আলো আশ্বিন মাসে বিষুবরেখার উপরে লম্বভাবে অবস্থান করে এবং জলবিষুব সংক্রান্তির পর সূর্যের দক্ষিণায়ন গতি শুরু হয়। শাস্ত্রের হাত ধরে বহুকাল ধরে চলে আসা একটি কিংবদন্তি আছে। সেটি হলো, সূর্যের উত্তরায়ণের সময় যমলোকের দ্বার বন্ধ থাকে। আর এই একই সময় বিষ্ণুলোকের দ্বার খোলা থাকে। সেইজন্যে উত্তরায়ণের সময় সাধু-সন্তরা মৃত্যুর সময় নির্বাচন করেন।

এর প্রমাণ মেলে মহাভারতে। পিতামহ ভীষ্ম তখন কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে শরশয্যায় শায়িত। তাঁর ছিলো ইচ্ছামৃত্যুর বর। তিনি যখন প্রাণত্যাগ করার কথা চিন্তা করলেন তখন সময়টা ছিলো দক্ষিণায়ন। পিতামহ তিথির গণনা শুনে দেখলেন এই সময়টা দেহত্যাগের উপযুক্ত নয়। তখন তিনি দক্ষিণায়নের সময়

প্রাণত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ না করে উত্তরায়ণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন। যথারীতি উত্তরায়ণ এলে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। ভীষ্মের মুখে কাশীরাম দাসের সেই বিখ্যাত বর্ণনা– 'রবির উত্তরায়ণ হইবে যখন/জানিহ তখন আমি ত্যজিব জীবন।'

আরো একটি ব্যাপার, আশ্বিন মাসটি হলো উত্তরায়ণের শেষ মাস। এইজন্যে শাস্ত্রীয় বিধান হলো উত্তরায়ণের শেষ সময়ে তর্পণ বা পিতৃক্রিয়া করার উপযুক্ত সময়। আবার শুধুই যে পিতৃপক্ষগণের তর্পণ তা কিন্তু নয়, শাস্ত্রের মত অনুযায়ী দেবতা, দেবমানব, অবতার, ঋষি, যম, দিব্যপিতৃ গণ, এমনকি অপুত্রক ভীষ্মদেব প্রমুখ সকলের প্রতি তর্পণ অর্পিত হয়।

শাস্ত্রমতে মহালয়া অমাবস্যা তিথি টি হলো পরম ও চরম লয়প্রাপ্তির তিথি– 'সৌরাশ্বিনীয়ঃ কৃষ্ণপক্ষো মহালয়া।' এখানেও বলা হচ্ছে সৌর আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষটিই মহালয়া। পূর্বপুরুষদের অক্ষয় স্বর্গ সুখ, ভোগ ও মোক্ষলাভ করে যাতে তাঁদের পরমতৃপ্তি ও শান্তি লাভ হয় সেই মহৎ উদ্দেশ্যে উত্তরপুরুষেরা মন্ত্র, প্রার্থনায় জলাঞ্জলি নিবেদন করেন।

মহালয়া শব্দটির আরো একটি তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ আছে। সেটি এই– 'মহ্যন্তে পূজ্যন্তে দেবাদয়োহস্মিন্নিতি।' তার মানে, দেবপুজোয় মহাদেবীর আরাধনার বার্তা বয়ে আনে। মহাদেবী দুর্গার আরাধনায় মহাপবিত্র, মহাতিথিযোগের মহাক্ষণ হলো শরৎকাল– 'শারদেন ঋতুনা দেবাঃ', তাই মহাদেবী দুর্গাই তো শারদা!

দেবীপক্ষের শুভারম্ভের দিনটি থেকে বোধন পর্যন্ত প্রাচীন গৃহস্থের বাড়ি, দেবী মন্দিরে শুরু হয় যথাবিহিত চণ্ডীপাঠ, শাস্ত্রপাঠ, ভজন-পূজন ইত্যাদি। পিতৃপুজো আর মাতৃপুজোর এই মহান তিথিটিতে শুরু হয়ে যায় বাঙালির মাতৃবরণের উৎসব। দেবী বন্দনার সুরে ধ্বনিত হয় বাঙালির হৃদয়। আকাশে মেঘের ভেলা নাই বা ভাসুক, শহরে আর কাশফুল কোথায় আর মাথা দোলাবার জায়গা পায়! কিন্তু তিথিটির এমনই গুণ– মহালয়া এলেই নগর-বাউলের কণ্ঠে খেলবেই খেলবে মা মেনকার আর্তি, যা আমাদেরও মনের কথা, প্রাণের সুর– 'কবে যাবে বলো গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে, ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ উমারে দেখিতে। গৌরী দিয়ে দিগম্বরে আনন্দে রয়েছো ঘরে, কী আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে...।' ❑

ছবি: অতূণ বন্দ্যোপাধ্যায়

[সংকলিত : বর্তমান পত্রিকা, ২১, অক্টোবর, ২০২০]

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩/৩)

অনুবাদ : শ্রীভগবান বললেন– হে নিষ্পাপ অর্জুন! ইহলোকে মোক্ষলাভের দুই প্রকার মার্গ আছে, যা আমি ইতোপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি। সাংখ্যদিগের অর্থাৎ জ্ঞানীদের জন্য জ্ঞানযোগ এবং নিষ্কাম কর্মীদিগের জন্য কর্মযোগ

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৩/৩৫)

অনুবাদ : উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম থেকে স্বধর্মের অনুষ্ঠান কিঞ্চিত দোষযুক্ত হলেও নিজ (স্ব) ধর্ম শ্রেষ্ঠ। নিজ ধর্ম পালন কালে যদি মৃত্যু হয় তা (ধর্ম-পালন) মঙ্গলজনক, কিন্তু পরধর্ম অনুষ্ঠান করা বিপজ্জনক।

আদ্য বীজ ওঁ

সুকুমার নাথ

ওঁ, হরি, স্বস্তিক এইসব মাঙ্গলিক চিহ্নগুলি ভারতীয় সমাজ জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেবল মঠ, মন্দির, মসজিদই নয়, প্রতিটি গৃহপ্রাঙ্গণ, বিয়ে সংক্রান্ত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এইসব মাঙ্গলিক চিহ্নের ব্যবহার সুবিদিত। গ্রামবাংলায় এখনও তুলসি মঞ্চ, ধানের গোলা, ঢেঁকিতে, দরজার মাথায়, মাটির দেওয়ালে এই সমস্ত চিহ্নগুলি সুপ্রচলিত। এমনকি বাংলার চন্দন পিঁড়ি স্মরণ করিয়ে দেয় অতীতের পিটুলি গোলা বা গুড়ো খড়িতে অঙ্কিত আলপনা, যা 'মুগ্গুলু' প্রথায় পরিণত গোটা দক্ষিণভারত। আমাদের আলোচ্য বিষয় 'ওঁ'।

এই ওঁ, ওম্ বা ওঙ্কার শব্দ তিনটি ব্রহ্মাণ্ডের আদি শব্দ। এই শব্দ ঋষিরা তাঁদের সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন। তাই বলা হয় 'ওঁ' ঋষিলব্ধ মন্ত্র। এটি একটি প্রণব মন্ত্র। অর্থাৎ সকল মন্ত্রের আদ্য বীজ। যার উচ্চারণে ঈশ্বরকে আহ্বানের বিধি প্রচলিত। কিন্তু কে এই ঈশ্বর?

সেই অর্থে আভিধানিক সৃষ্টিকর্তারাই বলেছেন, 'ঈশ্বর' বলতে কিছু নেই। এটি একটি মানব ও দানবের পদবি মাত্র! সাম্মানিক পদবি বা উপাধিবিশেষ। মূলত '৺' চিহ্নিত শব্দটি মৃতজনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সেরা উপাদান। যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আত্মশুদ্ধিকরণের মহামন্ত্রটি 'ও'-র মস্তকে শিরোধার্য '৺'টি।

প্রখ্যাত আভিধানিক প্রণেতা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের ব্যাখ্যা– 'ও' স্বরবর্ণ মালার ত্রয়োদশ বর্ণ। এটি উচ্চারণে স্থান, কণ্ঠ ও ওষ্ঠের প্রয়োজন। 'অ' এবং 'উ' যোগে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহাকে সন্ধ্যক্ষর বলে। অবশ্য ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত যুক্ত হইলে অসংখ্য 'সন্ধ্যক্ষর' উৎপন্ন হয়।

প্রণব মন্ত্রের 'অ'-কার (সৃষ্টি সাধন বীজ), উ-কার (প্রকৃতি তথা সৃষ্টির আধার), 'ম'-কার (পুরুষের সৃষ্টি সাধন বীজ)। তিনের সমন্বয়ে সৃষ্ট 'ওঁ' বা 'ওঙ্কার' ধ্বনিত মহামন্ত্র।

যথা– ব্রহ্মা, ব্রজাঙ্গনা ইত্যাদি। অপরদিকে 'ওঁ' (চলতি ব্যবহারে নয়), 'ওঁ' (ও), ওম্ (বেদের উচ্চারণে ওং) সকল মন্ত্রের আদি বীজ। এক্ষেত্রে 'ওম্' অর্থে 'অ' (বিষ্ণু), 'উ' (শিব), 'ম' (ব্রহ্মা)। এটি প্রণবমন্ত্র। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের প্রতীক।

বৌদ্ধধর্মে 'ওঁ' শব্দটি মণিপদ্মে 'হুঁ' মন্ত্রের আদ্যক্ষর। বোধি তন্ত্রে এর অর্থ হলো, 'ওঁ' যেমন দেবকুলকে নির্দেশ করে, তেমনই 'ম' দানবকুলকে নির্দেশ করে। আবার 'নি' শব্দটি মনুষ্যরূপে, 'পদ' শব্দটি পশুরূপে 'মে' হতাশরূপে, 'হুঁ' নারকীরূপে পুনর্জন্ম রোধ করে। শাস্ত্রের মতানুসারে বর্ণবিভাগ করা হয় এইভাবে– 'ও' হলো দৈবিক সিত বর্ণ, 'ম' হলো আসুরিক নীলবর্ণ, 'নি' মানুষিক পীতবর্ণ, 'পদ' জান্তব হরিদ্বর্ণ, 'মে' নৈরাশিক রক্তবর্ণ এবং 'হুঁ' নারকীয় কৃষ্ণবর্ণ। এটা বোঝা গেলো, সকল বর্ণের ভিত্তিভূমি এই 'ওঙ্কার'। ভাষাতত্ত্বে বলা হয়েছে ইনিই প্রকৃতপক্ষে শ্রীনাথ।

শ্রীনাথ থেকে 'ত্রিনাথ'-এর আবির্ভাব পর্বে দেখা যায়, শৈব ও বৌদ্ধ যোগে আবির্ভাব হয় 'নাথ'–যোগের। তাই নাথযোগী তথা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

তিব্বতি নাথপন্থে উল্লেখিত আদিনাথ, মীন বা মৎস্যেন্দ্রনাথ ও গোরক্ষনাথ একই অবতারবাদ থেকে সৃষ্ট এবং তাঁদের প্রধান মন্ত্র ওঙ্কার আধারিত।

তবে এও বলা হয় তিব্বতি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি। কারণ 'লুইপা'-র তিব্বতি অর্থ মৎস্যোদার।

'কৌলজ্ঞান নির্ণয়' পুঁথিতে আছে শিবগোত্রীয় তিন দিব্য নাথযোগী দেড় হাজার বছর পূর্বে ভারত ছাড়া নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, আফগানিস্তান, কাবুল-কান্দাহার প্রভৃতি বহির্বিশ্বে অবলোকিতেশ্বর রূপে 'অ-হ-ম্' মাহাত্মকে 'শিবত্ব' রূপে উন্নীত করেছিলেন। প্রসঙ্গত, নাথ পন্থের উৎপত্তি ও বিকাশ কেন্দ্রিক যোগাধ্যায় 'ওঁ'-কে আদ্য বীজের প্রকৃত স্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন খ্যাতনামা গবেষক ড. সুকুমার সেনও।

শিব সংহিতায় বলা হয়েছে শিবই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে, নিবেদয়ামি চাত্মানং তং গতি পরমেশ্বরঃ– শিব থেকে শিবতর হয়ে ওঠার মন্ত্রে যোগী বা যুগী তন্ত্রের আবির্ভাব। যিনি শিব গোত্রের অধিকারী, তিনি হলেন ত্রিযুগী নারায়ণ (হিমালয়ে শৈবতীর্থ কেদারনাথে যাওয়ার আগে পড়ে)।

পরমপুরুষ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় 'আমি জাতে যুগী। শিব গোত্রের অধিকারী। নাথপন্থী রুদ্রজ ব্রাহ্মণ।

মূলত যুগীদের বাড়ির অদূরে অবস্থিত কামারপুকুরের প্রাচীন মন্দিরের শিবলিঙ্গ থেকে উজ্জ্বল জ্যোতি ছিটকে এসে মা চন্দ্রমণির গর্ভে প্রবেশ করে। সেই ব্রহ্মজ্যোতিতে পরমপুরুষের আবির্ভাব ঘটে (৬ ফাল্গুন ১১৪২, ইং ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬)। যোগসিদ্ধ জ্যোতিষ্কের আবির্ভাবে ঠাকুর স্বগর্বে নিজেকে 'জাতে যুগী' বলে পরিচয় দিতেন। পুনরায় একবার ফেরা যাক 'ওঁ নমো সম্বুদ্ধায়তে'।

এই 'ওঁ' মূলত মহানাদের ওঙ্কার ধ্বনি। জ্যোতিস্বরূপ ওঙ্কারিত 'অ-উ-ম' অক্ষর বিন্যাসে পরমাত্মাকেই নির্দিষ্ট করা হয়। সৃষ্টিতত্ত্বে শরীরের যে প্রধান অংশ তা' লিঙ্গরূপে স্বতঃসিদ্ধ। মহেশ্বর শিবরূপ লিঙ্গের ফোঁটা ফোঁটা বীর্যে বিশ্বচরাচর মোহিত করে রেখেছেন। শিব সাধনের এই প্রতীকী রূপটি নির্দেশ করছে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের মহিমা। যার নিম্নভাগ ব্রহ্মপীঠ। মধ্যমার্ধ বিষ্ণুপীঠ এবং উর্ধ্বভাগ

শিবপীঠ। মধ্যভাগে অবস্থানকালীন ত্রিযুগী নারায়ণে শিব-পার্বতী বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন। সেসময় সাক্ষী ছিলেন নারায়ণ। ঐ সময় বৈদিক রুদ্রকে পৌরাণিক ত্রিশূলধারী শিবে পরিণত করা হয়েছিলো।

অপরদিকে শাস্ত্রভেদে মতান্তর যতই থাক, 'ওঁ' ধ্বনির প্রতীকী রূপ আসলে শুক্লাদ্বিতীয়ার চন্দ্রকলার সঙ্গে যুক্ত একটি মহান বিন্দু যা '৺' ভাবে দেখানো হয়। শক্তির আধার স্বরূপ এই ওঙ্কার ধ্বনি, যার উচ্চারণে তিনটি ধনি 'অ-উ-ম'। অর্থাৎ নাভি, কণ্ঠ, মূর্ধস্থান প্লাবিত হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'ওঙ্কার' ধ্বনি সমস্ত শব্দের সংহতি রূপ। এমনকি খিস্তি-খেউড়ও এই শব্দের প্রতিরূপ।

আর এখানেই সংহতির প্রকৃত শব্দরূপ অনবদ্যরূপে প্রকাশিত হয়, যা ওঙ্কারে অনুভূত গালমন্দ দু'টিকে মুহূর্তে ম্লান করে দেয়। অনেকটা 'গেঁয়ো যুগী' ভিখ না পাওয়ার মতো অবস্থা।

স্বামী ধ্যানানন্দের 'ধ্যান' গ্রন্থে পাই, 'অব্' ধাতু থেকে সৃষ্ট 'ওম্'-এর অর্থ ঈশ্বর। যিনি জীব-জগৎ রক্ষা করেন। 'শিবমহিম্ন স্তোত্র' গাথায় সাতাশ তম শ্লোকটিতে বর্ণিত মন্ত্রখানি এইরকম–

> ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরান্।
> অকারাদ্যৈবর্ণৈ স্ত্রিভিরভিদধত্তীর্ণ বিকৃতি।
> তুরীয়ংতে ধাম ধনিভিরব রূদ্ধানমপূভিঃ
> সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরন্দ্ গুণাত্যোমিতিপাদম্ ॥

শ্লোকটির ভাবানুবাদ হলো– 'হে শরণদাতা শিব! ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ ও সামবেদ তোমারই মূর্তি। জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এসবই তোমার অবস্থার তিনটি রূপ। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোকও তুমি। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র তোমারই রূপ। আর যেহেতু ওঙ্কারের তিনটি অবয়ব– আকার, উকার ও মকার আসলে তিন বেদ, জাগ্রদাদি তিন অবস্থা, পৃথিবী আদি তিন লোক ও ব্রহ্মাদি দেবতার বাচক। সেইজন্য ওঙ্কার পৃথক পৃথকভাবে ঐ তিন বর্ণের দ্বারা তোমার স্তুতি বা প্রার্থনা করছে।

তার মানে আকার, উকার ও মকার যথাক্রমে ঋগাদি তিন বেদ এবং পৃথিবীর তিন নামে সৃষ্ট শব্দটি হলো ঈশ্বর। শ্রীশ্রীচণ্ডীর 'ও নমশ্চন্ডিয়ৈ' মন্ত্রের সূত্রটি পাণিনির 'কৃষ্ণেন্তঃ' অনুসারে 'তম' বা 'ওম্' একটি অব্যয় শব্দ বলা হলেও এটি 'অ' থেকে উৎপন্ন। যার ধাতুগত অর্থ 'রক্ষাকর্তা ঈশ্বর। অনুরূপ ওঙ্কার শাস্ত্রে অনুভূত 'ওঁ কারণ বিন্দু সংযুক্তম্' নিজ গায়ন্তি যোগীনঃ।/ কামদাং মোক্ষদাংচৈব ওঁ-কারায় নমো নমঃ।

এহেন 'ওঁ'-কার সাধনে মনকে প্রাণবিন্দুতে নিয়ে আসে। শব্দ ব্রহ্মে এই 'ওঁ'-কার হলো 'অ-উ-ম'।

অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়। এর আবাসস্থল মানুষের দেহমন্দিরে। কম্পন শাস্ত্রে এর অনুপাত দেওয়া হয়েছে সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে। যেমন, ৩:৭:১০।

এখানে 'অ' শব্দটির কম্পন তরঙ্গ হলো ৩, 'উ' শব্দটির কম্পন তরঙ্গ ৭ এবং 'ম' শব্দটির কম্পন স্থায়িত্ব ধরা হয় ১০। এর মাধ্যমে শরীর শুদ্ধ হয়। এই শুদ্ধতা আনার একটি সহজ পদ্ধতি প্রাণায়াম্ সাধন। এইজন্যই যোগীরা বলেন পবিত্র আত্মার শ্রেষ্ঠ সাধন প্রাণায়াম সাধন।

মানব সভ্যতার উদ্ভবকাল শুরু হয়েছিলো ১৫ হাজার বছর পূর্বে। সেই সময় ঋগ্বেদের সূচনাকালও বটে। মতান্তরে মুনি-ঋষিরা আশ্রমিক তটকে '৺' চিহ্নে চিহ্নিত করে যান। ঐতিহাসিকদের মতে এটি একটি 'ঋক' চিহ্নিত পদবি। যেহেতু ঋগ্বেদের আদিকাল আনুমানিক ১০ হাজার বছর পরে যজুর্বেদীয় যুগের আবির্ভাব ঘটে। এহেন ঋগ্বেদ ও যজুর্বেদে রুদ্রদেবের উল্লেখ থাকলেও বৈদিক রুদ্র এবং পৌরাণিক শিব কিন্তু অভিন্ন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় শিব 'গিরিশ' বা 'গিরিত্র' নামে অধিষ্ঠিত। মহাভারতে ইনি আবার 'কিরাত' রূপে পূজিত।

পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে তথা শব্দ সম্ভারে গচ্ছিত এ কোনও ধনসম্পদ নয়। বাস্তবিক অর্থে এই সমস্ত আখ্যায়িকা মালাগুলি (mythology) জনশ্রুতি'তে প্রচলিত হলেও পুরাণ এবং ইতিহাসের ফারাক যথেষ্ট। মূল পুরাণ অষ্টাদশভাগে বিভক্ত। যাকে মহা-পুরাণ বলা হয়। (বাংলা অভিধান : জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, পৃষ্ঠা ১৩৬০)। যেমন ব্রহ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ভাগবত পুরাণ, নারদ পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, বরাহ পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, বামন পুরাণ, কুর্ম্মপুরাণ, মৎস্য পুরাণ, গরুড় পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

দেবী মাহাত্মে আছে ৫৭৮টি শ্লোক। মন্ত্রের সংখ্যা ৭০০। সমস্ত মন্ত্রই পুরাণ প্রণোদিত 'ওঁ' বা 'ওঙ্কার'-এ প্রতিধ্বনিত শব্দরূপ। এ প্রসঙ্গে সুদূর অতীতে একাধিক নিদর্শন পাওয়া যায় সিন্ধু উপত্যকায়। লিঙ্গোপসনার ক্ষেত্রে ওঙ্কার বীজ একটা সময় মহেঞ্জোদাড়োর মতো লিঙ্গ ও যোনিপুজো প্রভৃতি ধ্যানীযোগীর মূর্তিকে আকৃষ্ট করতো। একদা সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীন ধ্বংসস্তূপে জটাধারী ত্র্যম্বক যোগীমূর্তির সন্ধান পাওয়া গেলেও হরপ্পাতে অনুরূপ যোগী মূর্তির পেছনে বৃষ ও ত্রিশূল ধ্বজেজ্যোতিস্বরূপ সংশ্লিষ্ট 'ওঁ' চিহ্নটি পাওয়া যায়, যা পাশুপতের সঙ্গে তুলনীয়।

শৈব পুরাণে বর্ণিত স্বয়ং ব্রহ্মা ও বিষ্ণু লিঙ্গরূপী শিবের আদি ও অন্তের খোঁজ করতে ব্যর্থ হলে তাঁরা তখন শিবকে 'স্বয়ম্ভু' বা 'মহেশ্বর' নামে অভিহিত করেন।

সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয়েছে লিঙ্গতত্ত্বই শেষ কথা। প্রচলিত কাহিনী এখানে নিষ্প্রয়োজন। দ্বাদশতম লিঙ্গ তীর্থগুলিই তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। শিবলিঙ্গ দুটি ভাগে বিভক্ত–

(ক) প্রাকৃতিক সৃষ্ট শিবলিঙ্গকে বলা হয় স্বয়ম্ভু। এছাড়া আছে বাণ লিঙ্গ। যদিও,

(খ) ধাতু ও পারদ দ্বারা নির্মিত শিবলিঙ্গ দেবালয়ে বা মন্দিরে পূজিত হতে দেখা যায়। স্বয়ম্ভু শিবই প্রাকৃতিক। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গও এই গোত্রের। এদের অবস্থান যথাক্রমে নিম্নরূপ:

১। মহাকালেশ্বর : উজ্জয়িনী শিপ্রা নদীর তীরে।
২। ত্র্যম্বকেশ্বর : নাসিক থেকে ২৯ কিমি দূরত্বে ব্রহ্মগিরি পর্বতে।
৩। কেদারনাথ : হিমালয়ে (রাত্রিবাস নিষিদ্ধ)
৪। ঘৃষ্ণেশ্বর : মহারাষ্ট্রে অবস্থিত ইলোরা থেকে দেড় কিমি দূরত্বে রাজা কৃষ্ণদেওরাই নির্মিত (দশম শতকে) মন্দির।
৫। ওংকারেশ্বর : মান্ধাতা পর্বতমালায় অবস্থিত নর্মদা তীরে।
৬। সোমনাথ : সৌরাষ্ট্রে তথা গুজরাটে অবস্থিত।
৭। নাগেশ্বর : আরব সাগরের বুকে দ্বারকায় অবস্থিত।
৮। ভীমাশঙ্কর : মহারাষ্ট্রে ভীমা নদীর তীরে।
৯। রাবণেশ্বর : মহাদেবের নবম অবতার, বৈদ্যনাথ ধাম, দেওঘর।
১০। কাশীর বিশ্বনাথ : বারাণসীধাম (উত্তরপ্রদেশ)।
১। মলিকার্জুন : শ্রীশৈল, হায়দ্রাবাদ।
১২। রামেশ্বরম : প্রযুক্তির বিস্ময়কর সেতু (২.২ কিমি)। পাষাণের ওপর হনুমানের পরামর্শে শ্রীরামচন্দ্র নির্মাণ করেন।

(তথ্যসূত্র : দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ : স্বামী অচ্যুতানন্দ)

প্রতিটি শিবস্থানকে মহাস্থান হিসেবে গণ্য করা হলেও কাশী, হরিদ্বার, নৈমিষারণ্য প্রভৃতি স্থানগুলিও পুষ্কর তীর্থের মতো পবিত্র তীর্থ। এ প্রসঙ্গে আরও দুটি জলাধারের নাম এসে যায়। রাজস্থানের একটি 'পুষ্কর নদ'। অপরটি পাকিস্তানের 'কটাস' বা 'কট্টাস' হ্রদ। কথিত আছে, অলবিরুণি সংস্কৃত ভাষার টানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত পাঞ্জাব প্রদেশে হাজার বছরের সুপ্রাচীন কটাসরাজ শিব মন্দির দর্শনে এলে তাঁকে কটাস হ্রদে পুণ্যস্নানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। উল্লেখ্য, ইসলামাবাদ থেকে প্রায় ১১০ কিমি দূরত্বে মন্দিরটি একরকম পতিত ও পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিলো। আজ এটি ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটের অন্তর্ভুক্ত। শিব মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিলো তৎকালীন হিন্দু শাহি রাজবংশের আমলে। পৌরাণিক মতে পঞ্চপাণ্ডবেরা ছদ্মবেশে এখানে এক বছর আত্মগোপন করেছিলেন। বলাই বাহুল্য, নিরাপদ স্থান হিসেবে পবিত্র কটাস হ্রদটি নাকি অশ্রুসজল করে রাখতো পাঁচ ভাইকে।

কটাসের সংস্কৃত শব্দ 'কটাক্ষ'। যার অর্থ অশ্রু। প্রচলিত লোকবিশ্বাস যে, সতীর দেহত্যাগকালে মহাদেবের পতিত দু'ফোঁটা চোখের জলে দু'টি হ্রদের সৃষ্টি হয়েছিলো। যার একটি 'কটাস' হ্রদ। এই হ্রদে বুদবুদ আকারে অসংখ্য 'ওঁ' শব্দ প্রতিধ্বনিত হতো। পুণ্যার্থীরা স্নানার্থের উদ্দেশে পবিত্র বারি মস্তকে স্পর্শ করে মন্দির দর্শনে যেতেন। মন্দিরে মূর্তির পরিবর্তে বিচ্ছুরিত প্রস্তরখণ্ড দেখেছিলেন অলবিরুণি। যার মাহাত্ম্য অশ্রুসিক্তে অবদমিত ত্রিশূলধারী শিবকে 'ওঁ'-কার বিন্দুতে পরিণত করার মূলে গোপন অশ্রুবিন্দুর এটি অন্যতম উপহার।

শিব পুরাণে আছে, শ+ই+ব বর্ণত্রয়ের সমন্বয়ে সৃষ্ট শিব। তাঁর ত্রিনেত্র হলো ত্র্যম্বক। অর্থাৎ শশী, সূর্য ও অগ্নি। ত্রিনেত্র বা ত্রিশূলধারী শিবের লিঙ্গ দর্শনে ব্রহ্মা-বিষ্ণু যখন আদি-অন্তের সন্ধান পেলেন না, তখন আচমকা এক অনবদ্য জ্যোতি বিগ্রহের সম্মুখভাগ থেকে ক্রমাগত গুরুগম্ভীর স্বরে ভেসে এল 'ওঁ ওঁ ওঁ' প্রতিধ্বনি। এটি হলো 'অ-উ-ম' শব্দত্রয়ের 'ওঙ্কার' রূপ। যার নিম্নাংশ ব্রহ্মভাগ। মাঝের অংশ (যোনিপট্ট) বিষ্ণু ভাগ এবং উর্ধ্বাংশ (লিঙ্গাকৃতি) রুদ্রভাগ। পুজোর সময় যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় তা হলো– পূজিতো লিঙ্গ রূপেহস্মিন/প্রসন্নো বিবিধংফলম্...।

শিবধর্মে লিঙ্গের প্রভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে, ব্রহ্মা সর্বদাই শিলাময় পাষাণ লিঙ্গ নিয়ে পড়ে থাকতেন। বিষ্ণুও নিরন্তন ইন্দ্রনীলময় লিঙ্গ পুজোয় থাকতেন ব্যস্ত। আবার বরুণদেবের শিবলিঙ্গ হলো স্ফটিকময়। অনেক পণ্ডিতই বলে থাকেন দক্ষযজ্ঞের অন্যতম কারণ সতীত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠা করতে সতীর স্বেচ্ছা মৃত্যুদান। যা থেকে সৃষ্টি হয় ৫১ পীঠের। সতীর এই ৫১ পীঠ ঘিরে থাকা স্ফটিকময়, ইন্দ্রনীলময় ও শিলাময় পাষাণ লিঙ্গগুলি আজও চিহ্নিত হয়ে রয়েছে 'ওঁ' নাদ বা 'ওঙ্কার'-এ দ্রবীভূত বীজমন্ত্রে।

'কৈলাস-সংহিতা'-য় গূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা সরল করতে গিয়ে স্বয়ং ব্যাসদেব নৈমিষারণ্যবাসী সমস্ত মুনি-ঋষিদের 'ওঙ্কার' দ্বারা প্রণব মন্ত্রে প্রভাবিত করেছিলেন। যেহেতু এই প্রণব হলো সকল বিদ্যার আদি বীজ। এর মাধ্যমে সৃষ্ট মহান মন্ত্র 'ওঁ'। এহেন একাক্ষর মন্ত্রটি হলো ত্রিগুণাতীত। যার মাধ্যমে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। প্রণব মন্ত্রের 'অ'-কার (সৃষ্টি সাধন বীজ), উ-কার (প্রকৃতি তথা সৃষ্টির আধার), 'ম'-কার (পুরুষের সৃষ্টি সাধন বীজ)। তিনের সমন্বয়ে সৃষ্ট 'ওঁ' বা 'ওঙ্কার' ধ্বনিত মহামন্ত্র।

অপরদিকে 'ওঁ' নাদকে বৈদিকী ভাষ্যে 'মহানদ' বলা হয়েছে। যার ফলশ্রুতি স্বরূপ আরবীয় আর্যকুলে প্রস্ফুটিত ভাষার নামও 'ওঁ'। হিব্রু, ল্যাটিন আর্য গোষ্ঠীর আদি রূপ 'ওন' (OWN)। মহাবিশ্বের চারটি মূলধ্বনি (Basic Sound) কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ ও অনুনাসিক– যথাক্রমে 'ওঁ, ওম্, ওন্ ও ওন্হু (কিংবা কোন্হু)। এই চার মূল ধ্বনির অন্তরালে রয়েছে মহাজাগতিক এক আলোর কুণ্ড। অবতারতত্ত্বে যাকে বলা হয় হিরণ্যগর্ভ। সেখানে নেই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিয়ে কোনও ভেদাভেদ। ❑

[সংকলিত : সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৫ মে ২০১৯]

গুরুপূর্ণিমা প্রসঙ্গে

স্বামী হরিময়ানন্দ

আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি গুরুপূর্ণিমা বা ব্যাসপূর্ণিমা নামে পরিচিত। ঠিক কবে থেকে এটি পালিত হয়ে আসছে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বলা কঠিন। তবে এটি যে সুদূর অতীত থেকে চলে আসছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সনাতন ধর্মে দেখতে পাই বেদ, উপনিষদ, পুরাণের যুগ থেকে পরম্পরাক্রমে গুরু এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

পুরাণ মতে সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা ছিলেন ধ্যানমগ্ন। তাঁর শান্ত হৃদয় থেকে এক সময় নাদধ্বনি প্রকাশিত হলো। সেই নাদধ্বনি থেকে প্রথম উচ্চারিত হলো সমস্ত বেদের সার প্রণব বা ওঁ-কার ধ্বনি। এরপর হলো বেদ। স্বয়ং ব্রহ্মা এই বেদ বশিষ্ঠ, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, ক্রতু ও প্রমুখ ঋষিদের শিক্ষা দেন। সত্য, ত্রেতা পেরিয়ে এলো দ্বাপর যুগ। দ্বাপরে এই বেদকে ঋক্, সাম্, যজুঃ ও অথর্ব এই চারভাগে বিভক্ত করে সংকলন করেন ঋষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। ঋষি বশিষ্ঠের প্রপৌত্র, পরাশর ও সত্যবতীর পুত্র হলেন ব্যাস। দ্বীপে জন্ম এবং গায়ের রং কালো বলে নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। ইনি মহাভারত, ব্রহ্মসূত্র, পুরাণ প্রভৃতি রচনা করেন। কিন্তু তাঁর সব থেকে বড় কীর্তি হলো বিশাল জ্ঞানরাশি বেদ বা শ্রুতিকে সুবিন্যস্তভাবে সংকলন ও বিভক্ত করা। বেদ বিভাজনের জন্য তাঁর নাম হলো বেদব্যাস। শিষ্য, প্রশিষ্য পরম্পরাতে সেই জ্ঞানরাশি আজও চলে আসছে। অবশ্য পণ্ডিতদের মতে ব্যাস বলতে কোনো একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বোঝায় না। তখন অনেকেই ব্যাস নামে খ্যাত হতেন। সে যাই হোক, বেদবিভাগ ও পুরাণাদি রচনার পর থেকে ব্যাসদেব পরিচিত হলেন আদি গুরুরূপে।

বহু প্রাচীনকাল থেকে বর্ষা ঋতুর প্রায় চার মাস 'চাতুর্মাস্য' ব্রত পালনের নিয়ম চলে আসছে। ব্রত পালনের প্রথম দিনটি আদিগুরু ব্যাসদেব ও নিজ নিজ গুরুদেবকে পুজো করে ব্রত শুরু করা হয়। সেই থেকেই আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিটি গুরুপূর্ণিমা বা ব্যাসপূর্ণিমা নামে পরিচিত হয়ে আসছে। জানা যায়, ভগবান বুদ্ধদেবও এই তিথিটিকে প্রথম ধর্ম প্রচারের দিন হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ধ্যানেও ব্যাসদেবকে প্রণাম জানানো হয়েছে এই বলে– 'নমোঽস্তুতে ব্যাস বিশালবুদ্ধে, ফুল্লারবিন্দায়তপত্র নেত্র। যেন ত্বয়া ভারত তৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময় প্রদীপঃ।' অর্থাৎ হে মহামতি ব্যাসদেব, আপনার চোখ দুটি পদ্মপাতার মতো বিস্তৃত, আপনি মহাভারতরূপ তৈলপূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছেন, আপনাকে প্রণাম করি।

গুরু কাকে বলে?

যেকোনো বিষয় শিক্ষা করতে হলে শিক্ষকের প্রয়োজন। অপরের সাহায্য ছাড়া কোনো বিদ্যা শিক্ষা করা যে যায় না, তা নয়। তবে তা অনেক সময় সাপেক্ষ ও অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। যেকোনো বিষয় শিখতে গেলে আজ পর্যন্ত ঐ বিষয়ে যে জ্ঞান আবিষ্কৃত হয়েছে তা কারো না কারো থেকে শিখতে হয়। তা সে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, প্রামাণ্য বই বা আধুনিককালের ইন্টারনেট বা অন্য যেকোনো মাধ্যমই হোক না কেন। পূর্ব জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে, নিজে আরও সেই বিষয়ে অগ্রসর হওয়া যায়। এই যে অপরের কাছে শিক্ষা গ্রহণ, এটি কোনো একটি বিষয়ের চর্বিতচর্বণ নয়। বরং এর দ্বারা শিক্ষার আত্তীকরণ হয়। কারো কাছে শিক্ষা গ্রহণ করার অর্থ সেই বিদ্যাকে নিজের করে নেওয়া। এটি জাগতিক বিষয়ে যেমন, আধ্যাত্মিক বিষয়েও একই কথা। মূল কথা, কোনো এক পাত্র থেকে জ্ঞান অপর কোনো পাত্রে সম্প্রসারিত হয়। আদান-প্রদান ব্যাপার থাকবেই। যে পাত্র থেকে জ্ঞান আসে তাকে আমরা বলি শিক্ষক আর যার কাছে যায় তাকে বলে ছাত্র। শিক্ষক ও ছাত্র। অধ্যাত্ম জ্ঞানের ক্ষেত্রে শব্দ দুটো হয়ে যায় আরো গভীর ভাবপ্রকাশক– 'গুরু' ও 'শিষ্য'। অবশ্য আগেকার দিনে গুরুরা যেমন গণিত, সাহিত্য, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদি অপরাবিদ্যা শিক্ষা দিতেন, পাশাপাশি পরাবিদ্যা-অধ্যাত্ম জ্ঞানও দান করতেন।

> **গুরুর যেমন শিষ্যের প্রতি কর্তব্য রয়েছে শিষ্যের গুরুর প্রতি কর্তব্য রয়েছে। উত্তমরূপে কর্ষিত ও উর্বর জমিতে পুষ্ট বীজ পড়লে যেমন সবল গাছে পরিণত হয়, তেমন উত্তম গুরুর কাছে শ্রদ্ধাবান শিষ্য নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে সাধনার দ্বারা জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন।**

গুরুর লক্ষণ :

তিনিই গুরু, যিনি মানুষের সমস্ত প্রকার বন্ধন ছিন্ন করে চিরকালের জন্য মুক্তি দিতে পারেন। বন্ধন নানা প্রকারের। এক এক মানুষের কাছে বন্ধনের ধারণাও এক এক রকম। কিন্তু আমরা প্রায় সকলেই অনুভব করি আমরা যেন স্বাধীন নই। চাইলেই যা ইচ্ছা তাই করতে পারি না। যা চাই তা পাই না। আবার যা পাই তাও কিছুদিন পর শেষ হয়ে যায়। যা চিরদিন স্থায়ীভাবে পেতে চাই, তা আর পাওয়া হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদির দ্বারা চালিত হয়ে আমরা এক ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে পড়েছি। ইন্দ্রিয় আমাদের যেদিকে চালিত করে আমরা বেশিরভাগ মানুষ সেই দিকে যাই বা যেতে বাধ্য হই। এক কথায় ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়েছি। আমরা যে স্বাধীন বলে মুখে বলি আসলে কিন্তু আমরা পরাধীন। যেমন আমরা বাইরের বস্তু বা ব্যক্তির অধীন। একইভাবে ইন্দ্রিয়ের অধীন, কর্মফলের

অধীন। এই বন্ধন দশা থেকে আত্যন্তিক মুক্তির পথ দেখাতে পারেন গুরু। যিনি গুরু হবেন তিনি অবশ্যই শাস্ত্রের মর্ম উপলব্ধি করে নিজের জীবনকে সেই অনুযায়ী গঠন করেছেন। শাস্ত্রে তাই গুরু সম্বন্ধে বলা হয়েছে তিনি হবেন 'শ্রোত্রিয়'– অর্থাৎ বেদবিদ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ।

মানুষের সবরকম বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া একমাত্র ভগবানের পক্ষেই সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'সচ্চিদানন্দই গুরু'। আসলে গুরু আর ভগবানে কোনো প্রভেদ নেই। কারণ গুরুকে প্রণাম জানানো হয়েছে 'গুরুব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর' বলে। যাঁদেরকে মানুষ-গুরু রূপে দেখি তারা তাহলে কী? তাঁরাও গুরু। ভগবান স্বয়ং যেমন অবতার হিসাবে আসেন আবার তেমনি মানুষের ভেতরেও তিনি প্রকাশিত হন। গুরু শব্দে 'গু' কথার অর্থ অন্ধকার আর 'রু' কথার অর্থ হলো আলো। তিনি গুরু, যিনি আমাদের অন্ধকারময় জীবনে আলো এনে দেন। এ আলো জ্ঞানের আলো। কোন জ্ঞান? জগৎ অনিত্য, সুখ অনিত্য, অর্থ-সম্পদ, দেহ, মান-যশ-খ্যাতি অনিত্য। একমাত্র ঈশ্বরই নিত্য, এই হলো জ্ঞান।

আমরা জগৎ সংসারের দিকে তাকিয়ে তার বৈচিত্র্য, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ইত্যাদিতে মোহিত হয়ে যাই। কিন্তু ভেবে দেখি না, এসব কতদিন স্থায়ী। যত কঠিনই হোক একদিন তো এই পৃথিবী ছেড়ে যেতেই হবে। কিন্তু কেউ কি তা চায়? কবির ভাষাতে ফুটে উঠেছে মানব মনের সেই নিরন্তর ভাবনা, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।' তবুও তো একদিন সব শেষ হয়। এই হলো জগতের ছবি। না, এটি কোনো নৈরাশ্যবাদ বা সংশয়বাদের কথা নয়। জীবনের প্রকৃত চিত্র এটি। এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে জীবনের গুরুত্ব আরো বেশি করে বোঝা যায়। সাধক কবি রামপ্রসাদও সুরের মাধ্যমে একই কথা বলেছেন, 'এমন মানব জমিন রইলো পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।'

বেদান্তবাদী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দও গুরুর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা এখন যা হইয়াছি, তাহা আমাদের অতীত কার্য ও চিন্তারাশির ফলস্বরূপ। আর ভবিষ্যতে যাহা হইবো তাহা বর্তমানে যেরূপ চিন্তা ও কার্য করিতেছি তাহার ফলস্বরূপ হইবে। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতেছি বলিয়া যে আমাদের কোনো সহায়তার আবশ্যক নাই, তাহা নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ সহায়তা একান্তভাবে প্রয়োজন। একটি আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতে ঐ শক্তিলাভ করিতে পারে, আর কিছুতে নয়। যে আত্মা থেকে শক্তিলাভ করা যায় তিনিই গুরু।'

কিছু মানুষের ধারণা ভগবান হলেন অন্তর্যামী, তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেই তিনি শুনবেন। তবে বাহ্যিক গুরুর প্রয়োজন কী? আবার কিছু মানুষের ধারণা, গুরু ছাড়া কিছু হবে না। তা যে-সে গুরু নয়, সিদ্ধগুরু চাই। ভালো কথা, কিন্তু সিদ্ধগুরু চিনবো কী করে? আর আমি যে মন নিয়ে গুরুকে যাচাই করতে চাইছি, সেই অজ্ঞান আচ্ছন্ন অশুদ্ধ মন দিয়ে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো তা সঠিক হবে তো? আসলে এ জগৎ তো আমাদের মনেরই প্রতিফলন। মন যদি অশুদ্ধ হয় সিদ্ধান্ত ভুল হবেই।

তবে কি কোনো উপায় নেই? আছে। যিনি আধ্যাত্মিক গুরু হবেন তিনি যেন জাগতিক কোনো কিছু লাভের আশায় এই গুরুপদে না বসেন। আর তাঁর জীবনে ও আচরণে পবিত্রতা অবশ্যই থাকতে হবে। ধর্ম জীবনের ভিত্তি হলো নৈতিকতা। ধার্মিক ব্যক্তি মাত্রেই নৈতিক হবেন। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে দার্শনিক সক্রেটিসের কথা। তিনি একদিন একজনকে বলছেন, আচ্ছা রোগ হলে কার কাছে যাও? লোকটি বললো, কেন, ডাক্তারের কাছে। দার্শনিক আবার জিজ্ঞাসা করলেন যদি জমি নিয়ে মামলা করতে হয়, কোথায় যাও? লোকটি বললো, উকিলের কাছে। সক্রেটিস তখন বললেন, একদম ঠিক। যদি ভগবান বিষয়ে জানতে চাও তাহলে এমন মানুষের কাছে যাও যিনি ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু জানেন না। যাঁরা তাঁকে নিয়ে দিনরাত রয়েছেন তাঁদের কাছে যেতে হয়। এছাড়া অন্য উপায় নেই। বই পড়ে হয় না বা বিচার করে হয় না।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এমন গুরু পাবো কোথায়। যদি কারো মনে ব্যাকুলতা আসে ও তিনি সাধন-ভজনের উপযুক্ত হন, গুরুর সন্ধান তিনি পাবেনই পাবেন। তীব্র ব্যাকুলতা ও অধ্যবসায় কোনো দিন ব্যর্থ হয় না। শংকরাচার্যের জীবনে দেখি তিনি গুরুর সন্ধানে গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক গুহার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। সেই গুহায় দেখেন একটি সাপ ও একটি ব্যাঙ একসঙ্গে রয়েছে। এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে তাঁর মনে দৃঢ় ধারণা হলো এখানে নিশ্চয় কোনো মহাপুরুষ রয়েছেন। যাঁর পবিত্র সান্নিধ্য সাপও পর্যন্ত হিংসা ভুলে গিয়েছে। গুহার ভেতরে প্রবেশ করে দেখলেন এক মহাযোগী ধ্যানমগ্ন। গুরু গোবিন্দপাদ হাজার বছর ধরে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অপেক্ষা করছিলেন শিষ্যের জন্য। শিষ্যকে সামনে উপস্থিত দেখে তিনি বুঝলেন এখন সেই বিশেষ মুহূর্ত সমাগত। শিষ্যকে উপদেশ দান করে তিনি স্থূল শরীর ত্যাগ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও বলেছেন, 'যদি কারো ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে ও সাধন ভজনের প্রয়োজন মনে করে তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাঁর সদ্‌গুরু জুটিয়ে দেন। গুরুর জন্য সাধকের চিন্তা করবার দরকার নাই।'

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। যুক্তি বিচারের যুগ। মানুষের মনে চিরাচরিত বিশ্বাস ও রীতিতে সংশয় আসে। মনে প্রশ্ন উঠে মুক্তি লাভের জন্য গুরুর কী প্রয়োজন? গুরু ছাড়া কি ধর্ম হয় না? আচার্যরা বলেন হয় না। যাঁরা যথার্থই ধর্মজীবন যাপন করতে চান, জীবনে শাশ্বত শান্তি অধিকারী হতে চান তাঁদের জন্য গুরুকরণ অবশ্য কর্তব্য। হাজার হাজার বছর আগে ঋষিদের কণ্ঠে

উচ্চারিত হয়েছিলো অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যুর্মামৃতং গময়। অর্থাৎ অসৎ থেকে সৎ-এ, অন্ধকার থেকে আলোকে, মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে চলো। মানুষ-গুরুর দেহত্যাগের সঙ্গে গুরুশক্তির বিনাশ হয় না। ব্যক্তি-গুরু তখন জগৎ-গুরুর মধ্যে লয় প্রাপ্ত হন। দেহত্যাগের পরেও শিষ্যকে সূক্ষ্মভাবে অধ্যাত্মপথে সহায়তা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঝাউতলা থেকে আসছেন। এমন সময় শুনলেন একটি ব্যাঙের আর্তনাদ। কাছে গিয়ে দেখেন একটি ঢোঁড়া সাপ ব্যাঙটিকে ধরেছে। সাপটি না পারছে ছাড়তে আর না পারছে গিলতে। ব্যাঙটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ভাগ্নে হৃদয়কে ডেকে বললেন, 'ওরে হৃদু! যদি জাত সাপে ব্যাঙটাকে ধরতো তিন ডাকে ব্যাঙটা চুপ হয়ে যেতো, এ ঢোঁড়া সাপে ধরেছে কিনা–তাই এত কষ্ট।' এই প্রসঙ্গে অন্যত্র বলেছেন, 'যদি সদ্গুরু হয়, জীবের অহংকার তিন ডাকে ঘুচে। গুরু কাঁচা হলে গুরুর যন্ত্রণা শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের অহংকার ঘুচে না, সংসার বন্ধন কাটে না।' শ্রীমা সারদাদেবী বলেছেন, 'গুরুবাক্যে বিশ্বাস! তাঁর বাক্য ধরে ধরে গেলে ভগবানকে লাভ করা যায়। মন্ত্রের মধ্য দিয়ে শক্তি যায়। গুরুর শক্তি শিষ্যে যায় শিষ্যের গুরুতে আসে। মন্ত্রের দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়। এই কাঁচা শরীর দিয়ে পাকা শরীর লাভ করতে হয়। সেইজন্য এই শরীরটাকে যত্ন করা চাই।'

শিষ্যের লক্ষণ :

শাস্ত্রে যেমন গুরুর লক্ষণ বলা হয়েছে, শিষ্যের লক্ষণও সেখানে বলা হয়েছে। শিষ্যের মধ্যে থাকবে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা। 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্'–শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করে থাকেন। কেউ কেউ মনে করেন, গুরু যেমনি হোক, শিষ্য উপযুক্ত হলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। আবার কারো কারো মতে শিষ্য যেমনই হোক সদ্গুরুর আশ্রয়ে শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি হবেই। দুটো মতের সমন্বয়ে বলা যায় উপযুক্ত গুরু ও উপযুক্ত শিষ্য দুই-ই প্রয়োজন। রাজা পরীক্ষিতের মতো মুমুক্ষু শ্রোতা এবং শুকদেবের মতো পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞানী বক্তা হলে যথার্থ জ্ঞানলাভ হয়।

যথার্থ গুরু ও শিষ্য উভয়ই খুব দুর্লভ। নরেন্দ্রনাথের মতো জ্ঞান-পিপাসু জগতে দুর্লভ। আপনি কি ভগবান লাভ করেছেন?–একটি জিজ্ঞাসাই তাঁকে উদ্বেল করে তুলেছিলো। যাকে দেখেন তাকেই এই প্রশ্ন করেন। উদ্ভ্রান্ত নরেন্দ্রনাথ অবশেষে এসে হাজির হলেন দক্ষিণেশ্বরের পাগল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। যিনি আহারে, নিদ্রায়, জাগরণে সদা সর্বদা কেবল 'মা, মা' করেন। ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই জানেন না। নরেন্দ্রনাথ আজন্ম লালিত সেই একই প্রশ্ন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণকেও। ভাবলেন ইনি আর কী নতুন কথা বলবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো এক অভিনব উত্তর, ওরে শুধু দেখেছি কীরে কথাও বলেছি। কীরকম জানিস– তোর সঙ্গে যেমন কথা বলছি তার থেকে আরও স্পষ্ট ভাবে। আর তুই যদি চাস তোকেও দেখাতে পারি। এইখানে এসে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন পড়া নরেন্দ্রনাথ থমকে দাঁড়ালেন। এমন স্পষ্ট উত্তর দ্বিতীয় কোথাও তিনি পাননি। আত্মসমর্পণ করলেন গুরুর কাছে। গুরুও নিমেষে চিনে নিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্যকে। উজাড় করে দিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পদ। আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে করতে তাই বলছেন, 'আজ তোকে সব দিয়ে ফকির হলাম।' গুরু শিষ্যের এই চিরন্তন সম্পর্ক।

একটা গল্প মনে পড়ছে। কোনো রাজার এক সময় সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিনি শুনেছিলেন রাজা পরীক্ষিতের মাত্র সাত দিনে ভাগবত শোনার ফলে জ্ঞান লাভ হয়েছিলো। সেই ভেবে তিনি একজন পণ্ডিতকে ঠিক করলেন রাজাকে ভাগবত শোনানোর জন্য। প্রায় দু'মাস ভাগবত পাঠ শোনাবার পরও রাজার কোনো তত্ত্বজ্ঞান হলো না।

রেগে গিয়ে রাজা ব্রাহ্মণকে বললেন, মাত্র সাতদিনে রাজা পরীক্ষিতের জ্ঞানলাভ হলো, অথচ আমার দু'মাসেও কিছু হলো না। কেন হলো না? যদি এর উত্তর ব্রাহ্মণ দিতে না পারে তবে কোনো পারিশ্রমিক পাবে না। এই কথা শুনে খুব বিমর্ষ হয়ে ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরলেন। কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না কী উত্তর দেবেন রাজাকে। বাবার এইরকম অবস্থা দেখে ব্রাহ্মণের মেয়ে জানতে চাইলো, কেন এত উদ্বিগ্ন। মেয়ে সহাস্যে বললো, এই কথা, কাল আমি রাজাকে এর উত্তর দেবো।

পরদিন রাজসভায় কন্যাসহ পণ্ডিত উপস্থিত। আমার মেয়ে আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবে, ব্রাহ্মণ বললো রাজাকে। রাজা সম্মত হলেন। তখন মেয়েটি বললো আমি যা যা বলবো আপনাকে তা শুনতে হবে। মেয়েটি প্রহরীকে বললো একটি থামে তাকে (নিজেকে) ও অন্য একটি থামে রাজাকে বাঁধতে। রাজার আদেশে তাই করা হলো। মেয়েটি তখন রাজাকে বললো, আপনি আমার বন্ধন কেটে দিন। অসম্ভব! আমি নিজে যে বাধা পড়ে আছি তোমাকে খুলি কী করে। তখন মেয়েটি বললো, রাজামশায় এই আপনার প্রশ্নের উত্তর। রাজা পরীক্ষিত ছিলেন মুক্তির জন্য ব্যাকুল শ্রোতা আর শুকদেব হলেন সর্বত্যাগী, মহাজ্ঞানী। আমার বাবা নিজে সংসার-আসক্ত, অর্থের লোভে আপনার কাছে ভাগবত পাঠ করেছিলেন। কাজেই তাঁর মুখে ভাগবত শুনে আপনার কী করে জ্ঞানলাভ হবে?

গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ :

গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ অত্যন্ত গূঢ়, পবিত্র ও মধুর। গুরুকে মানুষ বলে ভাবলে, ইষ্টমন্ত্রকে শব্দমাত্র ভাবলে, দেবদেবীর প্রতিমাকে পাথর বা মাটি বলে ভাবলে কোনো আধ্যাত্মিক উন্নতি তো হয়ই না, বরং মানুষ অধোগামী হয়। গুরু বাক্যে কোনো অবিশ্বাস বা সংশয় করতে নেই। গুরু হলেন ইহকাল ও পরকালের একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী। গুরুকে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর ভালো উপায় হলো তাঁর উপদেশ মতো কাজ করা।

শিষ্যের ভেতরে যে জ্ঞান সুপ্ত অবস্থায় রয়েছে গুরু তাকে জাগিয়ে তোলেন। চৈতন্য-শক্তির দ্বারাই জ্ঞানের বিকাশ হয়। জড় শক্তির দ্বারা নয়। অনেকের ধারণা গুরুর কী দরকার, বইতে তো সব লেখা রয়েছে বই পড়লেই হলো। বই থেকে জাগতিক বিষয় জ্ঞান হতে পারে। বুদ্ধিরও বিকাশ হতে পারে। কিন্তু বই পড়ার দ্বারা গুরুশক্তি শিষ্যে সঞ্চারিত হয় না।

অনেকের ধারণা গুরুর কাছে যখন দীক্ষা নিয়েছি, তিনি আমার সব ভার নিয়েছেন আমার আর কিছু করার নেই। কিন্তু মুখে বললেই

সব ভার দেওয়া যায় না। সব ভার তখনই দেওয়া যায় যখন ভালো দিলাম, মন্দও দিলাম। আসলে আমরা যা দিতে চাই বা দিই তা হলো মন্দগুলো, কেবল মন্দগুলো দিয়ে সম্পূর্ণ দেওয়া হয় না আর গুরুরও তা গ্রহণ করা হয় না। তাছাড়া যিনি ভালোমন্দ সব সমর্পণ করে দিয়েছেন, তিনি আর কোনো মন্দ কাজ চেষ্টা করেও করতে পারেন না।

গুরুর যেমন শিষ্যের প্রতি কর্তব্য রয়েছে শিষ্যের গুরুর প্রতি কর্তব্য রয়েছে। উত্তমরূপে কর্ষিত ও উর্বর জমিতে পুষ্ট বীজ পড়লে যেমন সবল গাছে পরিণত হয়, তেমন উত্তম গুরুর কাছে শ্রদ্ধাবান শিষ্য নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে সাধনার দ্বারা জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন।

গুরু আসলে কী করেন?

গুরু সাধনার দ্বারা নিজের মধ্যে সেই আত্মশক্তির বিকাশ ঘটানো এবং শিষ্যের মধ্যে সেই আত্মশক্তির দীপ জ্বালিয়ে দেন। যেমন একটি জ্বলন্ত দীপ থেকে আর একটি দীপ জ্বলে ওঠে একইভাবে আলোকিত গুরুশক্তি থেকে পরম্পরাক্রমে সেই শক্তি মানুষের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। এছাড়া প্রকৃত গুরু আর একটি বিশেষ কাজ করেন। তিনি শিষ্যের ভার গ্রহণ করেন। শিষ্য বিপথে গেলেও গুরু তাকে সৎ পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, 'আমার চেলারা যদি হাজারবার নরকে যায় তাহলে আমিই তাদের হাজারবার হাত ধরে তুলবো। তা যদি না হয়। তবে ঠাকুর-আদি সব মিথ্যা জানবি।'

গুরু কেবল আমাদের বাইরের দৃষ্টিকে ভেতরের দিকে ফিরিয়ে দেন। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা কেবল বাইরের জিনিস আস্বাদন করেছি। চোখ দিয়ে দেখেছি বাইরে রূপ, কান দিয়ে শুনেছি বাইরের শব্দ, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিয়েছি বাইরের গন্ধ, জিহ্বাতে আস্বাদন করেছি বাইরের স্বাদ, ত্বক দিয়ে অনুভব করেছি বাইরের স্পর্শ। গুরু এসে বলেন তোমার দৃষ্টি অন্তরের গভীরে নিবদ্ধ করো। 'আবৃতচক্ষু' হও। চোখ বন্ধ করো। তোমার বাইরের রূপ, রস, গন্ধ থেকে মন সরিয়ে এনে অন্তরে ডুবে যাও। বাইরের রূপ রসের ইতি আছে কিন্তু অন্তরে রয়েছে রসের সমুদ্র যা কোনোদিন শেষ হবে না। বাইরের দুটো চোখ ছাড়া তোমার আর একটি চোখ আছে সেটি জ্ঞানচক্ষু। গুরু সেই জ্ঞানচক্ষু খুলে দেন। তখন শিষ্য অন্তরের গভীরে দৃষ্টিপাত করতে পারে এবং সেই দৃষ্টিতে সে জানতে পারে তার নিজের স্বরূপ। জানতে পারে অনন্ত শক্তি ও সমস্ত সম্ভাবনা তার নিজের ভেতরেই। নিজের স্বরূপকে জেনে তিনি হয়ে যান আর একজন আলোকিত আত্মা। তিনিই আবার জ্বালিয়ে দেন অসংখ্য প্রাণে জ্ঞানের আলো। এভাবেই গুরুশক্তি প্রবাহিত হয়ে চলে। ❑

[সংকলিত : সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৬ জুলাই ২০১৬]

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌ ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৪/৭)

অনুবাদ : হে ভারত (অর্জুন)! যখনই ধর্মের অধঃপতন হয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি দেহধারণ করে অবতীর্ণ হই।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৭/৪)

অনুবাদ : আমার প্রকৃতি– ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার– এ আট ভাগে বিভক্ত।

ভক্তজননী শ্রীমা সারদা

সুব্রত দাসগুপ্ত

'ভক্তের কোনো জাত নেই।' 'আমি সতেরও মা অসতেরও মা।' এই কথাগুলো আমাদের উদ্দেশ্যে প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণকারী শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী মা সারদা বলেছিলেন।

২২ ডিসেম্বর ১৮৫৩ইং সালে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে একটি নিবিড়পল্লী জয়রামবাটি নামক গ্রামে এক গরীব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। মা সারদা ছিলেন ৪ ভাই ও ১ বোনের সবার বড় বোন। উঁনার যখন বয়স ৬ বছর তখন প্রায় ২২/২৩ বছর বয়স্ক যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবাহ হয়। তিনি পড়াশুনার কোনো সুযোগ পাননি, কিন্তু পরে মায়ের ভাসুরঝি লক্ষ্মীর সহায়তায় বর্ণপরিচয়সহ সামান্য অক্ষরজ্ঞান হয়। বিয়ের পর তিনি দীর্ঘদিন বাপের বাড়িতে থাকেন। তখন সংসারের ও মায়ের অসুস্থতার জন্য পারিবারিক কাজে মাকে সহায়তা করেছেন, ছোট ভাই-বোনদের দেখাশুনাসহ প্রয়োজনে গরুর খাদ্যও সংগ্রহ করেছেন। শ্রীমায়ের যখন ১৮ বছর তখন প্রথমবার স্বামীর সঙ্গে বসবাসের জন্য দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। শ্রীমায়ের ৩৩ বছর বয়সের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ দেহরক্ষা করেন। স্বামীর দেহরক্ষার পর তিনি আরও ৩৪ বছর বেঁচে ছিলেন। আমি শ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করতে কলম ধরিনি তবু মায়ের জীবনের সামান্য চিত্র ধরার চেষ্টা করছি। যতদিন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন নহবতের ছোট একটি ঘরে সারাদিন কাটাতে হতো। কাকভোরে প্রাতকৃত্য ও স্নান সারতে হতো। অনেকবার দক্ষিণেশ্বর, জয়রামবাটি ও কামারপুকুরে যাতায়াত করেছেন এবং দীর্ঘসময় সেখানে অবস্থান করতে হয়েছে। পেটের পীড়া, ম্যালেরিয়া, বাতরোগের কষ্টসহ নিকট আত্মীয়দের বিয়োগ সহ্য করতে হয়েছে তবু কখনও সৃষ্টিকর্তা ও শ্রীরামকৃষ্ণের উপর থেকে আস্থা হারাননি।

একবার স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দের উচ্ছিষ্ট তুলতে গেলে একজন ভক্ত মহিলা মাকে অনুযোগের সরে বলেন, "আপনি বামুনের মেয়ে, আবার গুরু, এরা আপনার শিষ্য। আপনি এদের এটো ধরবেন কেন? এতে এদেরই অমঙ্গল হবে।" মা সহজভাবে উত্তর দেন, "আমি যে মা গো! মায়ে ছেলের করবে না তো কে করবে?"

আজকের আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ১৫০ বছর পূর্বে আমাদের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে একজন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাহীন, গ্রাম্য ব্রাহ্মণকন্যা ও পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহিনী হিসাবে কতটুকু সংস্কারমুক্ত হয়ে সবার জননী হয়ে উঠেছিলেন। সে সময়ে একজন ব্রাহ্মণের উপর একজন নিম্নবর্ণের হিন্দুর ছায়া পড়লে সেখানে ব্রাহ্মণ নিজেকে অপবিত্র মনে করতেন সেই প্রেক্ষাপটে নিম্নলিখিত কিছু ঘটনা বিবেচনা করতে হবে।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে থাকার সময় শ্রীমা সারদা, শ্রীরামকৃষ্ণের খাবার একজন ভক্তমহিলার হাত দিয়ে পাঠালে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুযোগ করে মাকে বলেছিলেন ভক্ত মহিলার হাত দিয়ে কেন খাবার পাঠানো হলো, তিনি কি এই মহিলাকে চিনে না? তিনি এও বলেছিলেন ভবিষ্যতে এরকম না করার জন্য। উত্তরে শ্রীমা বলেছিলেন, তা আমি পারবো না। আমাকে 'মা' বলে চাইলে আমি না করতে পারবো না। এটাই মাতৃভাবের শেষ কথা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বলা হয়েছে, "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।" মা সারদা নিজেকে কখনও গুরুরূপে পরিচয় দিতেন না। একবার স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দের উচ্ছিষ্ট তুলতে গেলে একজন ভক্ত মহিলা মাকে অনুযোগের সরে বলেন, "আপনি বামুনের মেয়ে, আবার গুরু, এরা আপনার শিষ্য। আপনি এদের এটো ধরবেন কেন? এতে এদেরই অমঙ্গল হবে।" মা সহজভাবে উত্তর দেন, "আমি যে মা গো! মায়ে ছেলের করবে না তো কে করবে?"

আর একবার এক বৈদ্যবংশীয় ভক্ত মহিলা শ্রীমাকে রেঁধে খাওয়ানোর জন্য প্রার্থনা জানালে শ্রীমা সম্মতি প্রদান করেন। পরদিন উক্ত ভক্ত মহিলা কিছু খাবার রেঁধে নিয়ে আসলে মা বললেন, দেখো কত কষ্ট করে কত খাবার নিয়ে এসেছে। শ্রীমায়ের ভাইঝি নলিনী বলেন, "তুমি চাও কেন? তাইতো নিয়ে আসে।" মা উত্তরে বলেন, "তা ওদের কাছে চাইবো না? ও যে আমার মেয়ে?" শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন, ভক্তের জাত নেই তেমনি শ্রীমা এই কথাটি যেমন বিশ্বাস করতেন তেমনি নিজের ভক্তের বেলায় পালন করেছেন। বিদেশিনী ভগিনী নিবেদিতাকে শ্রীমা আপন কন্যা ন্যায় আদর-যত্ন করতেন এবং তিনি শ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসলে পাশে বসিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতেন এবং প্রসাদ খাওয়াতেন। ডাকাত আমজাদকে সন্তানরূপে গ্রহণ করে জয়রামবাটি গ্রামে বারান্দায় বসিয়ে আহার করিয়েছেন। মায়ের স্নেহ অপরকে কিরূপ আত্মহারা করতো তা শ্রীমতি ম্যাকলাউড (স্বামীজীর বিদেশিনী শিষ্যা) ও ভগিনী নিবেদিতার লেখা বিভিন্ন পত্রে বুঝতে পারা যায়। একদিন এক অপরিচিতা মেম সাহেব মায়ের নিকট তার ছেলের সুস্থতার জন্য আশীর্বাদ চাইতে আসলে শ্রীমা উক্ত মহিলাকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে আসেন এবং বিদেশী কায়দায় মহিলার চিবুকে হাত দিয়ে ছেলের সুস্থতার জন্য আশীর্বাদ করেন।

দুর্গম পল্লীতে বড় হয়ে উঠা কুলিন ব্রাহ্মণ কন্যার নিকট সেই সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটে তা কল্পনাতীত হলেও তার সর্বগ্রাসী মাতৃত্ব, উদারদৃষ্টি ও সপ্রেম মনোভাব তাঁকে অচিরে এমন স্তরে

উপস্থিত করেছিলো, যেখানে দেশের দুরন্ত, অঙ্গের বর্ণ মুছে গিয়ে বিরজিত ছিলো শুধু সন্তান বাৎসল্য। স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেকের হৃদয়ে যখন ইংরেজ বিদ্বেষ ধুমায়িত তখনও তাঁর মুখে উচ্চারিত হতো, "তারাও তো আমার ছেলে।"

শ্রীমা কিরূপ সংস্কারমুক্ত ছিলেন আরও ২/১টি ঘটনা উল্লেখ করলে বুঝা যায়। শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ এবং সর্বপ্রকারের প্রণম্য অব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে শ্রীমা দ্বিধাবোধ করতেন না। কবিরাজ শ্যামদাস বাচস্পতি মহাশয় শ্রীমায়ের ভাইঝি রাধুকে দেখতে আসলে শ্রীমায়ের আদেশে ভাইঝি রাধু কবিরাজ মহাশয়কে প্রণাম করেন। কবিরাজ মহাশয় চলে গেলে কেউ কেউ বললেন, উনি কি ব্রাহ্মণ? মা বললেন, উনি ব্রাহ্মণ নন বৈদ্য কিন্তু ব্রাহ্মণতুল্য। উনাকে প্রণাম করলে দোষ নেই।

আর একবার এক কায়স্ত ভক্ত, অপর ৪ জন ভক্তসহ মায়ের বাড়ি জয়রামবাটি গিয়েছিলেন। শ্রীমা উক্ত ভদ্রলোককে দেখিয়ে ভাইঝি রাধুকে বলেন উনি তোমার দাদা প্রণাম কর। ঐ ভক্তটি প্রতিবাদ করে বলেন যে, তিনি কায়স্ত তাই রাধু প্রণাম গ্রহণ করতে পারেন না, পরে সিদ্ধান্ত অনুসারে উভয়ে উভয়কে প্রণাম করেন। এইরূপ আরও দুইবার দুইজন মহিলা ভক্তের বেলায় হয়েছে। সবক্ষেত্রেই মা বলেছেন, "ওসব জাতের কথা বলতে নেই, তুমি ভক্ত, ভক্তের কোনো জাত নেই।"

বাংলাদেশ ও ভারতের পল্লী অঞ্চলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১৫০ বছর পূর্বে একজন ব্রাহ্মণকন্যা যেরূপ উদার সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে আমাদের শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এখনও আমরা তা করে উঠতে পারিনি। শ্রীমায়ের অমৃতবাণী "সংসারে কেমন করে থাকতে হয় জানো? যখন যেমন, তখন তেমন। যাকে যেমন, তাকে তেমন। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।" সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেক কিছু পরিবর্তন না করতে পারলে নিজেকে রক্ষা করা যায় না। ❑

তথ্যসূত্র :

১। শ্রীশ্রী মায়ের কথা – উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা
২। শ্রীমা সারদা দেবী – স্বামী গম্ভীরানন্দ, কলকাতা
৩। এবারে মাতৃভাব – স্বামী অমেয়ানন্দ, ঢাকা

Shaaz Academy of Defensive Driving
Tel: 416-756-1044

আমাদের সেবাসমূহ–

- আপনাকে একজন ক্যানাডিয়ান মানের দক্ষ ড্রাইভার তৈরি করা
- ড্রাইভিং টেকনিকসমূহ আপনার কাছে স্ফটিকস্বচ্ছ ও সহজ করা
- ন্যূনতম সময় ও অর্থ ব্যয়ে টরন্টো থেকে লাইসেন্স পেতে সহযোগিতা করা
- আপনার প্রার্থীত সময়ে টেষ্ট বুকিং দেয়া

ব্যবস্থাপনায়:
অজয় বনিক
ব্যস্ত সড়কে উপযুক্ত প্রশিক্ষণই
আমাদের প্রকৃত বন্ধু
নিরাপদ ড্রাইভিং শেখার
অন্যতম প্রতিষ্ঠান

Mr. Ajoy
416-756-1044

দুর্গাপুজোর আঙিনায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

চৈতন্যময় নন্দ

বাংলা ১২৭৭ সন। রানি রাসমণি তখন লোকান্তরিত। পরিবারের কর্তা হয়েছেন জামাতা মথুরামোহন বিশ্বাস। সর্বভাবের মূর্ত বিগ্রহ, এ যুগের অবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং এসেছেন মথুরবাবুর জানবাজারের বাড়িতে শারদীয়া দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে। সেবার ঠাকুরের উপস্থিতিতে মথুরবাবুর বাড়ি তখন আনন্দস্রোতে প্রবাহিত হয়ে আনন্দধামে পরিণত। তার উপর মথুরামোহন শ্রীরামকৃষ্ণকে ইষ্ট জ্ঞান করে 'বাবা' বলে ডাকতেন। ঠাকুর আর মা সারদামণির প্রতি মথুরবাবু আর তাঁর ভক্তিমতী স্ত্রী জগদম্বাদেবীর শ্রদ্ধা, ভক্তি আর অনুরাগ গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর ধারার মতো স্বতঃ উৎসারিত। মথুরামোহনের জীবনের উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব অবিস্মরণীয়।

ঢাকঢোল, কাঁসি আর সানাই বাজিয়ে রানি নিবাসে শুরু হলো দুর্গাপুজোর মহামহোৎসব। ভক্তজন প্রিয় ঠাকুর শ্রীপরমহংসদেবের দিব্য উপস্থিতিতে ঘটা করে শুরু হলো সপ্তমী পুজো। মথুরের আননে ফোটে তখন আনন্দের আলপনা। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশে শক্তিপুজোর এই প্রাণদীপ্ত মহিমায় গোটা জানবাজার সেদিন স্ফূর্ত ও দীপ্ত। অগণিত ভক্তের সমাবেশে মাতৃ অঙ্গন ভাবগাম্ভীর্যে পরিপূরিত। ঠাকুরের উপস্থিতির ফলে সেবার দুর্গতিহারিণী দেবীমূর্তি যেন বড় হাস্যময়ী, প্রাণময়ী ও আনন্দময়ী। শত শত পুণ্যার্থী সেদিন ভাসতে থাকেন এক অনাস্বাদিত উপলব্ধির অমৃত প্রবাহে। স্বামী সারদানন্দ 'লীলাপ্রসঙ্গে' লিখেছেন : '... প্রতিমা বাস্তবিকই জীবন্ত জ্যোতির্ময়ী হইয়া যেন হাসিতেছেন। আর ঐ প্রতিমাতে মা-র আবেশ ও ঠাকুরের দেবদুর্লভ শরীর-মনে মা-র আবেশ একত্র সম্মিলিত হওয়ায় পূজার দালানের বায়ুমণ্ডল কি একটা অনির্বচনীয়, অনির্দেশ্য সাত্ত্বিক ভাবপ্রকাশে পূর্ণ বলিয়া অতি জড়মনেরও অনুভূতি হইতেছে। দালান জম জম করিতেছে—উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আর বাটীর সর্বত্র যেন সেই অদ্ভুত প্রকাশে অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়াছে।'

সপ্তমী পূজান্তে মথুরবাবু সস্ত্রীক পদ্ম, কুমুদ, জবা ও বিল্বপত্র দিয়ে মহামাতৃকা মহিষাসুরমর্দিনী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের রাজীব চরণে বারবার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে ধন্য হলেন।

দিনের শেষে সন্ধ্যা এলো। এবার মায়ের আরতির প্রস্তুতি। মথুরবাবুর দেওয়া সুন্দর গরদের চেলি মেয়েদের মতো করে পরে ঠাকুর বসে আছেন একেবারে অন্দরমহলে। জগন্মাতার সহচরী ভাবে উদ্দীপিত হয়ে দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ঠাকুর নিজের পুরুষ শরীরের কথা আক্ষরিক বিস্মৃত হয়ে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সুন্দর প্রশান্ত বদন মণ্ডল, অঙ্গনিঃসৃত অমানুষিক দিব্যপ্রভা, অরুণায়তলোচন, রক্তজবাবিনিন্দিত চরণ যুগল, প্রেমাবেশ ও সাত্ত্বিক বিকার যেই দর্শন করে সেই আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে না। সবাই অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। মা দুর্গার আরতি শুরু হয়েছে। মথুরবাবুর পত্নী জগদম্বাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণকে রমণী বেশে নিয়ে এলেন পুজোমণ্ডপে। সেখানে ঠাকুর কিছুটা প্রকৃতস্থ হয়ে অন্যান্য মেয়ের সঙ্গে চামর ব্যজন করতে লাগলেন সহর্ষে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। ধূপ, দীপ, ধূনা প্রজ্বলিত হওয়ায় মাতৃমন্দির সৌরভে আমোদিত। সে আরতি দেখতে একদিকে পুরুষরা আর অন্যদিকে মেয়েরা ভক্তিভরে দণ্ডায়মান। হঠাৎ মথুরবাবুর চোখে পড়লো তাঁর স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে সুন্দর বস্ত্র পরিহিতা সালঙ্কারা এক অনিন্দ্যকান্তি মহিলা চামর দোলাচ্ছেন, কিন্তু বারবার সেই ভাবময়ীকে দেখেও তিনি চিনতে পারলেন না। আরতির পর মথুরবাবু অন্দরমহলে গিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন; 'আরতির সময় তোমার পাশে দাঁড়িয়ে যে চামর দোলাচ্ছিলেন, তিনি কে?' জগদম্বা হেসে বললেন: 'তুমি চিনতে পারলে না? 'বাবা' ভাবাবস্থায় এভাবে চামর করছিলেন। মেয়েদের মতো কাপড় পরলে বাবাকে পুরুষ বলে চেনে কার সাধ্য?'

'ও এই তোমার ভয়। একথা কে বললো যে, মাকে ছেড়ে তোমাকে থাকতে হবে? আর বিসর্জন দিলেও তিনি বা যাবেন কোথায়? মা এই তিনদিন ঠাকুর দালানে বসে তোমার পুজো নিয়েছেন। আজ থেকে তোমার আরও কাছে থেকে সর্বদা হৃদয়ে বসে তোমার পুজো নেবেন।'

এভাবে উৎসব মুখরিত সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দিনগুলিও সার্থক হয়ে ওঠে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্য উপস্থিতিতে। এবার বিজয়া দশমী। বিষাদের ছায়ার মধ্যে বিসর্জনের আয়োজন। সেবার দশমী খুব কম সময় থাকায় নির্দিষ্টকালে দশমীবিহিত পুজো শেষ করে সন্ধ্যার পর হবে দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন। বিকেলে পুরোহিত মশাই মথুরবাবুর কাছে বলে পাঠালেন, মায়ের বিসর্জন যাত্রার আর দেরি নেই, বাবু যেন নীচে নেমে এসে দুর্গা-বন্দনা ও প্রণাম করে যান। একদিকে দশভুজার মহাপুজোর অনির্বচনীয় আনন্দ, অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েক দিনের উপস্থিতিতে তাঁর সান্নিধ্য লাভ—এই অভাবনীয় আনন্দে বিহ্বল ও আত্মহারা মথুরামোহন সেদিন যে বিজয়ার বিসর্জন সে কথা অবলীলাক্রমে ভুলেই গিয়েছিলেন। পরে যখন বুঝে উঠলেন যে সেদিন বিজয়া দশমী, তখন নিরাশ আর মনোবেদনায় মুহ্যমান মথুরামোহন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন মাকে আর বিসর্জন দিয়ে দুঃখ ডেকে আনবেন না। রাজামশাইয়ের দু'চোখ বেয়ে নামে অবিরত অশ্রুর ঢল।

এদিকে বিসর্জনের সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে পুরোহিত মশাই বারবার লোক পাঠিয়েও বিফল। তখন মথুরবাবু অসন্তুষ্টিভরা গলায় বলে উঠলেন, 'আমি মাকে বিসর্জন কিছুতেই দিতে দেবো না। যেমন পুজো হচ্ছে তেমনই পুজো চলবে। আমার অননুমোদনে কেউ যদি প্রতিমা বিসর্জন দেয়, তাহলে সাংঘাতিক বিপত্তি দেখা দেবে, খুনোখুনি পর্যন্ত হতে পারে।' এই বার্তা গিয়ে পৌঁছাল দুর্গা দালানে। বাড়িতে সম্মানীয়রা তখন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন, সবাই এসে গৃহকর্তাকে অনেক বোঝালেন। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। মথুরবাবু নিজের সিদ্ধান্তে অটল থেকে বরং উল্টো বললেন, 'কেন? আমি মা'র নিত্যপুজো করবো। মা'র কৃপায় আমার যখন সে ক্ষমতা আছে, তাহলে বিসর্জনই বা দেবো কেন?' উপায়হীন হয়ে তখন মথুর-গৃহিণী জগদম্বাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের শরণাগত হলেন। ঠাকুর মথুরবাবুর কাছে গিয়ে দেখেন, চোখ লাল করে গম্ভীর মুখে উদাস হয়ে মথুরামোহন ঘরের ভেতর পায়চারি করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরের বুকে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন: 'ও এই তোমার ভয়। একথা কে বললো যে, মাকে ছেড়ে তোমাকে থাকতে হবে? আর বিসর্জন দিলেও তিনি বা যাবেন কোথায়? মা এই তিনদিন ঠাকুর দালানে বসে তোমার পুজো নিয়েছেন। আজ থেকে তোমার আরও কাছে থেকে সর্বদা হৃদয়ে বসে তোমার পুজো নেবেন।' অবশেষে ঠাকুরের স্পর্শানুভূতি ও মধুমাখা কথায় মথুরবাবু দমিত হলেন। রাজি হলেন তিনি মাকে বিসর্জন দিতে।

এবার আসি ভক্তবর সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের সিমুলিয়ার বাড়িতে দুর্গোৎসব প্রসঙ্গে। ১৮৮৫ সালের আশ্বিন মাস। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শরীর তখন খুবই খারাপ। চিকিৎসার জন্য ভক্তরা তাঁকে দক্ষিণেশ্বর থেকে উত্তর কলকাতার 'শ্যামপুকুর বাটী'তে এনে রেখেছেন। বিখ্যাত চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের চিকিৎসা ও সেবার সব দায়িত্ব নিয়েছেন। ক্রমে দেবীপক্ষে মহামায়ার আগমনগীতি দশদিক ভরে তুললো। ঠাকুরের একান্ত ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে শুরু হলো মহাসমারোহে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে দুর্গাপুজোর আয়োজন। সে সময় খবর এলো, অসুস্থ শরীর নিয়ে ঠাকুর আসতে পারবেন না। ভীষণভাবে মুহ্যমান হলেন সুরেনবাবু। তবুও গুরুভ্রাতারা একত্রিত হয়ে সবাই মহানন্দে মুখর হলেন। এদিকে মহাষ্টমীর বিকালে অনেক ভক্ত এলেন শ্যামপুকুরে ঠাকুরের কাছে।

ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের আসার কিছুক্ষণ পর নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) তাঁর সুরেলা কণ্ঠে গাইলেন ভক্তিসঙ্গীত। সবাই তখন আনন্দে বিহ্বল। রাত্রি সাড়ে সাতটা বাজতেই ডাক্তারবাবু যখন উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার জন্য, ঠিক সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আত্মহারা হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটি মুদ্রিত করে, দু'হাত ঊর্ধ্বে তুলে তিনি হয়ে পড়লেন গভীরভাবে সমাধিস্থ। ভক্তবৃন্দের কেউ কেউ বলতে থাকলেন, 'এই সময়টা সন্ধিপুজোর লগড়ব কিনা, তাই এই সন্ধিক্ষণে ঠাকুরের দিব্য ভাব।' তাঁর শ্রীচরণে রাশি রাশি ফুল ঢেলে অঞ্জলি প্রদানে অনেকে ধন্য হলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে তিনি আবার ভাবাবেশ থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন। ভাব তন্ময়তার সময় তিনি যা দেখেছিলেন সেই কথা ভক্তদের বললেন: 'এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ি পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেলো। দেখিলাম, তাহার ভক্তিতে প্রতিমায় মা'র আবেশ হইয়াছে। তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতি রশ্মি নির্গত হইতেছে। দালানের ভিতর দেবীর সম্মুখে দীপমালা জ্বালিয়ে দেওয়া হইয়াছে, আর উঠানে বসিয়া সুরেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে মা মা বলিয়া রোদন করিতেছে। তোমরা সকলে তাহার বাড়িতে এখনই যাও। তোমাদের দেখিলে তাহার প্রাণ শীতল হইবে।' (শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশ মতো নরেন্দ্রনাথ ও অন্য ভক্তরা ঠাকুরকে প্রণাম করে সুরেন্দ্রবাবুর বাড়িতে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, ভাবসমাধির সময় ঠাকুরের দৃষ্ট ঘটনাগুলি একেবারেই বাস্তবিক ও যথার্থ। তাঁর ভক্তবৎসল রূপটি এভাবে প্রকট হওয়ায় সকলে সেদিন বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন। সার্থক হলো সুরেন্দ্রনাথের দুর্গোৎসব, ভক্ত-ভগবানের লীলা খেলায়। ❑

[সংকলিত : বর্তমান পত্রিকা, ১৬ অক্টোবর ২০১৮]

শ্রীশ্রী রামঠাকুর

অরুনাংশু হোর*

অনেক সময় ভক্তরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পড়ার জন্যে নতুন কাপড় দিলে ওগুলো তক্ষুনি না পরে হাতে তুলে নিয়ে যেতেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁর হাতে ঐ কাপড় আর বেশিক্ষণ থাকতো না। রাস্তায় চলতে চলতে কা'কে কোন ফাঁকে দিয়ে দিতেন। ঠাকুরের এক কাপড়ে চলার দশা আর ঘুচতো না। একবার জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকে অতি সুন্দর একটি গরদের চাদর দিয়েছিলেন। তাঁর গায়ে ঐ চাদরটা দেখে উপস্থিত সবাই খুশি হয়েছিলেন। সেটি ঠাকুরের গায়ে বড় সুন্দর মানিয়েছিলো। গায়ের রঙে আর চাদরের রঙে মিশে গিয়েছিলো। সেই সময় একজন মহিলা বলেছিলেন, গরদের চাদরখানায় আপনাকে বড় সুন্দর মানিয়েছে। এখানা ব্যবহার করুন, কাউকে আবার দিয়ে দেবেন না। ঠাকুর তাঁর সুলভ ভঙ্গীতে বললেন, 'হ'। দু'দিন পরে আবার যখন ঠাকুর ফিরে এলেন, তখন দেখা গেলো তাঁর গায়ে সেই নিত্যকার নিমাটি; গরদের চাদরখানা কোথায় যেন চলে গেছে। উপরিউক্ত মহিলাটি তাই ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, গরদের চাদরটা কোথায়? ঠাকুর নির্বিকারভাবে উত্তর দিলেন, 'আছে'। মহিলা সখেদে বললেন, "আছে তো নিশ্চয়ই কারো কাছে।" এভাবেই করুণাবিধি নিজে কিছুই ব্যবহার করতেন না।

একবার ঠাকুরের এক মহিলা ভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন, "বাবা, সারাদিন তো আপনার পূজা ভোগ ইত্যাদি দিতে পারি না।" ঠাকুর বললেন, "ক্যান? যেদিন দিতে পারেন না, সেদিন কি আপনি আপনার স্বামীর কিংবা নিজের আপনজনদের খাইতে দেন না? আমারে দিতে এত দ্বিধা ক্যান্?

অস্বচ্ছল, দরিদ্র কাঙ্গাল মানুষের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের সবকিছু দান করে দিয়েছিলেন। সুদীর্ঘ প্রায় নব্বই বছর ধরে আশ্রিতদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হয়েছেন। আশ্রিতদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে মুক্তির উপায়স্বরূপ "শ্রীনাম" বিতরণ করেছিলেন। অসংখ্য ভক্তদের রোগ-ব্যাধি ঠাকুর নিজের শরীরে ধারণ করেছিলেন। নিজে অকাতরে ভোগ সহ্য করে ভক্তদের শান্তি দিয়েছিলেন। একবার ঠাকুর একদল ভক্তসহ ডিঙ্গামাণিকে আসার সাথে সাথেই তাঁকে ঘিরে শুরু হয়ে যায় নাম কীর্তন ও আনন্দ মহোৎসব। অন্য সবার সাথে ঠাকুর দর্শনের জন্য জনৈক চেরাগ আলীও এসেছেন। গৃহ অঙ্গন লোকে লোকারণ্য, এই ভীড়ে ভেতরে প্রবেশ করে ঠাকুরের দর্শন পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। ভক্ত চেরাগ তাই নিকটস্থ পুকুর পাড়ে অপেক্ষা করছিলেন। এক মনে চলছে ঠাকুরের স্মরণ মনন। হঠাৎ এক সময় অন্তর্যামী ঠাকুর এক ভক্তকে ডেকে বললেন, "চেরাগ আলী পুকুর ধারে বসে আছেন, তাকে শীগ্‌গীর এখানে ডেকে আনুন।" তখন ভীড় ঠেলে এই ধর্মপ্রাণ মুসলমানকে ঠাকুরের সামনে নিয়ে আসা হলো। কৃপালু ঠাকুর তাঁকে পরম যত্নে নিজের কাছে বসতে দিলেন। স্মিত হাস্যে বললেন, "একি? আপনি আমার বাড়িতে এসে বাইরে বসে আছেন কেন? আপনি কি আমার পর? আপনার সাথে যে আমার আত্মীয়তা রয়েছে। সম্পর্কে আপনি আমার তাঐ হন।" গ্রাম্যজীবনের পাতানো সম্পর্ক টেনে এনে ঠাকুর এক অন্তরঙ্গ আবহাওয়ার সৃষ্টি করলেন। ভক্ত চেরাগের চোখ দুটো তখন ভাবাবেগে অশ্রুসজল হয়ে এসেছে। ভক্তিভরে তিনি ঠাকুরের চরণে লুটিয়ে পড়লেন। এরপর ঠাকুর তাঁকে দিলেন নাম মন্ত্র।

জনৈক ভক্তকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, "আপনি সংসার ছাইড়া অরণ্যে যাইয়া তপস্যা করতে চান? অরণ্য বলে কারে? টিলা কঙ্করময় বহু তৃণ, গুল্ম, তরুলতাদি সমাকীর্ণ স্থানেরে অরণ্য বলে। সেইখানে বাঘ, ভালুক প্রভৃতি বহু প্রকারের হিংস্র জন্তু বাস করে। তাগো সঙ্গে বাস করার যোগ্যতা আপনে অর্জন করছেন কি? আপনে হিংসা, দ্বেষ ত্যাগ কইরা সমভাবাপন্ন হইতে পারছেন কি? যদি তা না হইয়া থাকেন তবে তাগো সঙ্গে বাস করবেন কি কইরা? আপনের হিংসা তাগো হিংসা আকর্ষণ কইরা আনবো। তপস্যা করার উপযুক্ত স্থান সংসার অরণ্য। বহু তরুলতা, জন্তু-জানোয়ার সমাবেশে যেমন অরণ্য হয়, তেমনি বহু জনের সমাবেশে সংসার অরণ্য হয়। এই সংসার অরণ্যে আপনে আপনের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, আত্মীয়স্বজন, আড়া, পাড়া, পড়শী, গ্রামবাসী, দেশবাসীর সঙ্গ লাভ করছেন। এই সকলের নিকট আপনি ঋণী বইলাই তাগো সঙ্গ পাইছেন। তা না হইলে আপনে পৃথিবীর অন্য কোনো স্থানেও জন্ম নিতে পারতেন। কিন্তু তা হয় নাই। যেহেতু আপনে অন্যত্র ঋণী নন। আপনে এগো নিকট ঋণী বইলাই এগো ঋণ শোধ করবার জন্য এগো সঙ্গ লাভ হইছে। এগো ঋণ যেকোনো সময়, যেকোনো কালেই হউক আপনের শোধ করতে হইবো। এই ভিন্ন গতি নাই। ন ভুংক্তে ক্ষীয়তে কর্ম কল্প কোটি শতৈরপি। এগো প্রাপ্য এরা যে যেভাবে পারে, সে সেইভাবে আপনের নিকট থাইকা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় কইরা নিবো। এতে আপনের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, দুঃখ, কষ্ট হইবার ভয়ে এগো ঋণ শোধ না কইরা এগোরে ফাঁকি দিয়া হিংস্র-জন্তু জানোয়ারপূর্ণ অরণ্যে গিয়া যদি চক্ষু বুইজা বইসা থাকেন তবে কি তপস্যা হইলো? তপস্যা তো হইলোই না, বরং আপনের ঋণের বোঝা আরও ভারী হইয়া পড়লো। তপস্যা কারে বলে? এই সংসারে এগো মধ্যে থাকা এগো ঋণ শোধ করতে আপনের দুঃসহ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, দুঃখ, কষ্ট হইলেও তার বেগ অকাতরে সহ্য

কইরা থাকারেই তপস্যা বলে। এইটা শুধু তপস্যা না, এইটা নিত্য তপস্যা। আমি আপনের কাছে এইটাই প্রত্যাশা করি।"

জনৈক ভক্ত শ্রী রোহিনী মজুমদারকে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, "সবসময় নাম জপ করবেন, এতেই সব হবে।" রোহিণীবাবু জিগ্যেস করলেন, নাম জপ করলে কি হয়? ঠাকুর জবাব দিলেন, "এই নামের দ্বারা যা ইচ্ছা তাই করা যায়। রোহিণীবাবু বললেন, কলকাতার রাস্তায় চোখ বন্ধ করে চলা যায়? ঠাকুর একটু জোরেই বললেন, হাঁ, চলা যায়, একবার পরীক্ষা করে দেখুন না। তাহলে আজই পরীক্ষা করি? "বেশ তো, করেই দেখুন না।" রোহিণীবাবু বাসায় ফিরে এসে ভাবতে লাগলেন নামের মাহাত্ম্য। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় অক্রুর দত্ত লেনের পাশে এক গলিতে টিউশুনি করতেন। ডিকশন লেন, সার্পেন্টাইন লেন, নেবুতলা, জেলেপাড়া তারপর অক্রুর দত্ত লেন। তারপর পাশের গলিতে ছাত্রটির বাড়ি। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে মনে মনে প্রণাম করে চোখ দুটো বন্ধ করে হাঁটা শুরু করলেন। নাম জপও করছেন মনে মনে। সংকল্প করেই বের হয়েছেন, যতই বিপদ হোক, চোখ দুটো কোনোমতেই খুলবেন না। তিনি চলেছেন চোখ দুটো বন্ধ করে, আশপাশ দিয়ে গাড়ি চলে যাচ্ছে, সাইকেলও যাচ্ছে, মানুষ এর গায়ে মাঝে মাঝে নিজের শরীর লাগছে। চলতে চলতে কত পথ যে গেছেন তা তার অনুমান নেই। তারপর কোথায় গিয়ে যেন তিনি একটা হোঁচট খেলেন। এবার চোখ খুললেন। দেখলেন ছাত্রের বাড়ির দরজায় এসে পড়েছেন। হোঁচট খেয়েছেন একটা পাথরের সাথে লেগে। ছাত্রটি ছুটে এসে তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে ঘরে বসালেন। রোহিণীবাবু বললেন, "তোমরা ব্যাস্ত হয়ো না, আমার কিছুই হয়নি। সেদিন আর না পড়িয়ে সোজা এসে ঠাকুরকে প্রণাম করে বললেন, "পরীক্ষায় পাশ।" ঠাকুর তখন সবাইকে বললেন, "বুঝলেন, রোহিণীবাবু আজ আমার পরীক্ষা করলেন।"

কথা সাহিত্যিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটু পেটরোগা ছিলেন। একদিন তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত প্রখ্যাত ডাক্তার শ্রী যতীন্দ্র মোহন দাশগুপ্তের ৮৭, বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে (বাড়ির নাম রেখেছিলেন রাম-নিবাস)। শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে নিবেদিত ভোগ শেষে প্রসাদ নেয়ার জন্যে বারবার অনুরোধ জানালে ডা. দাশগুপ্ত তাঁকে বললেন, "দাদা আজ যা প্রসাদ হয়েছে তা কিন্তু আপনার পেটের পক্ষে মোটেই উপকারী নয়। কিন্তু কবি নাছোড়বান্দা। এমনি সময় সেখানে শ্রীশ্রীরামঠাকুর উপস্থিত হলেন। জানতে চাইলেন কি নিয়ে দু'জনের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ চলছে। উত্তরে ডা. দাশগুপ্ত তাঁর কথা বললেন আর কবি শরৎচন্দ্র শোনালেন তাঁর বক্তব্য। দু'জনের কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "বৈষ্ণব ঠাকুরকে প্রসাদে কেন বঞ্চনা করবেন? উনিতো উপকরণ খাইবেন না, প্রসাদ খাইবেন, প্রসাদে কোনো দোষ থাকে না।" পরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "বড় ভালো প্রসাদ হয়েছে, আকণ্ঠ খেয়েছি।" তারপর উদাসকণ্ঠে বলেছিলেন, "ঠাকুরের কাছে যখনই এসেছি, মনে হয়েছে সব পেয়েছির দেশে বাস করছি। দূরে গেলে আবার সেই সুর হারিয়ে ফেলি। হারানো সে-সুর আর খুঁজে পাই না।" "শ্রীশ্রী ঠাকুর দুর্জ্ঞেয় কিন্তু আকর্ষণ তাঁর দুর্ব্বার। তাই বার বার বসি আর উঠি। আমি ঠাকুরের কথা শুনতে চাই বুঝতে চাই, তাঁকে বারবার দেখতে চাই।"

একবার ঠাকুরের এক মহিলা ভক্ত প্রশ্ন করেছিলেন, "বাবা, সারাদিন তো আপনার পূজা ভোগ ইত্যাদি দিতে পারি না।" ঠাকুর বললেন, "ক্যান? যেদিন দিতে পারেন না, সেদিন কি আপনি আপনার স্বামীর কিংবা নিজের আপনজনদের খাইতে দেন না? আমারে দিতে এত দ্বিধা ক্যান্? আমারে কি আপনাদের একজন ভাবতে পারেন না? আমারে দূরে রাখতে পারলেই কি আপনাদের আনন্দ? তাইলে আমারে দিবেন না ক্যান? আমি কি পর? সদাই মনে রাখবেন আমার একজন আপনজন আছেন।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মভূমি ডিঙ্গামাণিকে সব ভক্তরা মিলে একবার তাঁর জন্মোৎসব করছিলেন। হরিনাম আর মৃদঙ্গতালের ঝঙ্কারে সারা গ্রাম মুখর হয়ে উঠেছিলো। ডক্টর ইন্দুভূষনসহ আরও কয়েকজন বাড়ির হাতার বাইরে বসে নানা আলাপ আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ সবার নজরে আসলো কাছেই এক গাছের নীচে বসে থাকা এক মুসলমান চাষীর উপর। হাতে একটা পুটলি নিয়ে চুপচাপ আপন মনে বসে আছে। প্রশ্ন করে জানা গেল, পুটলিতে সে সযত্নে ঠাকুরের জন্যে নিয়ে এসেছে কয়েকটি আম, কলা আর সামান্য কিছু চাল। ঠাকুরকে সে এগুলো নিবেদন করতে চায়। ইন্দুবাবু তখনি সেসব জিনিস ঠাকুরের ভোগের জন্য দিয়ে আসলেন। তারপর সেই গরীব, নিরক্ষর চাষীটির সাথে শুরু করলেন গল্পগুজব। ইন্দুবাবু প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা মিয়া ভাই, ঠাকুরকে তো এতদিন ধরে তুমি দেখে আসছো। কিন্তু বুঝলেটা কি?" চাষী বললো, "কর্ত্তা, এসব মানুষ আসে একটা ঝিলিকের মতো। আবার ঝিলিকের মতো চলে যায়। কারোর কিছু বুঝবার যো নাই।" ইন্দুবাবু বললেন, যদি কিছু না-ই বুঝে থাকো, তবে ঠাকুরের কাছে আসতে যেতে কেন? তাঁকে দেখার জন্য এত ব্যস্তই-বা হতে কেন? চাষী বললো, "তাঁকে দেখতে ভালো লাগতো, কথা শুনতে ভালো লাগতো, তাই বার বার আসতাম।" ইন্দুবাবু বললেন, "এই যে তুমি তাঁর ভোগের জন্য চাল, কলা, আম আনলে, তোমার গুনাহ হবে না? মৌলভী সাহেবরা গালাগাল দিবে না?" "গুনাহ হবে কেন কর্ত্তা? তিনি তো হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। একটা উঁচু টিলার উপর বসলে নিচের সবই যেমন সমান দেখা যায়, ঠাকুরও যে ঐরকম টিলায় বসে আছেন।" চাষীর কথা শুনে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে গেলেন। ভাবলেন

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এই নিরক্ষর চাষীর মধ্যে যে বোধের স্ফূরণ হয়েছে, ক'জন শিক্ষিত আর বুদ্ধিমান ভক্তের এই বোধ রয়েছে?

একবার আনন্দ-মুখরিত ঠাকুরবাড়ির প্রাঙ্গনে একদল বারবনিতা মহিলা এসেছিলেন ঠাকুর দর্শনে। দ্বিধায় জড়িত পদে, নম্র নেত্রে তারা দরজার কাছে যেই আসলেন, অমনি গুরুদেব বলে উঠলেন, "মায়েরা আইছেন, ওনাদের একটু জায়গা দেন।" বারবনিতারা ঠিক বুঝতে পারলেন না এই "মায়েরা" শব্দটা ঠাকুর কাদের উদ্দেশ্যে বললেন। সেসব বারবনিতাদের দেখে ঘরে উপস্থিত বেশ কয়েকজন সাথে সাথে ভ্রু কুঞ্চিত করে ঠাকুরকক্ষ ত্যাগ করে গেলেন। যাহোক, মহিলারা ঠাকুরের সামনে এসে শুধু একবার তাঁকে দর্শন করলেন, কিন্তু প্রণাম করার সাহস পেলেন না। কারণ আগেই তারা ঠিক করে রেখেছিলেন যে তাদের অপবিত্র দেহ ঠাকুরের পাদস্পর্শ করার সম্পূর্ণ অযোগ্য। তাই তারা একে একে গলায় আঁচল দিয়ে ঠাকুরের সামনে মাটিতে প্রণাম করলেন। ঘরটা ছিলো স্তব্ধ, মহিলারা একে একে তাদের আনা ফল-মিষ্টি ঠাকুরের খাটের নীচে ঢেলে রাখছিলেন। তাদের মধ্যে একজন যখন তার আনা বাটি থেকে কুল ঢেলে রাখতে যাবেন, তিনি আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, ঠাকুর তার হাতের বাটি থেকে একটি কুল তুলে নিয়ে নিজের মুখে দিলেন। তা দেখে বিদ্যুৎ খেলে গেলো ঐ মহিলার দু'চোখে। সেই সাথে তার সাথে আসা অন্য সব বারবনিতাদের চোখে-মুখেও। কিন্তু এই দৃশ্য দেখে বিরক্তিতে ভরে উঠলো উপস্থিত অন্যসব সাধারণ মহিলাদের চোখ-মুখ। তারা ভাবলো, এই সময়ে তো ঠাকুর কিছুই সাধারণত খান না। কিন্তু হঠাৎ কী এমন ক্ষিদে ঠাকুরের পেলো যে ঐ কুলটা নারীর আনা কুল তুলে খাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "উনাদের প্রসাদ দিলা না?" ঠাকুর পরিবারের যিনি ঘরের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি তখন উপস্থিত সব ভক্তদের হাতে প্রসাদ তুলে দিলেন। অঞ্জলি ভরে ঐ বারবনিতারাও সজল চোখে প্রসাদ খেলেন প্রাণ ভরে। ঠাকুর আবার বললেন, "সকাল থেইকা উনারা তো কিছু খান নাই, উপোস কইরা আইছেন এখানে, ওনাগো আরেকটু দাও, ওনাদের আরেকটু দাও।" ঠাকুরের কথায় আবার সবাইকে প্রসাদ দেয়া হলো। এরপর সেসব মহিলারা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বাটি-রেকাবী নিয়ে ঘর ছাড়লেন। ঘরের একজন ফিস ফিস করে তার পাশের লোককে বললেন, ঠাকুর তো দেখছি পতিতার সঙ্গে আমাদের এক পংক্তিতে বসিয়ে পাত পেতে দিচ্ছেন।

ঠাকুর তখন চৌমুহনী'তে, দেশ তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আক্রান্ত। তুলসি বাবু ফেনী আসলেন ঠাকুর দর্শনে। ঠাকুর বালিশের তলা থেকে গোটা বারো টাকা বের করে তুলসি বাবুর হাতে দিয়ে সত্যনারায়ণ পুজোর আয়োজন ও সন্ধ্যায় পুজো করতে বললেন। তুলসি বাবু তো হতবাক, সন্ধেপুজো তো দূরের কথা, ঠিকমতো গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন না। তিনি কি পুজো করবেন? বুঝতে পারলেন না ঠাকুর কেন তাঁকেই এই দায়িত্ব দিলেন? যা হোক, তুলসি বাবু ঠাকুরের আদেশ মতো সেদিন সন্ধ্যায় ঠাকুরের আশীর্বাদ নিয়ে যে ঘরে ঠাকুরের চিত্রপট আছে সেখানে গিয়ে পুজোয় বসলেন। বাড়ির উঠানে অন্যান্য সব ভক্তরা কীর্তন করছেন। কোনোভাবে তিনি পুজো শেষ করলেন। সেই পুজোতে বহু লোকের সমাগম হয়েছিলো, তারা সবাই প্রসাদ নিয়ে গিয়েছিলো। এরপর তুলসি বাবু ফুল চন্দন নিয়ে ঠাকুরের শ্রীদেহ পুজো করার জন্যে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করলেন। দেখলেন ঠাকুর স্থিরাসনে, দেহ জ্যোতির্ময়, সমস্ত ঘরটা সৌরভে ভরে গেছে। তুলসি বাবু শ্রীচরণে প্রণাম করা মাত্রই ঠাকুর বলে উঠলেন, "আমিই সত্যনারায়ণ! আমিই সত্যনারায়ণ।" ❑

ঋণ :

১। রাম ঠাকুরের কথা– ড. ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি আর এস
২। শ্রীশ্রীঠাকুর রামচন্দ্রদেব– শ্রী শুভময় দত্ত
৩। সাধু দর্শন ও সৎসঙ্গ– ড. গোপীনাথ কবিরাজ, পদ্মবিভূষণ
৪। শ্রীশ্রী রামঠাকুর– শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম, যাদবপুর, কলকাতা।
৫। শ্রীশ্রী কৈবল্যধাম আশ্রম, চট্টগ্রাম।
৬। শ্রীগুরু শ্রীশ্রীরামঠাকুর– রোহিনী কুমার মজুমদার।
৭। ভারতের সাধক– শঙ্করনাথ রায়।

[* অধ্যাপক, সেন্টেনিয়াল কলেজ, টরন্টো]

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১৫/৮)

অনুবাদ : বায়ু যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে অন্যত্র গমন করে, তেমনি জীবাত্মা যখন এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহে প্রবেশ করে তখন পূর্বদেহ হতে মন ও ইন্দ্রিয়াদির সংস্কার সঙ্গে করে নিয়ে যায়, অর্থাৎ পূর্বদেহের ইন্দ্রিয়াদির সংস্কার নতুন দেহে প্রবেশ করে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : কীরূপ প্ররোচনায় মানুষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সমাজে অপরাধমূলক কাজ করে?

বিদ্যুৎ মজুমদার*

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তায় পাপের অর্থ হলো অপরাধমূলক কাজ। সমাজের বিরুদ্ধে, অন্য মানুষ অথবা অন্য জীবের বিরুদ্ধে অপরাধ করা। বেদান্তে পাপে ও অপরাধে কোনো পার্থক্য করা হয় না। প্রশ্ন হলো– কেন মানুষ অপরাধ বা মন্দ কাজ করে থাকে? হিংস্র রক্তপাত, খুন, ডাকাতি; বস্তুত আজকাল নানা রকমের অপরাধ দেখা যায়, প্রতিদিনই তা বেড়ে চলেছে। তাই, জানা দরকার–এ অপরাধের উৎস কোথায়, কীভাবেই বা একে সমাজ থেকে নির্মূল করা যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এ বিষয়ে মানব সম্ভাবনা বিজ্ঞানের মাধ্যমে মানব ব্যক্তিত্বের গভীর-মাত্রার বৈদান্তিক পর্যালোচনাভিত্তিক এক অন্তর্দৃষ্টি আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের মনের ভিতর কি ঘটে যাচ্ছে। কিভাবে এই সমস্যা থেকে নিবৃত্ত হওয়া যায়।

অনেকের মনেই একটি প্রশ্ন এসে থাকে, শ্রীকৃষ্ণ কেন দুর্যোধনকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলেননি বা কোনো উপদেশবাক্য বলেননি? যদি তিনি দুর্যোধনকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলতেন বা উপদেশ-বাক্য বলতেন এবং এইরূপ ভয়ঙ্কর কাজে লিপ্ত হতে নিষেধ করতেন–তাহলে হয়তো মহাভারত যুদ্ধ এড়ানো যেতো।

মানুষের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির ক্রমবিকাশ ঘটানোই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, কারণ একমাত্র প্রবল, অবিচল, মানবমুখী ইচ্ছাশক্তিই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে আশীর্বাদ বয়ে আনতে পারে। বুদ্ধিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিচারক্ষম ও স্বচ্ছ চিন্তা করতে সমর্থ করে তোলার জন্য চাই শিক্ষা; তখনই জীবনে শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা লাভ করা সম্ভব হবে।

প্রকৃতপক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন যুদ্ধ পরিহার করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশেষ প্রচেষ্টা করেন, তখন তিনি দুর্যোধনকে বুঝাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি দুর্যোধনকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি উচ্চবংশীয় রাজকুমার। উনড়বত ও ভালো পরিবারে প্রতিপালিত হয়েছো; তুমি কেন এই ভয়ঙ্কর কাজে নিযুক্ত হচ্ছ? এর ফলে সমাজ এবং সংসারের অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।" এর উত্তরে দুর্যোধন বলেছেন (পাণ্ডব গীতা এবং পঞ্চদশী-বিদ্যারন্য মাধব),

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানামি অধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
কেনাপি দেবেনা হৃদি স্থিতেনা
যথা নিযুক্তঃ অস্মি তথা করোমি। ৫৭

দুর্যোধন বলেছেন– আমি জানি ধর্ম কী? কিন্তু আমি তা অনুসরণ করতে পারি না; আমি জানি অধর্ম কী? কিন্তু আমি তা থেকে নিবৃত্ত হতে পারি না। আমার হৃদয়স্থিত অলৌকিক শক্তির প্রভাবে বা নির্দেশে আমি কাজ করে যাই (স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ)। আমি যন্ত্রের মতো কাজ করে যাই আমার স্বীয় প্রকৃতির নির্দেশে।

এখানে আশ্চর্যের বিষয় হলো যে, দুর্যোধন বলেছে– তিনি ধর্ম এবং অধর্মের পার্থক্য জানেন। কিন্তু তাঁর সমস্যা হলো, অধর্ম করা থেকে তিনি নিজেকে প্রত্যাহার করতে পারেন না। তিনি বলেছেন, আমি অধর্ম করি বা অপরাধমূলক কাজ করি–কারণ আমার হৃদয়স্থিত কোনো অদৃশ্য শক্তি ভিতর থেকে আমাকে এ কাজ করতে বাধ্য করে। কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেননি কিভাবে এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন বা এ ধরনের পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারেন।

কিন্তু অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে একই বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং কিভাবে পাপ বা অপরাধমূলক কাজ থেকে নিবৃত্ত হওয়া যায় তার জন্য শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ পালন করেছেন। **গীতায় অর্জুন মানবজাতির একজন প্রতিভূ হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন কীরূপ প্ররোচানায় মানুষ সমাজে অপরাধমূলক কাজ করে?**

অথ কেন প্রযুক্তো অয়ং, পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্ অপি বার্ষ্ণেয়, বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ (৩/৩৬)

অর্জুন জিজ্ঞাসা করলেন–'তবে, হে কৃষ্ণ! মানুষ কীরূপ প্ররোচনায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন কোন বলের দ্বারা বা শক্তির দ্বারা নিয়োজিত হয়ে অপরাধমূলক কাজে প্রবৃত্ত হয়?'

'অথ কেন প্রযুক্তো অয়ং' কীরূপ প্ররোচনায় বা কার দ্বারা; ***'পাপং চরতি পুরুষঃ'*** মানুষ পাপ বা অপরাধ করে। ***'অনিচ্ছন্ অপি'*** ঐ ব্যক্তির অনিচ্ছা সত্ত্বেও, ***'বলাদিব নিয়োজিত'*** কোন বলের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে মানুষ সমাজে অপরাধমূলক কাজ করে। এই প্রশ্ন অর্জুনের। এই প্রশ্ন প্রতিটি মানুষের মনের নিভৃতে যখন তখন জেগে ওঠে। অর্জুন মানবজাতির একজন প্রতিভূ মাত্র। এর উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ, প্রকৃতের্‌জ্ঞানবান্ অপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি, নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ (৩/৩৩)

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– জ্ঞানী ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ কাজ করে থাকেন; প্রাণিগণ স্ব স্ব প্রকৃতিকে অনুসরণ করে; সুতরাং তাকে দমনের চেষ্টায় বা বিধি-নিষেধে কী ফল হবে?

মানুষে মানুষে আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য এবং আধ্যাত্মিকতার পার্থক্য রয়েছে, তা বাস্তব সত্য। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– এই সত্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় : একটি হলো পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশিত সত্য; অন্যটি হলো ইন্দ্রিয়াতীত সত্য। আপনি যদি পূর্ণ বা সামগ্রিক সত্য উপলব্ধি করতে চান, তাহলে দুটি সত্যই গ্রহণ করতে হবে, শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল বাহ্য জগতকে গ্রহণ করলেই চলবে না।

যেমন– আমরা খাই, পান করি, শরীরের উন্নতি বিধান করি; এমনকি আমরা স্কুলে যাই, পড়াশুনা করি, পরীক্ষায় নম্বর পাই ও একটি চাকরি যোগাড় করি। তারপর বিবাহ করি, পরিবার প্রতিপালন করি; এর সবটাই প্রকৃতির খেলা মাত্র। প্রকৃতিই আমাদেরকে কাজ করতে বাধ্য করে। আমাদের শরীর, আমাদের ইন্দ্রিয়তন্ত্র, এমনকি আমাদের মন, এ সবই তোমার আমার মধ্যস্থ বহিঃপ্রকৃতির এক একটি ঘাঁটি।

এই বহিঃপ্রকৃতি অপরিমার্জিত এবং অত্যন্ত শক্তিশালী। এই অপরিমার্জিত শক্তিই আপনার আমার মধ্যে সক্রিয়। সেই প্রকৃতি আমাদের অন্তরে (অন্তঃপ্রকৃতিতে) প্রচণ্ড বল প্রয়োগ করে আমাদের টেনে নামিয়ে দেয় সাধারণ পশুর মতো জীবনযাপন করতে। অধিকাংশ মানুষের মধ্যে উচ্চতর প্রকৃতিটি বাহ্য প্রকৃতির অধীনে কাজ করে। ফলে অন্তঃপ্রকৃতি নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। এই হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবন চিত্র। এই নিম্ন প্রকৃতিই সমাজে নানা অপরাধমূলক কাজ ও পাপের উৎস।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– জ্ঞানী, বিদ্বান ব্যক্তিও তার অন্তরে অধিষ্ঠিত প্রকৃতির শক্তি দ্বারা অভিভূত হয়ে পড়ে, জীব প্রকৃতির প্রেরণাকেই অনুসরণ করে। যখন কেউ প্রকৃতির গুণের হাতে ধরা পড়ে যায়, তখন সে ক্রীতদাসে পরিণত হয়। কিন্তু যখনই নিমড়ব প্রকৃতিকে ধীরে ধীরে সংযত করা হয় বা পরিমার্জিত করা হয় ও উচ্চতর স্বভাবটি প্রকাশ পেতে থাকে, তখনই আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির অরুণোদয় হয়। আমরা উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যাই। প্রকৃত সভ্যতা আর কিছুই নয়–তা নিমড়বতর প্রকৃতির উপর উচ্চতর প্রকৃতির সামান্য আধিপত্যের ফল। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

ইন্দ্রিয়স্যে ইন্দ্রিয়স্যার্থে, রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন-বশম্ আগচ্ছেৎ, তৌ হি অস্য পরিপন্থিনৌ ॥ (৩/৩৪)

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– সকল ইন্দ্রিয়েরই অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ভেদে যথাক্রমে আসক্তি ও বিদ্বেষ ভাব স্বাভাবিক; কিছুতেই তাদের (আসক্তি ও বিদ্বেষ) অধীনে বশীভূত হবে না, কারণ, এ দুটি মানবের জীবনে শ্রেয়ঃ লাভের রাজপথে প্রতিকূলরূপে বা শত্রুরূপে পরিচিত।

ইন্দ্রিয়স্য এবং ***ইন্দ্রিয়স্যার্থে*** কথা দুটির অর্থ যথাক্রমে ইন্দ্রিয় ও তার বিষয়। এ দুটি পরস্পর সম্পর্কিত। কীভাবে তারা সম্পর্কিত? ***'রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ'***–দুটি আবেগের মাধ্যমে, একটি হলো রাগ বা আসক্তি, অপরটি হলো বিদ্বেষ বা ঘৃণা। বিষয় যদি অনুকূল হয় তবে আমি আসক্ত হই; যদি প্রতিকূল হয়, তবে আমি তার প্রতি বিদ্বেষযুক্ত হই, তাকে ঘৃণা করি। এভাবেই আমরা সমস্ত বাহ্য বিষয়ের ব্যাপারে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে থাকি। সুখকর অভিজ্ঞতাকে স্বাগত জানানো হয়। দুঃখজনক অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দূরে থাকতে চেষ্টা করি।

এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি হলো শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ***'তয়োঃ ন বশম্ আগচ্ছেৎ'***–এদের বশীভূত হয়ো না। কেন? কারণ, ***'তৌ হি অস্য পরিপন্থিনৌ'***–তারা মানব জীবনের শ্রেয়ঃ লাভের পথে প্রতিকূল। আমাদের যে স্বভাব বা প্রবণতা (সংস্কার) তা আসক্তি ও বিদ্বেষ (রাগ ও দ্বেষ) সমন্বয়ে গঠিত। এই রাগ-দ্বেষ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিনড়ব হতে পারে। আমাদের সব আবেগের মধ্যেই একটা প্রচণ্ড শক্তি নিহিত থাকে। এই আবেগ যদি সুনিয়ন্ত্রিত হয়ে যথার্থ, উদার ও গঠনমূলক (positive, noble and constructive) ইচ্ছাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তাহলে তার দ্বারা কত মহৎ কাজই না সম্ভব হতে পারে। মানুষের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির ক্রমবিকাশ ঘটানোই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, কারণ একমাত্র প্রবল, অবিচল, মানবমুখী ইচ্ছাশক্তিই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে আশীর্বাদ বয়ে আনতে পারে। বুদ্ধিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বিচারক্ষম ও স্বচ্ছ চিন্তা করতে সমর্থ করে তোলার জন্য চাই শিক্ষা; তখনই জীবনে শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা লাভ করা সম্ভব হবে। তাই আবেগের রাশ টেনে রাখার মোক্ষম অস্ত্র হচ্ছে বুদ্ধি বা বিচারশক্তি। এই শক্তি আমাদের থাকা চাই। আর তা যদি থাকে তাহলে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেই আমরা শ্রেয়টি গ্রহণ করতে পারি। আর প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এভাবে যথার্থ, উদার ও গঠনমূলক (positive, noble and constructive) ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে বিষয় নির্বাচন করতে পারলে ধীরে ধীরে আমাদের সংস্কার বা স্বভাবেরও উন্নয়ন ঘটতে থাকে। দেবী মাহাত্ম্যের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে–

জ্ঞানিনাম্ অপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদ্ আকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

জগন্মাতাই, মহামায়া, মহতী মোহনী শক্তিরূপে প্রকটিত হয়ে–এই প্রকটিত জগতে লীলাকালে জ্ঞানীদের মনকেও আকর্ষণ করে নিয়ে যায়, মোহগ্রস্ত জীবনের দিকে, ভ্রান্তিপূর্ণ কাজের দিকে।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, তুমি প্রকৃতির শক্তির বিনাশ সাধন করতে পারো না। প্রকৃতি যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। কিন্তু এর সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা তোমায় জানতে হবে। কোনোরূপ অবদমন নয়; অবদমিত শক্তি অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে আসার পথ করে নেয়। বস্তুত ছদ্মরূপে বেরিয়ে আসে। যা তোমার বিবেকবুদ্ধির কাছে প্রিয় বা সুখকর নয়, তা মনের মধ্যে চেপে রাখো। সেখান থেকে সেটি বেরিয়ে আসে ছদ্মরূপে, এরকম সেরকম বিকৃত ব্যবহারের প্রকাশস্বরূপ। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, অবদমন কোনো উপায় নয়, এইসব শক্তিকে শিক্ষা দাও; তাদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। এইসব শক্তির মোড় ফিরিয়ে দাও, এইসব শক্তির অভিমুখের পরিবর্তন ঘটাও। এগুলি এক একটি শক্তিকেন্দ্র; প্রত্যেকটি আবেগই এক একটি শক্তিকেন্দ্র, প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই এক একটি শক্তিকেন্দ্র। শক্তিকে শুদ্ধ করে, তার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। এ সামর্থ্য আমাদের আছে। কেবল এই কাজ

করতে হবে সাবধানে ও বিচার করে, সরাসরি দ্বন্দ্বের মাধ্যমে নয়। যারা প্রচুর আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী তারা সামনাসামনি দ্বন্দ্বের মাধ্যমে এ কাজ করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা পারে না, আর সেরকম করাও উচিৎ নয়। এতে তারা যুদ্ধে পরাজিতই হবে। এই হলো ***'নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি'***, কেবল দমনে কি ফল হবে? বরং বিভিনড়ব প্রবণতার আবেগগুলির উৎস অনুসন্ধান করো, বুদ্ধি ও বিচারশীল মন নিয়ে; এতেই তুমি উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উঠতে পারবে। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

যততো হি অপি কৌন্তেয়, পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি, হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ (২/৬০)

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– হে কুন্তীপুত্র! চিত্তবিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়গণ– পূর্ণজ্ঞানলাভে যতড়বশীল ধীমান ব্যক্তির মনকেও প্রবল বেগে বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে।

সম্পূর্ণ শরীরতন্ত্রের মধ্যে মানুষের ইন্দ্রিয়তন্ত্রগুলি খুবই শক্তিশালী। এরই প্রেরণায় প্রত্যেকটি কাজ সম্পাদিত হয়। ***'যততো হি অপি কৌন্তেয়'*** হে কৌন্তেয়, মানব এই ইন্দ্রিয়তন্ত্রকে নিয়মের বশে আনতে চেষ্টা করে। ***'পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ'*** বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষদেরকেও। ***'ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি, হরন্তি প্রসভং মনঃ'*** প্রবল ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানী লোকের মনকেও পশ্চাৎদিকে টেনে নিয়ে যায়। এই হলো ইন্দ্রিয়শক্তির প্রকৃতি। সুতরাং ঐ ইন্দ্রিয়তন্ত্রের প্রকৃতি কিরূপ সেবিষয়ে আমাদের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। সমগ্র ইন্দ্রিয়তন্ত্রই খুব প্রবল; তারা বিদ্যান ব্যক্তিদের মনকেও উড়িয়ে নিয়ে যায়। যেকোনো চরিত্র গঠনে, ইন্দ্রিয়শক্তির কিছুটা নিয়মানুবর্তিতা একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় কোনো রকম চরিত্র গঠনই সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলির প্রতি ইন্দ্রিয়ের এই যে আসক্তি, তা পশুস্তর থেকেই আমাদের মধ্যে নিহিত রয়েছে, আর সেটাই হলো মায়ার জগৎ যেখানে আমরা বাস করি। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

ধ্যায়তো বিষায়ান্ পুংসঃ, সঙ্গস'তেষূ উপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ, কামাৎ ক্রোধো অভিজায়তে ॥ (২/৬২)

ক্রোধাভ্ভবতি সম্মোহঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ।
স্মৃতি-ভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ (২/৬৩)

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– বিষয়সমূহের চিন্তা করতে করতে তাদের প্রতি মানুষের আসক্তি জন্মায়, আসক্তি থেকে সেটি লাভ করার কামনা জাগে, না পেলে কামনা ক্রোধে পরিণত হয়। ক্রোধ থেকে আসে মোহ এবং মোহ থেকে স্মৃতিশক্তির বিলোপ হয়। স্মৃতি বিভ্রমে মানুষের সদসদ্ বিচারবুদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং বুদ্ধি বিনষ্ট হলে মানুষের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

'ধ্যায়তো বিষায়ান্ পুংসঃ'–যখন তুমি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় নিয়ে বার বার চিন্তা করতে থাকো, আর দেখছো তারা আকর্ষণীয়, তখন কি হয়? ***সঙ্গস'তেষূ উপজায়তে'***–মনে তাদের জন্য আসক্তি জন্মায়। ***'সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ'***–আমি অবশ্যই ওটি পেতে চাই। ইচ্ছা বা কাম আসে আসক্তির মাধ্যমে। প্রমে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর দর্শন, তারপর সেটিকে নিয়ে চিন্তা, বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ, পরে সেটি লাভ করার বাসনা। আর যদি লোকে বাধা দেয়, ***'কামাৎ ক্রোধো অভিজায়তে'***–কামনা থেকে ক্রোধের উদ্রেক হয়। ক্রোধ হলে মোহ দেখা দেয়। ***'ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ'***–ক্রোধ থেকে সম্মোহ অর্থাৎ মোহ বা ভ্রান্তির উদ্ভব হয়। তখন তুমি পরিবেশের কথা ভুলে যাবে, তোমার বংশপরিচয় ভুলে যাবে, সে অবস্থায় সবকিছুই ভুল হয়ে যায়। সে অবস্থায় তুমি সবকিছু হারিয়ে ফেলো। তোমার স্মৃতিশক্তির বিলোপ হয়। তোমার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ***'বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি'***–বুদ্ধিনাশহেতু তোমার সবকিছু শেষ হয়ে যায়। এইভাবে ধাপে ধাপে আমাদের অধঃপতন ঘটে।

আমাদের অবশ্যই জানতে হবে, মনের প্রকৃতিকে; তবেই আমরা এর বিরুদ্ধে লড়াই করে আরো সুস্থ ও সুস্থিত ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন–

ত্রিবিধং নরকস্য ইদং, দ্বারং নাশনম্ আত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তা লোভঃ, তস্মাদেতদ্ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ (১৬/২১)

কাম, ক্রোধ এবং লোভ–এই তিনটি নরকের দ্বার যা জীবাত্মাকে ধ্বংস করে; অতএব, এই তিনটিকে ত্যাগ করা উচিত।

এখানে নরক শব্দটি বিশেষ কোনো স্থানের নাম নয়। এটি একটি মানসিক অবস্থার নাম। আমরা দিব্য মানসিকতার অধিকারী হতে পারি, আবার নারকীয় মানসিকতার অধিকারীও হতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– নরকে প্রবেশ করার তিনটি পথ বা দরজা রয়েছে; আত্মার নাশক তিনটি দরজা দিয়ে অথবা একটি দরজা দিয়েও আমরা নরকে প্রবেশ করতে পারি। এই তিনটি প্রবেশ পথ কী কী? এই তিনটি প্রবেশ পথ হলো– কাম, ক্রোধ এবং লোভ। কাম হলো ভোগ বা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি। নরক জীবনে প্রবেশের প্রথম দ্বারটি হচ্ছে কাম বা লালসা। সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপনে একটু-আধটু কাম বা ক্রোধেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট সীমার বাইরে গেলেই কাম অনর্থ বাধাবে, নানা সমস্যা সৃষ্টি করবে। যতরকম শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি–এসবের উৎস এই কাম। ক্রোধ বা রোষ মানুষকে একেবারে উন্মত্ত করে তুলতে পারে এবং সে উন্মত্ততায় কোনো অন্যায় কাজ করতেই তার বাধে না। তবে কখনও কখনও সমাজে ক্রোধেরও একটা মূল্য আছে। তবে সে ক্রোধ খুব সংযত হওয়া চাই, পরিশীলিত হওয়া চাই তাতে বন্য উন্মত্ততা থাকলে চলবে না। উন্মত্ত হয়েছেন কি সব গেলো। ক্রোধের এই শক্তিকে ন্যায়ের স্বার্থে, সামাজিক কল্যাণের কাজে খুব সংযত হয়ে ব্যবহার করতে হবে। সব শেষে আসছে লোভ। লোভ হচ্ছে অন্তহীন বাসনা। অর্থ উপার্জন করা এবং নিজের ও পরিবারের জন্য ভরণপোষণে খরচ করা–সে লোভ নয়। কিন্তু আরো চাই, আরো চাই ভাব, যা মানুষকে অসৎ পথে টেনে নিয়ে যায়। তবে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত; সীমা ছাড়ালেই কাম, ক্রোধ এবং লোভ নরকের দ্বারে পরিণত হয়। সুতরাং অতিমাত্রার কাম, ক্রোধ এবং লোভ পরিত্যাগ করা উচিত।

"তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ" অতএব এই তিনটিকে ত্যাগ কর। আমরা যেন এই তিনটি, অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভের কবলে না পড়ি। তারা যেন আমাদের পরাস্ত করতে না পারে। তারা যেন আমাদের প্রভু না হয়; আমরাই তাদের প্রভু–এ কথাই এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাস্তবিক, এই কাম, ক্রোধ ও লোভকে সংযত করার মাধ্যমেই সমাজের নৈতিক বিকাশ সম্ভব হয়। যেখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, সে সমাজ অনৈতিক হতে বাধ্য কারণ তার ভিতরে কোনো শক্তি নেই। সে সমাজ বা সভ্যতার অন্তিম লগড়ব আসন্ন। ❑

[* লেখক]

সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা

রাম কৃষ্ণ তালুকদার

গীতা হলো সর্বশাস্ত্র সমন্বয়কারী বিশ্বজনীন ধর্মগ্রন্থ। গীতার ভাবধারা উপনিষদগুলো হতে গৃহীত এবং উহারা জগৎ ও জীবনের নীতি ও তত্ত্বসম্বন্ধে শিক্ষা দান করে। সমগ্র উপনিষদরাশি গাভীস্বরূপ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্তা, অর্জুন বৎস, গীতার অমৃত বাণী দুগ্ধস্বরূপ এবং পাঠকবৃন্দ তা পান করেন। গীতা এমনই দুরূহ গ্রন্থ এবং অপূর্ব রহস্যে ভরপুর যে তার রহস্য ভেদ করতে মহমতি অর্জুনকেও বিব্রত হতে হয়েছিলো। তাই বিশিষ্ট পণ্ডিতদের সহজ ব্যাখ্যার সাহায্য ব্যাতীত আমাদের মতো সাধারণের জন্য দুর্বোধ্য গীতোক্ত শ্রীভগবানের অভিপ্রায় বোধগম্য হওয়া নিতান্তই কঠিন। অর্জুনের যুদ্ধে অনিহাকে উপলক্ষ্য করে শ্রীভগবান সমগ্র মানবজাতির অশেষ কল্যাণকর অপূর্ব ধর্মতত্ত্ব জগতে প্রচার করেছেন।

অর্জুনের এ অনিহা দূরীকরণের প্রচেষ্টাতেই গীতাশাস্ত্রের উদ্ভব। যুদ্ধপক্ষ সমর্থন করা গীতার প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কোনটা ধর্মের পথ তা অর্জুনকে বুঝানো শ্রীভগবানের জন্য অত্যাবশ্যক ছিলো। পৃথিবীর ছত্রিশটি ভাষায় গীতার পঁচিশ শতাধিক সংস্করণ হয়েছে। পাশ্চাত্যের অনেক চিন্তাশীল পণ্ডিত গীতাজ্ঞানের ভিত্তিতেই ধর্ম ও নীতি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে থাকেন। শ্রীভগবান কৃষ্ণের বিস্ময়কর কর্মতৎপরতা, বুদ্ধিবৃত্তি ও অপূর্ব ভাষাজ্ঞানের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় গীতায়। মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রকাশের জন্যেও ভগবানের মানবদেহ ধারণ। গীতায় শ্রীভগবানের উপদেশ এ ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ উপদেশ।

> **যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁর সর্বত্র সাম্যবুদ্ধি জন্মে, তাঁর সবসময়ে শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ বাসনা ও শুদ্ধ আচরণ প্রভৃতি গুণের উদ্রেক হয়। গীতায় সন্ন্যাস অর্থ কর্মত্যাগ নহে-আসক্তি ত্যাগ। এ ত্যাগ ব্যাতীত জ্ঞানই হোক, ভক্তিই হোক, কোনো পথেই সফলতা আসে না।**

অনেকের হয়তো ধারণা যে, গীতাগ্রন্থের স্থূল উদ্দেশ্য যুদ্ধের ন্যায় নৃশংস ব্যাপারে মানুষের প্রবৃত্তি দেয়া। গীতা উপন্যাস গ্রন্থ নয় যে একবার পড়া মাত্রই উহার সমগ্র তাৎপর্য বুঝা যাবে। গীতায় শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য স্বধর্ম পালনের অপরিহার্যতা প্রতিপন্ন করা। সকলের স্বধর্ম এক প্রকার নয়-কারো ধর্ম সঠিক দণ্ড-প্রচান, কারো ধর্ম ক্ষমা। সৈনিকের ধর্ম শত্রুকে আঘাত করা, ডাক্তারের ধর্ম সেই আঘাতের চিকিৎসা করা। মানুষের যত প্রকার অর্পিত কর্ম আছে তত প্রকার স্বধর্ম আছে। সকল প্রকার স্বধর্মের মধ্যে যুদ্ধই সর্বাপেক্ষা নৃশংস এবং তা পরিহার করতে পারলে করা কর্তব্য। কিন্তু লোক রক্ষার্থে, সমাজ রক্ষার্থে, আত্মরক্ষার্থে, স্বদেশ রক্ষার্থে, প্রজারক্ষার্থে ধর্মযুদ্ধ করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তবে উহা স্বার্থাভিসন্ধিতে করলে অধর্ম যুদ্ধ হবে।

গীতাতত্ত্ব বুঝতে হলে তার ঐতিহাসিক পটভূমি অর্থাৎ সনাতন ধর্মের প্রাচীন বিভিন্ন ধর্মমত, দার্শনিক তত্ত্ব ও অঙ্গগুলোর সাথে সাধারণ পরিচিতি থাকা আবশ্যক। সনাতন ধর্মকে বৈদিক ধর্মও বলা হয়। বৈদিক ঋষিরা বেদের শব্দগুলোকে যে ভাষায় বলতেন তার নাম বৈদিক ভাষা বা দেবভাষা, সংস্কৃত ভাষা তার অপকৃষ্ট রূপ। বৈদিক ভাষার চেয়ে প্রাচীন কোনো ভাষার অস্তিত্ব জানা যায়নি। বেদের ঋষিরা যোগবলে যা চিন্তা করতেন তা কর্মে রূপান্তরিত করতেন। মনের প্রতি তাদের দেহের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আনুগত্য ছিলো। কিন্তু বিভিন্ন ঋষিগণ বেদের ব্যাখ্যা বিভিন্নভাবে করেছেন। তাই বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে নানা শাস্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং বৈদিক ধর্মের সাধ্য-সাধনায়ও বিভিন্ন মতের সৃষ্টি হয়।

ঋগ্বেদ (খ্রি. পূ. ৪৫০০) সনাতন ধর্মের প্রথম গ্রন্থ। উহার মন্ত্রগুলো প্রায় সমস্তই দেবগণের স্তব-স্তুতিতে পূর্ণ। এ সকল মন্ত্রের অবলম্বনে প্রাচীন আর্যগণ দেবগণের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করে প্রার্থনা করতেন। দেবতা অনেক থাকলেও এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বর সম্পর্কে কোনো ধারণা তখনও ছিলো না। সনাতন ধর্মের এ প্রাচীন ধারণা যাগযজ্ঞের মধ্যে সীমিত থাকলেও উহাতে কর্ম, জ্ঞান ও উপাসনার উপস্থিতি ছিলো। ক্রমে ক্রমে যাগযজ্ঞের প্রাধান্য বর্ধিত হয়ে সনাতন ধর্ম কর্মপ্রধান হয়ে উঠে। বেদে যে সকল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রথা কথিত ও বিহিত আছে তাই কর্ম। কিন্তু গীতার উদার ব্যাখ্যা হলো উপজীবিকার জন্য হোক আর যেকোনো কারণেই হোক যার যা অনুষ্ঠেয় কর্ম তাই স্বধর্ম। তবে সমস্ত কর্মই নিষ্কাম(১) হতে হবে। ইহাই গীতার অনুমোদিত এবং গীতোক্ত, এ ধর্ম বিশ্বজনীন। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগ যাগযজ্ঞের নিয়মে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণগ্রন্থের বিধিনিয়মের অসামঞ্জস্য সমন্বয় করতে মীমাংসা শাস্ত্রে প্রণীত হলেও ঈশ্বরের প্রসঙ্গে কোন উল্লেখ নেই, বেদোক্ত কর্মই কর্তব্য বলে প্রাধান্য পেয়েছে এবং ইহার নাম 'বেদবাদ'। কিন্তু পরমেশ্বরের জ্ঞান ব্যতীত কেবলমাত্র কর্মদ্বারাই মোক্ষলাভ(২) হয় এ ধারণা তখনকার তত্ত্বজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলো না। তাই মনীষীদের অনুসন্ধান অব্যাহত থাকে। তাঁরা যোগবলের মাধ্যমে জানতে পারে যে আমাদের সাধারণ দৃষ্টিসীমার বাইরে যে নিত্যবস্তু আছে তা কেবলমাত্র জ্ঞানযোগের মাধ্যমেই জানা যায়, তা হলো পরতত্ত্ব বা ব্রহ্ম যা সর্বব্যাপী যিনি সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন এবং যাতে সমস্ত আছে। এক তত্ত্বই ব্রহ্ম,

আত্মা, ভগবান এ ত্রিবিধ নামে অবিহিত হন। জ্ঞানেই মুক্তি, কর্মবন্ধনের কারণ। দ্রষ্টারা তাঁকেই জ্ঞানী বলে থাকেন যিনি জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত হতে পেরেছেন, যারা দুঃখের দাস নয় এবং সুখেরও দাস নয়। বেদের উপনিষদ ভাগে এ ব্রহ্মতত্ত্ব সবিস্তারে উল্লেখ আছে। উপনিষদ বেদের শিরোভাগ, তাই উহাকে 'বেদান্ত' বলে। বেদের সংহিতা ও ব্রাহ্মণ ভাগ নিয়ে কর্মকাণ্ড এবং অরণ্যক ও উপনিষদ ভাগ নিয়ে জ্ঞানকাণ্ড। সাধারণভাবে মনুষ্য যার ধারণা করতে পারে না তার সাথে ভক্তির কোনো সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে না। তাই ব্রহ্মোপাসনায় মন স্থির করতে প্রতীকোপাসনার ধারণার সৃষ্টি অর্থাৎ যা ব্রহ্ম নয় এমন কিছুকে ব্রহ্মরূপে ধরে নিয়ে মনকে ভক্তিযুক্ত করে তার উপাসনা করা। শঙ্করাচার্যের মতে মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করা আধ্যাত্মিক। ব্রহ্ম যেখানে উপাসনার বস্তু এবং প্রতীক তার বিকল্প অর্থাৎ প্রতীকের মাধ্যমে সর্বব্যাপী ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়। এটা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়, যতদিন না উপাসনার প্রাথমিক স্তরটি অতিক্রম করা হয়। বেদোক্ত কর্মানুষ্ঠান ও জ্ঞান উভয়ই মোক্ষপ্রদ। পরবর্তীতে ভক্তি[৩]মার্গের প্রবর্তন হলে ভাগবত ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করার জন্য ধর্মশাস্ত্রসমূহের অনেক নতুন ব্যবস্থার বিধিবদ্ধ হয়েছে। এরূপে যুগে যুগে ধর্মশাস্ত্র পরিবর্তন করে হিন্দুধর্মকে চিরস্থায়ী করেছে বলেই উহার নাম 'সনাতন' ধর্ম।

সনাতন ধর্মীয়রা মনে করে কিভাবে তারা আত্মারূপ হয়ে উঠবে। আত্মাকে আত্মারূপে উপলব্ধি করাই হলো ধর্ম। মনে রাখা দরকার যে, ধর্ম হচ্ছে ক্রম বিবর্তন বা ক্রমোন্নতির ব্যাপার, তা শুধু কতকগুলো কথার সমষ্টিপুঞ্জ নয়। উপনিষদ, গীতা ও বেদান্তদর্শন—এ তিন শাস্ত্রকে 'প্রস্থানত্রয়ী' বলা হয়। 'প্রস্থানত্রয়ী'-র অর্থ কেউ কেউ বলেন, এ তিনটি সনাতন ধর্মের প্রধান স্তম্ভকে লক্ষ্য করে সংসার-সমুদ্রযাত্রী মোক্ষপথে প্রস্থান করেন। মাতৃজঠর থেকে আমরা নগ্ন দেহে এসেছি এবং সে অবস্থায়ই ফিরে যাব। অসহায় অবস্থায় এসেছি, অসহায়ই আছি এবং অসহায় অবস্থায়ই ফিরে যাব। গীতার উপদেশ হলো সংসার আসক্তি ত্যাগ করে সংসার করা, বিষয় কামনা না করে বিষয় ভোগ করা, ফল কামনা না করে কর্ম করা। উহাই বেদান্ত ও উপনিষদেরও সার কথা।

অনেকে বেদের দোহাই দিয়ে মনে করে যে বেদোক্ত ধর্ম ভিন্ন আর কোনো ধর্ম নেই। কামনাপরবশতঃ স্বর্গলাভই তাদের কাম্য, ঈশ্বরে তাদের আগ্রহ নেই। তারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে আসক্ত বলে স্বর্গই তাদের কামনা, কারণ তাদের বিশ্বাস স্বর্গ একটা ভোগৈশ্বর্য্যের স্থান। বৈদিক আনুষ্ঠানিকতা থেকে কোনো আধ্যাত্মিক সফলতা বা ঈশ্বরে একনিষ্ঠতা আসে না। তাই বেদে যে ধর্ম আছে তা অসম্পূর্ণ, গীতা তার সম্প্রসারণপূর্বক নিষ্কাম করে পূর্ণতা দিয়েছে। বেদে যে বিবিধ যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে এবং বিহিত প্রণালীতে ঐ সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হলে স্বর্গাদি লাভ হয় এরূপ ফলশ্রুতি আছে। সাধারণ 'ধর্মকর্ম' বলতে লোকে এ সকল কর্মকেই বুঝে থাকে।

শ্রীভগবান বলেছেন ঐ সকল কার্যক্রমে ভোগ-বাসনা বিদূরিত হয় না, বরং আরও বর্ধিত হয়। চিত্ত ভোগবাসনায় বিক্ষিপ্ত থাকলে কখনোই ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হওয়া যায় না। কেবলমাত্র নিষ্কাম কর্মের দ্বারাই চিত্ত স্থির হয়ে ঈশ্বরাভিমুখী হয়। শ্রীভগবান আরও বুঝাতে চেয়েছেন যে বেদে কথিত যে সকল কার্যক্রমের কথা আছে তা প্রকৃত কর্ম নয়। তাই কর্মযোগীর পক্ষে উহা কর্ম নহে। তাই (২/৪৫) শ্লোকে সে কথাই ব্যক্ত করে অর্জুনকে শ্রীভগবান বলেছেন বেদ সকল ত্রৈগুণ্য (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) বিষয়ক, তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। অর্থাৎ বেদ সকল তাদেরই অনুসরণীয় যারা কেবলমাত্র সংসারের সুখ খোঁজে। তুমি সংসারের সুখ না খুঁজে ত্রৈগুণ্যের অতীত হও। বেদে অনেক কুসংস্কারের স্থান আছে। তবে বেদের সারকথা হলো স্থান কালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি বস্তুর ও ঘটনার সত্যতাকে খুঁজে বের করা।

বেদ কেবলমাত্র প্রকৃতির অন্তর্গত বস্তুসমূহ সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। তাই বেদ জীবের সংসার আসক্তিরই প্রতিপাদক, মোক্ষের প্রতিপাদক নয়। যারা সংসারে আসক্ত তারা শুধু কামনার চক্রের অনন্তকাল ঘুরতে থাকবে, কোনোদিন লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারবে না—একবার আনন্দ উপভোগ আর একবার দুঃখ। নিষ্কাম কর্ম দ্বারা ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হওয়া যায়। আর যিনি ব্রহ্মানন্দের অধিকারী তার কোনো ভোগানন্দের আকাঙ্ক্ষাই হয় না। ইন্দ্রিয়সংযম এবং কামনা পরিত্যাগই ব্রহ্মনিষ্ঠা—ভগবদারাধনা ভিন্ন কামনাত্যাগ ঘটে না। অতএব, সংযতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম হয়ে যে ঈশ্বরে চিত্তার্পণ তাই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠা—ইহা হলেই ধর্ম সম্পূর্ণ এবং ইহাই হিন্দুধর্মের সারকথা। আর বাকি সব সামাজিক রীতি। ঈশ্বরকে যে জেনেছে তার পক্ষে সমস্ত বেদ আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।

শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছেন, "এমন কিছুই নেই যা আমার অধিকারে নেই। কিন্তু আমি কিছুই পেতে চাই না। তবু আমি কাজ করে যাই। আমি কাজ না করলে আমার অনুসরণে কেউ কাজ করবে না, তখন সমগ্র বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে (৩/২২)[৩]।" তিনি আরও বলেছেন– নির্গুণ ব্রহ্মই বল আর সগুণ ব্রহ্মই বল আমিই সব। নির্গুণ ও সগুণ দুই-ই আমার বিভাব। তিনি নিরাকার হয়েও সাকার; অকর্তা হয়েও জগৎকর্তা, আবার ভূতস্রষ্টা, ভূতধারক, ভূতপালক, জীবের প্রভু, সখা, শরণ ও সুহৃদ। জ্ঞানীর নিকট তিনি জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম, যোগীর নিকট চিদাত্মস্বরূপ পরমাত্মা, ভক্তের নিকট সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ ভগবান। সাধনভেদে একে ত্রিবিধ প্রকাশ। তিনি নিঃসঙ্গ হলেও জীব তার সাথে দাস্য, সখ্যাদিভাব স্থাপন করে, তিনিও তখন ঐ সকল ভাবের সাথে ভক্তবৎসল ভাবে যুক্ত হন যেখানে ভক্ত-বাৎসল্য বা অসুর-বিদ্বেষ ভাবে কোন বেদবাদী থাকে না।

ঈশ্বরের তুষ্টি সাধন ঈশ্বর আরাধনা—তাঁর অভিপ্রেত কার্য সম্পাদন ও নিয়ম প্রতিপালনই প্রকৃত ঈশ্বর আরাধনা। গীতোক্ত ঈশ্বরাধনা হলো সর্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান এবং সর্বভূতের

হিতসাধন। আর জ্ঞান হলো যা দ্বারা সর্বভূত এবং স্বীয় আত্মা অভিন্ন বোধ হয় যে আত্মা শ্রীভগবানেরই সত্ত্বা। এ জ্ঞান লাভ হলে (১) শোকাদিজনিত মোহ দূর হয় (২) সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, কারণ পাপ অজ্ঞানতার জন্য হয়ে থাকে। (৩) সমস্ত কর্মের ক্ষয় হয়, তা না হলে সমস্ত কর্মেরই ফল ভোগ করতে হবে–সুকর্মই হোক আর দুষ্কর্মই হোক (৪/৩৩-৩৭)। ইহলোকে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছু নেই (৪/৩৮), জ্ঞানেই মুক্তি ও জ্ঞানেই শান্তি। শ্রীভগবান কোথাও বলেছেন, "অনন্য ভক্তি দ্বারাই আমি অসায়সলভ্য হই, আর কিছুতেই নয়।" (৮/১৪)

"আমাকে ভক্তি করলেই ব্রহ্মজ্ঞান অর্জিত হয়, আবার ব্রহ্মজ্ঞান হলেই আমাতে ভক্তি হয়। (১৮/৫৪)"

"জ্ঞানীই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত (৭/১৭), আমাতে ভক্তিই জ্ঞান (১৩/১০)।" জীব মায়ামুক্ত হলেই একত্ব-জ্ঞান লাভ হয়। উহাই প্রকৃত জ্ঞান, ইহাই আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান, দেহাত্মবিবেক, ব্রাহ্মীস্থিতি[৪], কৈবল্যমুক্তি ইত্যাদি নানা কথায় ব্যক্ত করা হয়। শাস্ত্রাদি পাঠে ব্রহ্মস্বরূপ সম্বন্ধে যে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে তা প্রকৃত জ্ঞান নহে। যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁর সর্বত্র সাম্যবুদ্ধি জন্মে, তাঁর সবসময়ে শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ বাসনা ও শুদ্ধ আচরণ প্রভৃতি গুণের উদ্রেক হয়। গীতায় সন্ন্যাস অর্থ কর্মত্যাগ নহে–আসক্তি ত্যাগ। এ ত্যাগ ব্যাতীত জ্ঞানই হোক, ভক্তিই হোক, কোনো পথেই সফলতা আসে না।

আবার কোথাও শান্ত সমাহিত ধ্যানযোগীর অচঞ্চল চিত্তের বর্ণনা করে শান্ত পরমসুখকর ব্রহ্মনির্বাণ লাভার্থ অধ্যবসায় সহকারে যোগাভ্যাসের উপদেশ দিয়েছেন (৬/১৯-২৩)। সাথে সাথেই বলেছেন "স্বকর্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়", তাই তুমি তোমার স্বধর্ম কর–অর্থাৎ উঠে যুদ্ধ কর। যাদের জন্য শোক[৫] করার কোনো কারণ নেই তাদের জন্যই তুমি শোক করছো। তত্ত্বজ্ঞানী যারা তারা কি মৃত, কি জীবিত কারো জন্য শোক করেন না। কারণ প্রকৃতপক্ষে কেউ মরে না, দেহটি মাত্র বিনষ্ট হয়, আত্মা অবিনশ্বর। গীতা অপূর্ব রহস্যে ভরপুর যা বারবার পাঠ করার পরও উদ্ঘাটন করা দুরূহ। তাই মহামতি অর্জুনকে বলতে হয়েছিলো, হে জনার্দন, তুমি আমাকে কর্ম করতে উপদেশ দিচ্ছ, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানকেই মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু বলে তুলে ধরেছো। জ্ঞান যদি কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে কেন আমাকে যুদ্ধের মত হিংসাত্মক কর্মে উৎসাহিত করছো?

বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বই ভগবানের অভিপ্রায় বুঝেই অর্জুন এরূপ প্রশ্ন করেছেন। শ্রীভগবান উপদেশ দিচ্ছেন জ্ঞানের, কিন্তু প্রেরণা দিচ্ছেন কর্মের। কিন্তু ভগবান কোথাও বলেননি যে কর্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। ভগবান ইচ্ছা করেই হয়তো একথা পরিস্ফুট করেননি, এ প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করেছিলেন। কেননা এ প্রশ্নের উপলক্ষ্যে কর্ম ও জ্ঞানের তারতম্য, স্বরূপ নির্ণয় এবং সমন্বয় বিধানের যে মীমাংসা হয়েছে তা আধ্যাত্মতত্ত্বের সারতত্ত্ব যা কেবল হিন্দুদের নয় সমগ্র মানবজাতির জন্যে অশেষ কল্যাণকর। আর কোথাও কখনো এ ভূমণ্ডলে এরূপ সর্বমঙ্গলময় ধর্ম কথিত হয়নি। কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, অহংকার ও কামনাই বন্ধনের কারণ। প্রকৃতির নিয়মেই জীব একেবারে কর্মত্যাগ করতে পারে না, কর্মত্যাগী সন্ন্যাসীও কোনো না কোনো কর্মে জড়িত হয়। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলেছেন– "মোক্ষলাভ জ্ঞানমার্গ বা সন্ন্যাসমার্গ ও কর্মযোগমার্গ উভয় মার্গেই হয়ে থাকে। আমি তোমাকে কর্মযোগমার্গ অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছি।" শ্রীভগবান গীতায় সনাতন ধর্মের বিভিন্ন অঙ্গসমূহের সমাবেশ করে উহার সমগ্র স্বরূপ উপস্থাপন করেছেন। সাধারণ দৃষ্টি কেবলমাত্র নির্দিষ্ট অঙ্গবিশেষেই আবদ্ধ থাকে বলে সমগ্র তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। সমগ্র তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন জ্ঞান চক্ষুর। লোকমান্য তিলকের মতে "এ নশ্বর সৃষ্টির মধ্যে যে অবিনশ্বর পরতত্ত্ব অন্তর্নিহিত আছে তা জানবার নাম জ্ঞান।" এ তত্ত্ব জানার চেষ্টা করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার, তবুও সাধ্যাতীতভাবে চেষ্টা করতে হবে যতটা সম্ভব জানার। বুদ্ধি বা মন যতদিন বিক্ষিপ্ত থাকবে ততদিন তা জানা সম্ভব নয়। বুদ্ধি যখন পরমেশ্বরে স্থির হয় তখন এ জ্ঞান লাভের চেষ্টা করা যায়।

গীতা প্রচারকালে 'বেদবাদ' ও বৈদিক কর্মমার্গ, বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ ও জ্ঞানমার্গ, সমাধিযোগ, অবতারবাদ ও ভক্তিমার্গ–এ সকলই প্রচলিত ছিলো। এগুলোই সনাতন ধর্মের প্রধান অঙ্গ এবং আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী। বর্তমানেও কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি এ সকল বিভিন্ন মার্গের পার্থক্য অবলম্বনে নানা প্রকার সাম্প্রদায়িক মতভেদ আছে। গীতা সনাতন ধর্মের এ সমস্ত বিভিন্নতার সমন্বয় সাধন করে এক অপূর্ব ত্যাগানুশীলনের উপদেশ দিয়েছে। গীতোক্ত ত্যাগ অর্থ কর্মত্যাগ বা সন্ন্যাসমার্গ নহে–গীতোক্ত ত্যাগ মানে কামনাত্যাগ, কর্মফল ত্যাগ। ত্যাগ সকল মার্গের সাধনা। ত্যাগ ব্যাতীত জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম–কোনো পথেই সিদ্ধিলাভ হয় না। গীতার সাধনতত্ত্বের মূলকথাই হলো ত্যাগ।

বৈদিক বা সনাতন ধর্মের প্রধান বিরোধ 'বেদবাদ' ও 'বেদান্তবাদে'। বৈদিক ধর্মের প্রধান দু'টি শাখা–কর্মমার্গ বা প্রবৃত্তিমার্গ ও জ্ঞানমার্গ বা নিবৃত্তিমার্গ। সকল শাস্ত্রেরই প্রশ্ন কোনটি শ্রেয়ঃ পথ। বেদের আজ্ঞা হলো কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর–উভয়ই বেদাজ্ঞা। যেহেতু উভয়ই বেদাজ্ঞা তাই কর্তৃত্বাভিমান (আমিই কর্তা তা মনে করা) ও ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করে ঈশ্বরে সর্বকর্ম সমর্পণপূর্বক কর্ম করতে হবে। আমি কর্তা এ অবিনিবেশ পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র ঈশ্বরাশ্রয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্তা ইহা জেনে কর্ম করতে হবে। শঙ্করাচার্য্যের মতে, "কেবল ঈশ্বরার্থে কর্ম করবে, কিন্তু ঈশ্বর তজ্জন্য আমার শুভ করুন এরূপ কামনা পরিত্যাগ করতে হবে।" গীতা একই কথা বারবার বলেছে যে কর্ম হতে বিরত থাকা নিষ্প্রয়োজন। তবে আত্মজ্ঞান লাভ ব্যাতীত আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান দূর হয় না, তাই গীতায় কর্মোপদেশের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মজ্ঞানের উপদেশ। কর্ম বন্ধনের কারণ বলে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা সন্ন্যাসবাদী বা জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন। জ্ঞানমার্গাবলম্বীদের কোনো কর্ম নেই,

ইহা স্থির করে তাঁরা কর্মে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন বলে তাদের অনুকরণে ভারতবর্ষের অনেকেই কর্মে অনুরাগশূন্য। শ্রীভগবান কর্মবাদ ও জ্ঞানবাদের যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় করেছেন এ কথা স্মরণ করলে জাতিকে হয়তো পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে হতো না। শ্রীভগবান বলেছেন, কর্মত্যাগ জীবের পক্ষে সম্ভবপর নয়, কর্মত্যাগে লোকরক্ষাও হয় না। সুতরাং নিষ্কামভাবে কর্ম করাই কর্তব্য। ফলত্যাগ করাই ত্যাগ। নিষ্কাম কর্মীরাও কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হয়, সেজন্য কর্মত্যাগের প্রয়োজন হয় না। তাই গীতার নিশ্চিত মত এই যে, জ্ঞানলাভ করে সন্ন্যাসবাদী না হয়েও অনাসক্তভাবে লোকসংগ্রহনার্থ বা লোককল্যাণার্থে কর্ম করে যাওয়া। উহার নাম "জ্ঞান-কর্ম-সমুচ্চয়বাদ"। গীতায় 'কর্ম' ব্যাপক অর্থে যেকোনো করণীয়কে বুঝানো হয়েছে। বেদ বা মীমাংসাদি শাস্ত্রে 'কর্ম' বলতে কেবল যাগযজ্ঞাদি বুঝায়। জীবনের সমস্ত কর্মই নিষ্কামভাবে ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জনপূর্বক ঈশ্বরে সমর্পণ করে লোকরক্ষার্থে করলেই উহা যজ্ঞ হয়। এ জীবন যজ্ঞকে কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করে সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করাই গীতার উপদেশ। ফলাকাঙ্ক্ষা না করলেও আপনা আপনি ফলভোগ হয়ে যায়। নিষ্কাম কর্মে কর্মবন্ধন হয় না। আমরা যে কর্মই করি না কেন তার ফল আমাদিগকে ভোগ করতেই হবে–সুকৃতি হোক বা দুষ্কৃতি হোক। কৃতকর্মের শুভাশুভ ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। জন্ম-মৃত্যু-জরাব্যাধি সংকুল সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। ইহাই কর্মবন্ধন। নিষ্কাম কর্ম দ্বারা কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হওয়া যায়। সুতরাং মোক্ষ লাভার্থে কর্মত্যাগের প্রয়োজন নেই। তাই শ্রীভগবান গীতায় কামনামূলক যাগযজ্ঞাদির নিন্দা করলেও নিষ্কাম যাগযজ্ঞাদির প্রশংসাও করেছেন, কারণ উহা চিত্তশুদ্ধিকর ও জনকল্যাণের অনুকূলে। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত যজ্ঞ মাত্রই ব্রহ্মের উদ্দেশ্যে কৃত এবং তাতে মোক্ষলাভ হয়। গীতোক্ত ধর্মমতে নিষ্কামভাবে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করাই কর্মযজ্ঞ। এভাবে শ্রীভগবান 'বেদবাদ' বা বৈদিক কর্মমার্গের সাথে বৈদান্তিক জ্ঞানবাদের সমন্বয় সাধন করেছেন।

বেদের ও মীমাংসাশাস্ত্রের অপব্যাখ্যা 'বেদবাদ' এর প্রতিবাদ করলেও যাগযজ্ঞাদির অর্থ সম্প্রসারণ করে ভক্তিপূত ও জ্ঞান সংযুক্ত করে নিষ্কাম করেছেন। বেদান্তের ব্রহ্মবাদের কর্মত্যাগের পরিবর্তে কামনাহীন কর্মের ব্যবস্থা করে ঈশ্বরমুখী করেছেন। প্রতীকোপাসনা, অবতারবাদ ইত্যাদি বৈদিক ধর্মের সমন্বয় সাধন করে পূর্ণতা দান করেছেন। শ্রীভগবান বলেছেন, আমি ভিন্ন দেবতা নেই। যারা অন্য দেবতার উপাসনা করে, তারা আমারই উপাসনা করে। সে উপাসনাকে তিনি অবৈধ উপাসনা বলেছেন। তথাপি তাও তারই উপাসনা এবং তার ফলদাতাও তিনি, কারণ উপাসনা মাত্রই ঈশ্বরের গ্রাহ্য। জ্ঞানের অভাবের জন্য উপাসক ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত হবে তা হতে পারে না। কারণ এক ঈশ্বরই সর্বদেবতাময়। ঈশ্বর উপাসকের জ্ঞানের পরিমাপ করেন না, উপাসকের হৃদয়ের ভাব দেখেন।

উপসংহারে বলা আবশ্যক যে, গীতোক্ত ধর্ম সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্যে। ঈশ্বরে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের জন্যে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যাঁরা বিশ্বাস না করেন তাঁদের জন্যেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আত্মার অবিনাশিতাবাদে ও জন্মান্তরে যাঁদের আস্থা আছে তাঁদের জন্যে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যাঁদের আস্থা নেই তাঁদের জন্যেও ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আর গীতার বক্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যাঁরা ভক্তি করেন তাঁদের জন্যে অবশ্যই ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, যাঁরা ভক্তি না করেন তাঁদের জন্যেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। কারণ নিষ্কাম কর্ম, চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সংযম[৬] সকল মানুষেরই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সেই নিষ্কাম কর্ম, চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযম গীতার শিক্ষা। এমন সর্বব্যাপক ও বিশ্বজনীন ধর্ম এ ভূমণ্ডলে কখনো প্রচারিত হয়নি। যে যতটুকু গ্রহণ করবেন, ততটুকুই তাঁর অধিকার। যেখানে যাঁদের আস্থা নেই, সেখানে তাঁদের অধিকার নেই।

কতিপয় শব্দের ব্যাখ্যা

(১) নিষ্কাম কর্ম : কর্মের ফল কামনা করা যাবে না, ফলসিদ্ধিতে আনন্দ এবং অসিদ্ধিতে বিষাদ জন্মিবে না। তার পক্ষে সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ই সমান। ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান থাকবে এবং জ্ঞান ও তপের দ্বারা চরিত্র বিশুদ্ধ হবে। ইহা না হলে কর্ম নিষ্কাম হবে না। জ্ঞান ব্যাতীত কর্ম নিষ্কাম হয় না এবং নিষ্কাম কর্ম ব্যাতীত জ্ঞানের পরিপক্কতা হয় না। নিষ্কাম কর্মও অভ্যস্ত না হলে সম্ভব হয় না। কাউকে উপকার করে প্রত্যুপকার আশা করলে তা হবে সকাম কর্ম এবং বিধি বহির্ভূত। পরোপকার ও ভালো কাজ করা প্রত্যেকের অনুষ্ঠেয় কর্ম এজন্য করা আবশ্যক, কোনো ফল চাওয়া যাবে না। ইহাই নিষ্কাম কর্ম। আমরা যে কর্মই করি না কেন তার ফল ভোগ করতে হবেই। এ কর্মফল ভোগের জন্য আমাদের পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যু, জরাব্যাধি সংকুল সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়। ইহাই কর্মবন্ধন। নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হওয়া যায়।

(২) মোক্ষলাভ : সনাতন ধর্ম মতে দেহান্তে জীবাত্মা মুক্ত হয় না। কৃতকর্মানুসারে পুনরায় দেহান্তর প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আবার জন্মগ্রহণ করে। যখন জীবাত্মা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, ঈশ্বরে লীন হবার যোগ্য হয়েছে তখন আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাপ্তি বা নির্বান প্রাপ্তি হয়। ইহাকেই মুক্তি বা মোক্ষলাভ বলে। জীবাত্মা কৃত পুণ্যের পরিমানুযায়ী কাল স্বর্গাদি ভোগের পর জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পুণ্যফলে স্বর্গাদিপ্রাপ্তি মোক্ষ নহে, উহা অস্থায়ী ভোগের বিষয়মাত্র। স্বর্গ হতেও পতন অনিবার্য। কিন্তু সমত্ববুদ্ধি নিষ্কাম কর্মী কর্মের ফলে জন্ম বা সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হয় না অর্থাৎ তিনি 'মোক্ষলাভ' করেন।

(৩) ভক্তি : ঈশ্বরকে কেবলমাত্র ঈশ্বরকে উপাসনা করাই হলো ভক্তি। অন্য যেকোনো উপাসনা ভক্তি হতে পারে না। বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন প্রকার উপাসনা ও কর্মকাণ্ড উপাসককে স্বর্গভোগরূপ বিশেষ ফল দান করতে পারে, কিন্তু অনন্ত মুক্তি দিতে পারে না। পরিমানানুযায়ী পুণ্য কর্মের জন্য স্বর্গভোগের পর পুনরায়

জন্মগ্রহণ করতে হবে। ঈশ্বরের প্রকৃত ও অকপট অনুসন্ধানই হলো ভক্তিযোগ। জ্ঞানীরা ভক্তিকে মুক্তি উপায় বলে মনে করেন। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই ভক্তি; অন্য কারো প্রতি প্রেম ভক্তি হতে পারে না। ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের পর তাঁর প্রতি যে আসক্তি আসে, সে আসক্তিই হলো ভক্তি। ভক্তি নিজেই সব কামনা দমন করে, তাই ভক্তিকে কখনো কামনা পূরণের জন্য ব্যবহার করা যায় না। অন্য কথায়, ঈশ্বরে ভক্তিই জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান।

(৪) ব্রাহ্মীস্থিতি : মৃত্যুকালে মানসিক অবস্থানুসারেই জীবের পরকালের গতি নির্দিষ্ট হয়—একথা গীতায় ও উপনিষদে উক্ত আছে। এ অবস্থা হলো সর্বকামনা ত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম, আত্মভিমান বর্জনপূর্বক ঈশ্বরে একনিষ্ঠ হওয়া। ইহাই ব্রাহ্মীস্থিতি। গৃহী, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, যোগী-সকলেরই ইহাতে অধিকার আছে। এ অবস্থা লাভ করে সাধক নিষ্কামভাবে যথাধিকার কর্ম করেও মৃত্যুকালে ব্রহ্মনির্বাণ বা মোক্ষলাভ করে থাকেন।

(৫) শোক : শ্রীভগবান অর্জুনকে শোক নিবারণের উপদেশ না দিয়ে সহ্য করার উপদেশ দিয়েছেন। শোক নিবারণের সহজ উপায় থাকার পরও ভগবান সহ্য করতে উপদেশ দিয়েছেন। শোক নিবারণে কোনো নিষেধ নেই, তবে যে শোক বা দুঃখ নিবারণ করতে গেলে অধর্ম হয় সেখানে নিবারণ না করে সহ্য করতেই হবে। তাই শ্রীভগবান অর্জুনকে মোহজনিত শোক পরিত্যাগ করে স্বধর্ম পালনের অর্থাৎ যুদ্ধ করতে উপদেশ দিয়েছেন। যুদ্ধ করা যার ধর্ম, আত্মীয় বিনাশের ভয়ে তা না করা তার অধর্ম। তত্ত্বজ্ঞানীরা কারো জন্য শোক করে না। কারণ কেউ মনে না, দেহটি অনিত্য উহাই বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মা নিত্য উহার বিনাশ নেই। আত্মা পূর্বে ছিল, এখন আছে, পরেও থাকবে। বরং পুণ্যাত্মারা উত্তম লোকে উৎকৃষ্টতম দেহই প্রাপ্ত হয়।

(৬) চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সংযম : বিবেক-বিচার দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করা যায় না, দুর্জয় ইন্দ্রিয়গণ বিবেকীরও চিত্ত হরণ করে থাকে। তাই শ্রীভগবান বলেছেন আমার অনন্যভক্ত, আমার শরণাগত, তারই চিত্ত সমাহিত হয়। ঈশ্বরানুরাগ জন্মিলে বিষয়ানুরাগ দূরীভূত হয়, চিত্ত নির্মল হয়, ইন্দ্রিয়গণ সংযত হয়ে আসে। ভগবৎ চিন্তাই ইন্দ্রিয়-সংযমের মহৌষধ। মানুষের লক্ষ্য সুখও নয়, দুঃখও নয়। যে অবস্থা থেকে সুখ-দুঃখের উৎপত্তি সে অবস্থাকে জয় করতে হবে। ভগবানকে হৃদয়ে ধারণ করলে যেরূপ চিত্তশুদ্ধি হয় তা দেবতা উপাসনা, তীর্থস্থান ভ্রমণ, ব্রত, দান ও জপের দ্বারা হয় না।

সংসারে থাকলে বিষয়-চিন্তা অনিবার্য, ইন্দ্রিয়কে সংযত করা যায় না। সংসারে থাকতে কোনো দোষ নেই, সংসার তোমাতে না থাকলেই হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন— "জলের উপর নৌকা থাকতে পারে, কিন্তু নৌকায় জল উঠলেই ডুবে যায়।" ❑

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১২/১২)

অনুবাদ : তুমি যদি সেই প্রকার অভ্যাস করতে সক্ষম না হও, তা হলে জ্ঞানের অনুশীলন কর। অভ্যাস যোগের চেয়ে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান থেকে ধ্যান শ্রেষ্ঠ এবং ধ্যান থেকে কর্মফল ত্যাগ শ্রেষ্ঠ। সকল প্রকার কর্মফল ত্যাগেই পরম শান্তি লাভ হয়।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥ (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ১৩/১৩)

অনুবাদ : আমি তোমাকে এখন জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে বলছি, যা জেনে তুমি অমৃতত্ব লাভ করবে। সেই জ্ঞেয় বস্তু অনাদি অর্থাৎ পরব্রহ্মস্বরূপ। তিনি সৎ-ও নহেন, অসৎ-ও নহেন।

অশান্ত সময়ে অমরনাথ দর্শন

সন্দীপ স্বর্ণকার

হুইসলটা বেজে উঠলো ফুরর...। কিন্তু খেয়াল হয়নি। সামনে বিস্তৃত পাহাড়। সবুজ। সুন্দর। হাওয়া বইছে শিরশির করে। সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ঠাণ্ডা বাড়ছে। কাঁটাতারের গা ঘেঁষে আপনমনে আলস্যে চরে বেড়াচ্ছে ঘোড়া আর খচ্চরগুলো। এখানেই একটু ওপরে, ভিতরের দিকে নির্জন অংশে হয়েছিলো বজরঙ্গি ভাইজানের শেষ দৃশ্যের শ্যুটিং। মুনিড়বকে তার পাকিস্তানি পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলো ভারত। সৌজন্যে সালমান খান। ছবির বজরঙ্গি। ...আরও জোরে, আগের চেয়ে অধিক তীক্ষ্নতায় ফের বেজে উঠলো হুইসেলটা। সঙ্গে কিছুটা ধমক– সর্তকতার। 'শুন নেহি রয়ে হো?' মুখ থেকে হুইসেলটা নামিয়া প্রশড়ব করলো সিআরপিএফ-এর এক জওয়ান। 'চলিয়ে। আগে বাড়িয়ে।' কাঁটাতারের বেড়া দেখিয়ে জানিয়ে দিলো, 'ইহা ফোটো উঠানা মানা হ্যায়।'

জানতে চাইলো, 'যাত্রা কে লিয়ে আয়ে হো?' ঘাড় নাড়তেই জওয়ানের মুখে সামান্য হাসি খেলেও মুহূর্তে তা যেন মিলিয়ে গেলো। ইশারায় ফের নির্দেশ, 'জলদি আগে বাড়ো। ইহা উহা অ্যায়সে মৎ ঘুমো।' জলদি শব্দটায় যেন বাড়তি জোর মনে হলো। বৃষ্টিটাও বেড়ে গেলো আচমকা। তারই মধ্যে জলের দাগ কেটে দ্রুত গতিতে ছুটে গেলো কালচে সবুজ আর্মির জিপ। পিছনে সেনা ভর্তি ট্রাক। হুইসেলের তীব্রতা যেন বেড়ে গেলো আরও।

শ্রীনগর থেকে খবর আসছে, আচমকাই যাত্রা থমকে যেতে পারে। বাতিল হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা। জম্মু থেকে পহেলগাঁও, শ্রীনগর বাস সার্ভিস আপাতত আটকে দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, আবহাওয়াই প্রধান কারণ। কিন্তু ভিতরে ভিতরে অন্যরকম এক নিস্তব্ধতা বাড়ছে! দিল্লি থেকে অতিরিক্ত কয়েক হাজার সেনা পাঠানো হচ্ছে। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল উপত্যকায় ঘুরে গিয়েছেন। খবর নিয়েছেন অমরনাথ গুহা আর যাত্রাপথেরও। কিন্তু বাস সার্ভিস কেন বন্ধ হলো আচমকা? শুধুই কি খারাপ আবহাওয়া। নাকি অন্য কিছু? অমরনাথ যাত্রীদের মধ্যে আচমকা রক্তচাপ না বাড়াতেই কি কিছু আড়াল করা হচ্ছে? অনিশ্চয়তার আতঙ্ক রেখেই কি ঐ সেনা জওয়ানের সতর্কতা? এরকম একগুচ্ছ প্রশড়ব অজান্তেই আলোড়ন তুলে দিয়ে গেলো মাথার মধ্যে।

জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা খতম করতে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলোপ করাই যে ছিলো আসল কথা, তারই প্রস্তুতি হিসেবে যে দিল্লির শাসক দলের সিদ্ধান্তে আচমকাই চাপা অস্থিরতা তৈরি হয়েছিলো ভূস্বর্গে, তা এতদিনে বুঝতে কারো অসুবিধা না হলেও ঐ সময়ে কাশ্মীরে দাঁড়িয়ে অমরনাথ যাত্রীদের পক্ষে জানা ছিলো অসম্ভব। আন্দাজ হচ্ছে, কিছু একটা ঘটতে চলেছে, কিন্তু বুঝে উঠা যাচ্ছে না। সঙ্গীরাও একে অপরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। মোবাইলে নিউজ ওয়েবসাইটে খোঁজাখুঁজি বেড়ে গেলো। কিন্তু নেট স্লো। প্রিপেইড যাদের তাদের চলবেই না। পোস্টপেইড চলছে। কিন্তু গতি ধীর। একটু আগেই তো হোয়াটসঅ্যাপে ছবি গেলো পরিচিতদের কাছে। মুহূর্তে রাইট চিহ্নের ডাবল টিক। এতটা তো আস্তে চলছিলো না নেট! কী হচ্ছে? কিছু একটা হচ্ছে। কাশ্মীরের আকাশে কালো মেঘ আরও ঘনীভূত হচ্ছে। দ্রুত আবহাওয়া খারাপ হচ্ছে। বাড়ছে বৃষ্টি। তবে কি আবহাওয়াই আভাস দিচ্ছে কিছু!

লোকে বলে যাওয়ার শক্তি, সামর্থ্য থাকলেও ধর্মস্থানে ঈশ্বর না ডাকলে ইচ্ছা পূরণ হয় না। বিশ্বাস। এখানে তো বাবা অমরনাথ। পথ দুর্গম। নেপথ্যে আতঙ্ক। জায়গাটার নাম যে কাশ্মীর। আতঙ্কবাদীদের হামলা আর আচমকা পরিবেশ বদলে যাওয়ার সম্ভবনা সঙ্গ ছাড়ে না। ক্রিকেটার ইমরান খান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর কর্তারপুর সাহিব করিডর নিয়ে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা হলেও পুলওয়ামা আর বালাকোটের ঘটনা প্রতিবেশী দুই রাষ্ট্র ভারত-পাকিস্তানের স্নায়ুযুদ্ধ আবার বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ। আন্তর্জাতিক আদালতে কুলভূষণ যাদব মামলায় দিল্লির যুক্তি-তর্ক মানবিকতার সওয়ালে ধাক্কা খেয়েছে ইসলামাবাদ।

> **লোকে বলে যাওয়ার শক্তি, সামর্থ্য থাকলেও ধর্মস্থানে ঈশ্বর না ডাকলে ইচ্ছা পূরণ হয় না। বিশ্বাস। এখানে তো বাবা অমরনাথ। পথ দুর্গম। নেপথ্যে আতঙ্ক। জায়গাটার নাম যে কাশ্মীর।**

কিন্তু আম পাবলিকের এসব কূটনৈতিক বিষয়ে কী এসে যায়! নাকি তারা জানেনও সবটা। তাঁরা তো চলেছেন অমরনাথ দর্শনে। বাবা ডেকেছেন। স্বয়ং মহাদেব যে গুহার মধ্যে দেবী পার্বতীকে

শুনিয়েছিলেন অমর কথা– একান্তে। সে এক অসাধারণ অনুভূতি। আশ্চর্য অবয়ব। বরফের বাবা অমরনাথ। যখন ইচ্ছা হয়, তখনই অমরনাথ দর্শনে যাওয়া যায় না। এখানে কোনো বিগ্রহও নেই। অম্বাবচি শেষে একাদশীর পর থেকে শুরু হয়ে শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা পর্যন্ত চলে যাত্রাপর্ব। এবার যা ছিলো পয়লা জুলাই থেকে পনেরোই আগস্ট।

ঘাড় উঁচু করে দেখা বিশাল গুহায় ডানদিকে এক কোণে প্রকৃতির অপার মহিমায় ঐ সময়েই তৈরি হয় বরফের শিবলিঙ্গ। চাক্ষুষ না দেখলে বিশ্বাসই হয় না যে ঐরকম সুন্দর অবয়ব নিজে থেকেই তৈরি হতে পারে। বিজ্ঞান আর বিশ্বাসের কোনো দ্বন্দ্বই নেই এখানে। গুহার ছিদ্র দিয়ে অন্যত্রও হিম শীতল জল পড়ে টপটপ করে। জমেও। কিন্তু কই, অন্য কোনো কোণে তো তৈরি হয় না অমন শিবলিঙ্গাকৃতি? কোন বিশ্বকর্মা গড়ে দিয়ে যান ঐ শ্বেতশুভ্র অবয়ব? আর সাদা দুটি পায়রা? জ্যান্ত কবুতর! সেও কী কম আশ্চর্যের! দুটিই বা কেন?

কথিত আছে, দেবাদিদেব মহাদেব মাতা পার্বতীকে তাঁর অমরকথা শোনানোর জন্য রাজি হলেও বলেছিলেন, কেউ যেন অমরত্বের কথা না শুনে ফেলে। তাহলে সে অমরত্ব লাভ করবে। তাই নিজের বাহন ষাঁড় নন্দীকে পহেলগাঁওতে রেখে আসা থেকে শুরু করে জটার চাঁদ, গলার সাপ–একে একে ছেড়ে এসেছিলেন চন্দনওয়াড়ি, শেষনাগে। এমনকি পুত্র গণেশকেও রেখে গেলেন মহাগুনাস টপে। পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি এবং আকাশ, যে পাঁচটি জীবনের জন্ম দেয় তাও ছেড়ে গেলেন পঞ্চতরণীতে। তাই অদ্ভুতভাবে পঞ্চতরণীর পর গুহার উদ্দেশ্যে চলা দুর্গম পথ পেরিয়ে যত উপরের দিকে ওঠা যায়, পাহাড়ও কেবল পাথরের। কোনো গাছপালা নেই। বিজ্ঞানের যুক্তি অতি উচ্চতা। বিশ্বাস বলে ঈশ্বরের লীলা। কেউ যাতে অমরকথা শুনে না ফেলে তাই ঈশ্বরেরই এসব সৃষ্টি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অমরকথার গুহায় মহাদেব যখন পার্বতীকে শোনাচ্ছেন অমরত্বের বাণী, সেই সময় ঐ গুহায় থেকে গিয়েছিলো দুই কবুতর। তাই তারা আজও অমর।

গল্পে, কথায় এসব পড়েছি। কিন্তু চাক্ষুষ দেখতে পারবো না কি? আচমকা যে পরিবেশ তৈরি হলো, আর্মির গাড়ির ঘোরাফেরা বেড়ে গিয়েছে, এলাকা ফাঁকা হয়ে আসছে, চাপা আতঙ্ক শীতল করে দিচ্ছে শিরদাঁড়া। তাহলে? নীলগড়ের হেলিকপ্টার সার্ভিসও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে খারাপ আবহাওয়ার জন্য। একই অবস্থা পহেলগাঁওয়েরও। সেখানেও হাতে টিকিট থাকা সত্ত্বেও উড়তে পারছেন না যাত্রীরা। ঘোর অনিশ্চয়তা। তার সঙ্গে চাপা আতঙ্কের পরিবেশ। এই বুঝি কিছু হলো? দু'হাজার সালে যখন অমরনাথ যাত্রায় গিয়েছি, সেই সময়ে পহেলগাঁওতে গুলি চলেছিলো। হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিলো সন্ত্রাসবাদীরা। নদীর ওপর কাটের সেতু ভেদ করে চলে যাওয়া গুলির দাগ দেখে চমকে উঠেছিলাম। এবারই কি সেরকম কোনো অপ্রীতিকর কিছু অপেক্ষা করছে অমরনাথ যাত্রায়। যদিও সে সময়ে যাত্রা বন্ধ হয়নি। সামান্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিলো।

দুটি রুটে যাওয়া যায় অমরনাথ। একটি জম্মু থেকে পহেলগাঁওচন্দনওয়াড়ি-পিসুটপ-শেষনাগ-মহাগুনাস টপ-পঞ্চতরণী-পবিত্র গুহা। এই পথের দূরত্ব আটচল্লিশ কিলোমিটার। অন্যটি বালতাল দিয়ে। বালতাল-ডোমালি-বারারি-পবিত্র গুহা। এই পথ মাত্র চৌদ্দ কিলোমিটার। কিন্তু প্রচণ্ড চড়াই। কঠিন। মুহুর্মুহু শ্বাস নিতে হয়। হাঁপিয়ে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। তবুও এগিয়ে চলা। পহেলগাঁওয়ের পথে যাতায়াতে সাধারণত পাঁচদিন সময় লাগে। বালতাল দিয়ে গেলে দুদিন। পহেলগাঁওয়ের পথে গিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখেছি অনেক বেশি। পহেলগাঁও রুটে পিসুটপে উঠতেই হাঁপ ধরে। কিন্তু তারপর যেন অভ্যেস হয়ে যায়। শয়ে শয়ে যাত্রীদের ভিড়ে একে অন্যের সঙ্গে মিশে যায় অনায়াসে। এই পথে মহাগুনাস টপ, শেষনাগ অসাধারণ সুন্দর। নীলচে সবুজ শেষনাগ লেকের জল থেকে চোখ সরানো যায় না। উপরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর পাহাড়ের চূড়া বরফ মোড়া।

বালতালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ততটা নয়। রুক্ষ পাহাড়ি পথ। গ্লেসিয়ারের ওপর দিয়ে যেতে হয় শেষ অংশটুকু দুটি রুটেই। পথ চলে চলে সাদা গ্লেসিয়ার কাদার মতো হয়ে যায়। ট্রেক পথে হেঁটে, খচ্চরে চেপে, ডাণ্ডিতে চলেছে হাজার হাজার ভক্ত, পুণ্যার্থী, প্রকৃতিকে ভালোবাসা ভারতীয়, অভারতীয়। পথকষ্ট কাটাতে মনের জোর বাড়াতে মুখে স্লোগান 'হর হর মহাদেব', 'ব্যোম ব্যোম ভোলে', 'জয় বাবা অমরনাথ।'

পথিমধ্যে জায়গায় জায়গায় লঙ্গর। খানিক বিশ্রাম আর বিনা পয়সার ভোজ– নিরামিষ। আলু, পুরি, সবজি থেকে চাল, ডাল, ছোলা, পায়েস। কোথাও কোথাও মেলে নুডুলস্ও। চা, জল তো বটেই। জায়গায় জায়গায় সিআরপিএফের মেডিকেল ক্যাম্প। তেরো বছরের নীচে আর পঁচাত্তর বছরের বেশি বয়সিদের যাওয়ার অনুমোদন মেলে না। ভিআইপি হলে কথা আলাদা। অমরনাথ যাত্রার জন্য লাগে সরকারি ডাক্তারের ফিট সার্টিফিকেট। যাত্রা কার্ড পেতে আবেদন করতে হয় অনলাইনে। নাহলে রাজ্যে রাজ্যে যেখানে ক্যাম্প খোলা হয় সেখানে। তবে হেলিকপ্টারে গেলে যাত্রা কার্ড না বানালেও চলে।

শোনমার্গ থেকে সামান্য দূরে নীলগড় হেলিপ্যাডে প্রচণ্ড ভিড়। উন্মুক্ত হয়ে অপেক্ষায় কখন শুরু হবে সার্ভিস। ওয়েদার খারাপ। সঙ্গে সতর্কতা। তিনদিন ধরে যাত্রীরা আটকে আছে। আবহাওয়ার কারণে হেলিকপ্টার উড়ছে না। কিন্তু তাও ঠায় আকাশপানে চেয়ে অপেক্ষায়। আর ঘন ঘন কাউন্টারে খোঁজ, এবার ছাড়বে কি?

কিন্তু তারাও হতাশ। জানিয়ে দিচ্ছে, 'অভি তো নো চান্স।' টিকিট ক্যানসেল করে টাকা ফেরত চাইলে পেয়ে যাবেন। নীলগড় থেকে পঞ্চতরণী আট মিনিটের উড়ানে ভাড়া একপিটে ১,৮০৪ টাকা। যাতায়াত ৩,৬০৮ টাকা। পহেলগাঁও থেকে পঞ্চতরণী পথে উড়ান খরচ এক পিঠে ৩,১০৪ টাকা। যাতায়াত ৬,২০৮ টাকা। আগে থেকেই বুক করতে হয়। ভাগ্য ভালো থাকলে গিয়েও মেলে।

কিন্তু টিকিট হাতে নিয়েও যাত্রীরা ঠায় বসে। অনেকেই টিকিট ক্যানসেল করে রওনা দিলো বালতাল। হেঁটেই উঠবে। কিন্তু সেখানে গিয়েও ফিরতে হচ্ছে। শুনতে হচ্ছে 'উপর সে যাত্রা অভি বন্ধ কিয়া গয়া।' মানে এগুনোও যাবে না। পিছানোও। অস্থায়ী ক্যাম্পে সেখানেই অপেক্ষা করছেন অনেকেই। তার ওপর হেলিকপ্টারে যাত্রীরা যদি নিজেদের যাত্রা কার্ড না বানিয়ে থাকেন, তাহলে আরেক বিপত্তি। হেঁটে যেতে চাইলেও অনুমতি দেবে না যাত্রাপথের নিরাপত্তায় থাকা আধা সেনা। অনুরোধ উপরোধ করলে অবশ্য অনেক সময় পার পাওয়া যায়। কিন্তু এবার কড়া সিদ্ধান্ত। ক্যাম্পেই ওয়াকিটকিতে খবর এলো, যাত্রা স্থগিত। মুহূর্তে মুখ শুকিয়ে গেলো সকলের। কেউ কেউ কেঁদেই ফেললেন। হাত জড়ো করে আকাশপানে চেয়ে প্রার্থনা শুরু করলেন, জয় বাবা অমরনাথজি। কৃপা কর। হেলিপ্যাডেই অস্থায়ী বিএসএনএলের কাউন্টার থেকে নেওয়া সিম কার্ড পুরে বাড়িতে, পরিচিতকে যাত্রীরা জানাচ্ছে সিচুয়েশন। বালতালের পর থেকে পোস্টপেইড লাইনও চলে না। নো সিগন্যাল। কিন্তু বিএসএনএল অস্থায়ী টাওয়ার বসানোয় সিমের সার্ভিস চালু। যাত্রা স্থগিত শুনে যাত্রীদের টেনশন বাড়ছে। শ্রীঅমরনাথজি শ্রাইন বোর্ডের সদস্যরাও কোনো আশা দিতে পারছেন না। আধা সেনা, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশও জানাতে পারছে না কিছু। যাত্রীদের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি। কী করা যায়। ভিআইপি কোনো ব্যবস্থার জন্য দিল্লিতে পাওয়ার করিডরে অ্যাপ্রোচ। এলাকার এমপি, বিধায়কদের দিয়ে প্রভাব খাটানোর চলছে চেষ্টা। কিন্তু কিছু কাজ দিচ্ছে না। আধা সেনা থেকে পরামর্শ আসছে 'ওয়াপস যাইয়ে।' অনিশ্চিত এক টানাপোড়েনে হাজার হাজার যাত্রী।

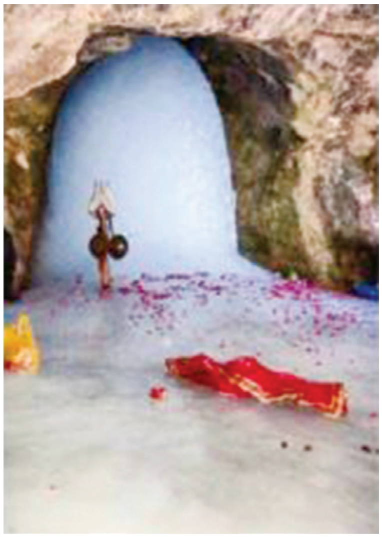

নিরাপত্তার কড়াকড়িও যেন বেড়ে গেলো। সেনা ক্যাম্পে বাড়ছে ভিড়। প্রত্যাশীদের পুছতাছ। যাত্রীদের নিজেদের মধ্যে শুরু হচ্ছে বচসা। লাইন পে আইয়ে। ঠাণ্ডাতেও ঘামছেন অনেকে– টেনশনে। কী হবে তাহলে? এত কাছে এসেও ফিরতে হবে? দেখা দেবেন না বাবা? অসমাপ্ত অমরনাথের আফশোস থেকে যাবে? ক্যাম্পেই খবর আসছে, লাস্ট ভেহিকল ক্রস কর গয়া। অমরনাথের পুণ্য পর্বে উপত্যকায় এক একটা এলাকা পেরোনোর ঘড়ির সময় নির্দিষ্ট করা আছে। জম্মু থেকে পহেলগাঁও যাওয়ার গাড়িতে দুপুর দুটোর মধ্যে জওহর টানেল পার হতে হবে। নাহলে সেদিনের জন্য আটকে গেলেন। বিকাল চারটের মধ্যে অনন্তনাগ টাউন পেরোতে হবে। একইভাবে জম্মু ফেরত আসার জন্য বালতালের রুটে অনন্তনাগে যেতে গাড়িকে দুপুর তিনটের মধ্যে পানথা চক পেরোতে হবে। সময় বেঁধে দিয়েছে সিআরপিএফ।

অনন্তনাগ থেকেই দুদিকে পথ গিয়েছে বেঁকে। একটি পহেলগাঁও, অন্যটি শ্রীনগর। ট্রেকরুটে হাঁটাপথেও কড়া নিয়ম। বেলা এগারোটার পরে চন্দনওয়াড়ি থেকে পায়ে হেঁটে শেষনাগ এগুনোর অনুমতি মিলবে না। সকাল সাতটার পর পঞ্চতরণী থেকে পায়ে হেঁটে গুহায় যাওয়ার ছাড়পত্র নেই। আবহাওয়া অনিশ্চিত। এই আকাশ কালো করে ঘন মেঘ, কিংবা ঝিরঝিরে একগুঁয়ে বৃষ্টি তো কিছুক্ষণ বাদেই স্বচ্ছ নীলাকাশ বেয়ে তীক্ষ্ণ আলো। রোদে দাঁড়ালে গা গরম হয়ে যায়। ছায়ায় কাঁপুনি লাগে।

বালতাল বেস ক্যাম্পে আচমকাই ভিড় পাতলা হতে আরম্ভ করলো। আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে। তিনদিন আটকে থাকার পর খুলছে রুট। তাই সময় নষ্ট না করে কেউ শুরু করলেন লাঠি হাতে হাঁটা। কেউ ফিরলেন নীলগড় হেলিপ্যাডে। হেলিকপ্টারের রোটর ব্লেডের প্রচণ্ড গতির প্রবল কম্পন পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে শোনা গেলো। সার্ভিস শুরু হয়েছে। তাও অপেক্ষার দীর্ঘ লাইন পেরিয়ে উড়ানের সুযোগ মিলছে যাত্রীদের। ধৈর্য পরীক্ষা চলছে। সঙ্গে আশঙ্কা।

আবার যদি আবহাওয়া খারাপ হয়। ওদিকে যাত্রা স্থগিতের অর্ডার কিছুক্ষণের জন্য তুলে নেওয়া হলেও যেকোনো মুহূর্তে যে আবার জারি হবে না, তা কেউ জানে না। সঙ্গী বন্ধু দেবাশিস বটব্যাল তাড়া লাগালো। আর দেরি নয়। হেলিকপ্টারে উঠতেই হবে। না হলে এ যাত্রায় অসমাপ্ত রয়ে যাবে অমরনাথ দর্শন। হেলিকপ্টারের কয়েক মিনিটের উড়ান শেষে পঞ্চতরণী পৌঁছে জানা গেলো গুহার উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে যাওয়ার সরকারি সময় পেরিয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। তাহলে? আধা সেনার পরামর্শ, আজ এখানেই থেকে যান তাঁবুতে। কিন্তু মন যে সায় দিচ্ছে না। ওদিকে, খচ্চরওয়ালা ভরসা দিলো, 'পৌঁছা দেঙ্গে।' কিন্তু আজই ফেরত আসতে পারবেন না।

দরকারও নেই। চলো। কাশ্মীরি মুসলমান খচ্চরওয়ালারা অভাবকে আলিঙ্গন করেও হিন্দুদের এই পবিত্র যাত্রার কাণ্ডারি হয়ে চলেছে। কিছুদূর এগুনোর পরেই আবার দেখা গেলো খারাপ হচ্ছে আবহাওয়া। তারই মধ্যে গলায় বাঁধা ঘন্টির ঠুং ঠুং শব্দের সন্তুর বাজিয়ে এগিয়ে চলেছে খচ্চরগুলো। চড়াই-উতরাই পথ। চলতে চলতে পাহাড়ের এক বাঁক নিতেই আবছা আলোয় দূরে দেখা গেলো গুহা। দেখতে কাছে হলেও দু'কিলোমিটার যেতে হবে এখনও। কিন্তু গুহার দর্শন হতেই সঙ্গী যাত্রীরা সমস্বরে দু'হাত তুলে বলে উঠলেন, জয় বাবা অমরনাথ।

কিন্তু আশঙ্কাও মিথ্যে হলো না। 'কিছু একটা ঘটতে চলেছে', অশনি সংকেত সত্যি হলো। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলোপের কথা তখনও অজানা। সংবিধান বলে পাওয়া কাশ্মীরের স্পেশাল স্ট্যাটাস শেষ হয়ে যাওয়ার কথাও ভাবেনি কেউ। কিন্তু মোদি সরকারের এই সাহসী সিদ্ধান্তে যাতে কোনোভাবে কাশ্মীরে কোনো অশান্তি না হয়, তারই জেরে উপত্যকায় নিরাপত্তা বেড়ে গেলো কয়েকগুণ। চাপা টেনশন। আগস্ট মাসের দুই তারিখের সিদ্ধান্ত হলো, বন্ধ করে দেওয়া হবে অমরনাথ যাত্রা। তারই মধ্যে সব মিলিয়ে পবিত্র গুহা দর্শন করে ফেলেছেন ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৮৮৩ জন যাত্রী।

জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপালের অফিস থেকে জারি হলো অ্যাডভাইসারি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে এলো সতর্কবার্তা। গোয়েন্দা সূত্রে গোপন খবর, অমরনাথ যাত্রাপথে আতঙ্কবাদী হামলা হতে পারে। তাই নিরাপত্তার কারণে আপাতত বন্ধ হচ্ছে অমরনাথ যাত্রা। যাত্রীরা দ্রুত ফিরে আসুন। যে যার বাড়ি ফিরে যান। কাশ্মীর উপত্যকায় এখন যাত্রীদের থাকা ঠিক নয়। কেবল অমরনাথ যাত্রীই নয়। ভূস্বর্গের অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসা সাধারণ পর্যটকদেরও বলা হলো দ্রুত কাশ্মীর উপত্যকা ছাড়তে।

আচমকাই এই খবর গুহার পাশে, নীচে থাকা সিআরপিএফ ক্যাম্পে পৌঁছাতেই কর্তব্যরত জওয়ানদের আচরণ আরও কঠিন হয়ে গেলো। মুখে হাসি ঝুলিয়ে রাখলেও চোয়াল শক্ত করে জানিয়ে দিলো– 'দর্শন করকেই নিকলিয়ে।' ঘনঘোর নিকষ কালো অন্ধকার কেটে ভোরের সামান্য আলো ফুটতেই গুহার নীচের তাঁবু থেকে বেরিয়েই চললাম দর্শনে। শ্রীঅমরনাথ শ্রাইন বোর্ড থেকে মাইকে ঘোষণা হচ্ছে, 'দর্শন করকে যাত্রীয়ো নিকল পড়ে।' মাথার ওপর আতঙ্ক। সেনাবাহিনীর সতর্কতা। মনের মধ্যে দেবতা দর্শনের আকাঙ্ক্ষা। সব মিলিয়ে গুহায় পৌঁছানোর অল্প কয়েকটা সিঁড়িপথও যেন তখন শেষ হতে চাইছে না।

গুহায় শোনা যাচ্ছে ঘণ্টাধ্বনি। শুরু হয়ে গিয়েছে সকালের মঙ্গলারতির মন্ত্রোচ্চারণ। প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গুহার গায়ে। শেষ ধাপের কয়েকটা সিঁড়ি পেরিয়ে চাতালে পৌঁছাতেই সামনে শ্বেতশুভ্র বরফের শিবলিঙ্গ। গায়ে বেলপাতা। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। অপার তৃপ্তি। মাথায় নেই আতঙ্কের কোনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনা। ঘন ঘন আওয়াজ উঠছে অমরনাথ কি জয়। জোগাচ্ছে শক্তি। গলা মিলছে আমারও। শিবায় শান্তায়ঃ...। ❑

ছবি : লেখক

[সংকলিত : সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৬ অক্টোবর ২০১৯]

ছোটদের পূজা ভাবনা

My wishes in this Durga Puja

Purbasha Debnath, Age – 8 years

Durga Puja is the major religious festival for Bengali Hindus. Whole year we wait for this Puja. This year Durga Puja will be different. This year Puja will begin 1 month after "Mahalaya". Due to COVID-19, the situation is totally different. We need to wear mask, maintain social distance. In past, during Durga Puja we spend most of the time inside temple. This year may be we can stay inside temple for a short time. We all miss cultural programs and lots of activities that we usually do during Durga Puja. So, this year I will pray to "Ma Durga" that COVID-19 will go soon from the world. So that whole world will become normal like past years.

হিমালয় তীর্থপথের পঞ্চপ্রয়াগ

রামপ্রসাদ সরকার

অজানা, অচেনা, বিপুলা এই পৃথিবীকে জানবার জন্যে আমাদের অসীম আগ্রহ, অনন্ত উৎকণ্ঠা। তাই দুর্নিবার আকর্ষণে আমরা বের হয়ে পড়ি অজানার সন্ধানে। জন্মাবধি আমাদের ধমনীতে বয়ে চলেছে ভ্রমণের নেশা—গতির নেশা। এই গতির নেশার মধ্যে বিচিত্র ধরনের নেশা হলো হিমালয়ের নেশা। যিনি একবার হিমালয়ের ডাক শুনতে পেয়েছেন, তিনি আর ঘরে থাকতে পারেননি। সব বিপদ-বাধা তুচ্ছ করে পথে পা বাড়িয়েছেন। আমিও তেমনি একদিন বেরিয়ে পড়েছিলাম হিমালয় তীর্থপথে। উপাসনা এক্সপ্রেসে হরিদ্বার। সেখান থেকে হৃষীকেশ হয়ে পঞ্চপ্রয়াগ ছুঁয়ে বিষ্ণুতীর্থ বদ্রীনাথ ও শৈবতীর্থ কেদারনাথের উদ্দেশ্যে। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। এখানে শুধু হিমালয় তীর্থপথের পঞ্চপ্রয়াগের কথাই বলবো, যে প্রয়াগের সঙ্গমের পুণ্য সলিলে অবগাহন করে পুণ্যার্জনের আশায় আজও শতসহস্র মানুষ ছুটে চলেছেন।

উত্তরাঞ্চল তথা গাড়োয়াল হিমালয়ের প্রবেশদ্বার হরিদ্বার। প্রাচীনকালের কপিলাশ্রম এই হরিদ্বার। কপিল মুনি এখানে গঙ্গার তীরে বসে তপস্যা করেছিলেন। সপ্তপুরীর অন্যতম এই হরিদ্বার। হরিদ্বারে গঙ্গার প্রথমে সমতলে আগমন—গঙ্গাবতরণ। হিমালয়ের পরম পবিত্র নদী গঙ্গা। হরিদ্বারকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলি হৃষীকেশের পথে—চব্বিশ কিমি দূরত্বে। হৃষীকেশে তেত্রিশ কোটি দেবতার বাস বলে কথিত আছে। তাই মন্দির ও আশ্রমের সংখ্যা অগণন। ভগবতী গঙ্গা এখানে চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এখানের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সবই হরিদ্বারের মতো গঙ্গাকেন্দ্রিক।

দুই

হরিদ্বার থেকে আমরা যাত্রা শুরু করি ভাড়া গাড়িতে। হিমালয় তীর্থপথের সবটাই ভাড়া গাড়িতে ঘুরি। এতে সুবিধে অনেক। যেখানে যানপথ নেই, সেখানেই শুধু হাঁটা।

প্রথমেই আসি পঞ্চপ্রয়াগের অন্যতম দেবপ্রয়াগের কথা। হৃষীকেশ থেকে একাত্তর কিমি দূরত্বে। ভগবতী গঙ্গার জন্মভূমি দেবভূমি দেবপ্রয়াগ—অলকানন্দা ও ভাগীরথী গঙ্গার মিলনস্থল। ব্রহ্মার তপস্যাক্ষেত্র এই দেবভূমি। সাধক দেবশর্মার নাম থেকে দেবপ্রয়াগ নামকরণ। প্রয়াগ মাহাত্ম্যে এলাহাবাদের পরেই দেবপ্রয়াগের স্থান। প্রয়াগের জল পুণ্যতোয়া—স্নান করলে পুণ্যলাভ করা যায়। সর্ব সাপ ক্ষয় হয়। রঘুনাথজি ও ক্ষেত্রপালের মন্দির আছে।

দেবপ্রয়াগে গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের (G.M.V.N) পর্যটন বাংলো আগে থেকে বুক করা ছিলো। সেখানে একটা রাত কাটিয়ে পরের দিন যাত্রা করি রুদ্রপ্রয়াগের পথে তিরাশি কিমি দূরত্বে। সময় প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা লেগে যায়। এখানেও জি. এম. ভি. এন-এর পর্যটন বাংলোয় উঠি। এখানে বাবা কালী কমলী ধর্মশালা রয়েছে।

পঞ্চপ্রয়াগের অন্যতম এই রুদ্রপ্রয়াগ। এখানে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর মিলন ঘটেছে। কেদারনাথের মন্দাকিনী এখানে এসে মিশেছে বদ্রীনাথ থেকে আসা অলকানন্দায়। বিখ্যাত শিকারি ও ভারতপ্রেমিক জিম করবেট তাঁর মনোজ্ঞ শিকার কাহিনী 'ম্যান ইটিং লেপার্ড অফ রুদ্রপ্রয়াগ' গ্রন্থে রুদ্রপ্রয়াগের নাম অমর করে রেখেছেন। সঙ্গমের পুণ্য সলিলে স্নান করলে সর্ব পাপ মুক্ত হয়। রুদ্রনাথের মন্দির ও অন্নপূর্ণার মন্দির ভক্তদের আকর্ষণ করে।

ভগবতী গঙ্গার জন্মভূমি দেবভূমি দেবপ্রয়াগ—অলকানন্দা ও ভাগীরথী গঙ্গার মিলনস্থল। ব্রহ্মার তপস্যাক্ষেত্র এই দেবভূমি। সাধক দেবশর্মার নাম থেকে দেবপ্রয়াগ নামকরণ। প্রয়াগ মাহাত্ম্যে এলাহাবাদের পরেই দেবপ্রয়াগের স্থান। প্রয়াগের জল পুণ্যতোয়া—স্নান করলে পুণ্যলাভ করা যায়। সর্ব সাপ ক্ষয় হয়।

রুদ্রপ্রয়াগকে ঘিরে পৌরাণিক কাহিনীর অন্ত নেই। দেবর্ষি নারদের তপস্যাস্থল এই রুদ্রপ্রয়াগ। দেবর্ষি নারদ বীণা সহযোগে এখানে সঙ্গীত সাধনা করতেন। সঙ্গীতে পারদর্শিতার জন্য দেবর্ষি নারদ গর্ব অনুভব করতেন। তাঁর সে গর্ব চূর্ণ করতে রুদ্ররূপী শিবের আবির্ভাব ঘটে। রুদ্রনাথ এখানে শান্ত অপরূপ পরিবেশে একাধিক রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করেন। রুদ্রনাথের নাম থেকেই জায়গাটির নাম রুদ্রপ্রয়াগ হয়।

রুদ্রপ্রয়াগ আজ এক বর্ধিষ্ণু পাহাড়ি জনপদ। এখানে রাত্রিবাসের জায়গার কোনো অভাব নেই। জি. এম. ভি. এন-এর পর্যটন

বাংলো আছে, পকেটের রেস্ত অনুযায়ী অসংখ্য হোটেল রয়েছে। আর আছে বাবা কালী কমলী ধর্মশালা যার দ্বার তীর্থযাত্রীদের জন্য সর্বদা খোলা থাকে।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে দুটি পথ দু'দিকে গেছে। মন্দাকিনীকে সঙ্গী করে একটি গুপ্তকাশী, ত্রিযুগী নারায়ণ, গৌরীকুণ্ড হয়ে শৈবতীর্থ কেদারনাথ, অপরটি অলকানন্দার পথ ধরে যোশীমঠ হয়ে বিষ্ণুতীর্থ বদ্রীনাথের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে।

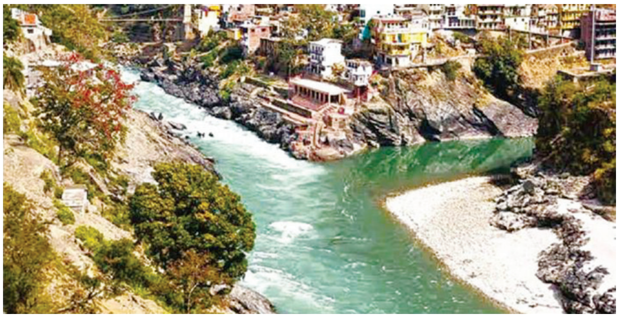

রুদ্রপ্রয়াগকে প্রণাম জানিয়ে সকাল সকাল যাত্রা করি কুড়ি কিমি দূরবর্তী কর্ণপ্রয়াগের উদ্দেশ্যে। অলকানন্দা ও কর্ণগঙ্গার সঙ্গম হয়েছে কর্ণপ্রয়াগে। পিণ্ডারী হিমবাহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে কর্ণগঙ্গার। কর্ণপ্রয়াগ নামকরণের প্রচলিত মতবাদ হলো–পিতা সূর্যের কাছে থেকে অক্ষয় তৃণ ও অজেয় ধনুলাভের পর কর্ণ অলকানন্দার তীরে তপস্যায় বসতে চাইলেন। তাঁর প্রয়াগে অবগাহনের ইচ্ছে প্রকট হলো। কিন্তু প্রয়াগ সে তো অনেক দূর। স্বর্গ থেকে দেবতারা তাঁর অভিলাষের কথা জানতে পারলেন। দেবতার বরে পতিতপাবনী গঙ্গা স্বয়ং আবির্ভূত হলেন কর্ণের কুটির প্রাঙ্গণে–মিলিত হলেন অলকানন্দার সঙ্গে। সঙ্গমে স্নান করে কর্ণ তৃপ্ত হলেন। তাঁর দেহমন পবিত্র হলো। তপস্যায় বসলেন তিনি। তপস্যায় তুষ্ট শিব দেখা দিলেন কর্ণকে। কর্ণের ধ্যানে ধন্য হলো এই ভূমি, পবিত্র হলো প্রয়াগ–কর্ণপ্রয়াগ।

সঙ্গমের ঠিক উপরেই কর্ণগঙ্গার তীরে কর্ণ মন্দির। কর্ণ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি কালের অমোঘ নিয়মে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায়। নবম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য মূল মন্দিরের বেদিতে নতুন মন্দির নির্মাণ করেন। সেই মন্দির সংস্কার সাধন হতে হতে বর্তমানের রূপ ধারণ করেছে। মন্দিরের ভেতরে মহাবীর কর্ণের প্রস্তরমূর্তি ছাড়া রাজমহিষী পদ্মাবতীর প্রস্তরমূর্তিও রয়েছে। মন্দিরের কাছে সূর্যকুণ্ড ও কর্ণকুণ্ড। আর রয়েছে রক্তবর্ণ বিনায়ক শিলা। এই শিলা দর্শন ও স্পর্শ করলে সর্বপাপ ক্ষয় হয়। প্রচলিত প্রবাদ এখানে দেহরক্ষা করলে এক কল্পকাল শিবলোকবাসী হওয়া যায়।

এখানে যাত্রীর ভিড় থাকে না বললেই চলে। যদিও বদরী পথের সব বাসই কর্ণপ্রয়াগ ছুঁয়ে যায়। খুব কম তীর্থযাত্রী এখানে নামেন সঙ্গম দর্শনের জন্য। তবু যাঁরা আসেন মনের তাগিদে অথবা ধর্মীয় ভাবাবেগ সঙ্গে নিয়ে, কর্ণপ্রয়াগ তাঁদের নিরাশ করে না।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থল নন্দপ্রয়াগ। গাড়ি এগিয়ে চলে। বেলা বাড়ে। শীতের প্রকোপ বেশ ভালোই আছে। রোদও উঠেছে। তাই শীতের আমেজটা উপভোগ করা যাচ্ছে। নয়নাভিরাম দৃশ্য। দেখতে দেখতে একুশ কিমি পথ অতিক্রম করে আমরা পৌঁছে যাই নন্দপ্রয়াগে।

নন্দভূমি নন্দপ্রয়াগ। অলকানন্দা ও নন্দা দুই স্বর্গকন্যা। এখানে নন্দার সঙ্গে অলকানন্দার সঙ্গম হয়েছে। শহরে ঢোকার মুখে মন্দাকিনী নদীর উপর সেতু। এখান থেকে দুই নদীর সঙ্গমদৃশ্য খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। নন্দা যেন নৃত্যপটিয়সী এক নারী। নৃত্যের তালে ও ছন্দে সে পাথুরে জমির উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে নেমে এসেছে অলকানন্দার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। মন্দাকিনীর উৎস সম্বন্ধে প্রচলিত পৌরাণিক আখ্যান আমরা জেনে নিই।

দক্ষকন্যা সতী। তাঁকে বিবাহ করে শিব চলেছেন কৈলাসে। সঙ্গে নন্দীভৃঙ্গী সবাই আছেন। সতী রাজনন্দিনী। তিনি কি এই বন্ধুর পথ চলতে পারেন? পথশ্রমে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়লেন। শিব তাঁকে কাঁধে তুলে নিলেন। পথ ক্লান্তিতে সতীর দু'চোখের পাতায় ঘুম নেমে এলো। অলকানন্দার তীরে এসে নদীর গর্জনে সতীর ঘুম ভাঙে। সামনে প্রবাহমান জলধারা দেখে সতী পিপাসায় কাতর হলেন। শিবের কাছে জল প্রার্থনা করলেন। অলকানন্দা তো বদ্রীনাথের চরণ ছুঁয়ে বয়ে চলেছে। এ জল তো সতী পান করতে পারেন না। শিব নন্দীভৃঙ্গীর সঙ্গে আলোচনা করলেন। সতীর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য অন্য কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে শিব তাঁর ত্রিশূল ছুঁড়ে মারলেন অদূর ভূমিতে। বজ্রগর্জনে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল কেঁপে উঠলো। সৃষ্টি হলো এক পর্বতের। সেই পর্বতের গা বেয়ে এক সুমিষ্ট জলধারা নেমে এলো। সতী সে জল আকণ্ঠ পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। ত্রিশূলের আঘাতে সৃষ্ট ত্রিশূল পর্বতই মন্দাকিনীর উৎসস্থল। অমৃতময় মন্দাকিনী প্রবল উচ্ছ্বাসে অলকানন্দার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মনিবেদন করলো।

নন্দপ্রয়াগ নামকরণের পৌরাণিক ব্যাখ্যার সন্ধানও আমরা পাই। ধার্মিক রাজা নন্দের পদধূলিতে এই প্রয়াগ একদিন ধন্য হয়েছিলো। রাজা নন্দ মহাযজ্ঞ করেছিলেন এই প্রয়াগের তীরে। সেই যজ্ঞে দেবতারাও অংশগ্রহণ করেন। রাজা নন্দ যজ্ঞ শেষে এইসব দরিদ্রনারায়ণকে দান ও দক্ষিণা দিয়ে সন্তুষ্ট করেছিলেন। সেই সঙ্গে নিজেও ধন্য হয়েছিলেন। তাঁর জয়জয়কারে সেদিনের প্রয়াগ মুখরিত হয়েছিলো আর ধন্য হয়েছিলো এই প্রয়াগ–নন্দরাজার নন্দপ্রয়াগ।

তিন

গাড়োয়াল হিমালয়ের পথে পথে সৌন্দর্যের ছড়াছড়ি। সেই যে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাকে সঙ্গী করে হৃষীকেশ। সেখান থেকে দেবপ্রয়াগ, তারপর অলকানন্দাকে সঙ্গী করে রুদ্রপ্রয়াগ। কর্ণপ্রয়াগ ও নন্দপ্রয়াগ ছুঁয়ে যোশীমঠ পেরিয়ে চলেছি পঞ্চপ্রয়াগের শেষতম প্রয়াগ বিষ্ণুপ্রয়াগের পথে। আমাদের যাত্রাপথে নদী আর পাহাড়ি ঝর্ণা শুনিয়েছে তাদের মিষ্টি কলতান। মেঘে ঢাকা পাহাড় কখনও আমাদের পথ অবরুদ্ধ করেছে, পরক্ষণেই আবার রৌদ্রকিরণে সে পথ ঝলমলিয়ে উঠেছে। আবার কখনও বা বৃষ্টি নেমেছে, পাহাড়ি বৃষ্টি। বৃষ্টিস্নাত গাছপালারা আমাদের অভিনন্দন জানিয়েছে। কাছের পাহাড় দূরে সরে গিয়েছে, দূরের পাহাড় আবার কাছে এসেছে। পাহাড়ের কোলে সবুজ সরস ছোট ছোট জুমচাষ চোখের সামনে হঠাৎ ভেসে উঠেছে। পাহাড়ের গায়ে খাঁজ কেটে জুম পদ্ধতিতে চাষ হচ্ছে। পাহাড়ের সবুজতাকে আরও নিবিড় করে তুলেছে। একপাশে সুউচ্চ পাহাড়, অপরপাশে গভীর খাদ। এসব দেখতে দেখতে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া যায়–পথে সৌন্দর্য ক্লান্তিহারা, সুধাভরা হয়ে মনের গভীরে রয়ে যায়।

পঞ্চপ্রয়াগের চারটি প্রয়াগ দর্শন হলো। বাকি রইলো বিষ্ণুপ্রয়াগ। যোশীমঠ হয়ে বিষ্ণুতীর্থ বদ্রীনাথ যাবার আগে বিষ্ণুপ্রয়াগ দর্শন করে গেলাম।

নন্দপ্রয়াগ থেকে চামেলি ও পিপলকোঠি হয়ে যোশীমঠ–দূরত্ব একান্ন কিমি, গাড়িতে সময় লাগলো ঘণ্টা পাঁচেক। যোশীমঠ থেকে বারো কিমি দূর বিষ্ণুপ্রয়াগ–বিষ্ণুতীর্থ বদ্রীনাথের প্রবেশ দ্বার। এর উচ্চতা ১৩৭২ মিটার।

গাড়ি এসে থামে বিষ্ণুপ্রয়াগে। পঞ্চপ্রয়াগের শেষতম প্রয়াগ। এখানে বদ্রীনাথ থেকে আসা অলকানন্দার সঙ্গে নিতিদ্বারের পথ ধরে আসা ধৌলিগঙ্গার মিলন ঘটেছে। ধৌলিগঙ্গার অপর নাম বিষ্ণুগঙ্গা। অলকানন্দার দুই তীরে দুই পর্বত–নর ও নারায়ণ। প্রাচীন নাম জয় ও বিজয়। কথিত আছে, পূর্বজন্মে কৃষ্ণ ও অর্জুন নারায়ণ ও নরেশ রূপ ধারণ করে ঋষির বেশে তপস্যা করেন। সেই থেকে পর্বত দুটির নাম নর ও নারায়ণ। স্থানীয় জনশ্রুতি, কলিযুগের শেষে নর ও নারায়ণ একসঙ্গে মিলিত হবে। অলকানন্দা তার অস্তিত্ব হারাবে। বদ্রীনাথের পথ হবে অবরুদ্ধ। তখন ভবিষ্য বদ্রীতে পূজিত হবে। তপোবনের কাছে দুর্গম দুরূহ পথে ভবিষ্য বদ্রী অবস্থিত।

পুরাণকালে বিষ্ণুপ্রয়াগ ছিলো দেবর্ষি নারদের তপস্যাভূমি। এখানে হোলকার মহারানির তৈরি মন্দির ও ন'টি কুণ্ড আছে। এই মন্দির দর্শনে ও কুণ্ডের জলে অবগাহন করে পঞ্চপ্রয়াগ স্পর্শ সমাপ্ত হলো। যে মনোবাসনা নিয়ে হিমালয় তীর্থপথে পাড়ি দিয়েছিলাম, আজ তার সফলতার দোরগোড়ায় এসে স্বভাবতই আমাদের মন আনন্দে আপ্লুত। আর মাত্র ত্রিশ কিমি পথ পাড়ি দিলে আমরা পৌঁছে যাবো। বিষ্ণুতীর্থ বদ্রীনাথে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী সৃষ্টির পালনকর্তা দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণের চরণপ্রান্তে। গাড়ি এগিয়ে চলে। মনের মাঝে গুঞ্জরিত হতে থাকে–'জয় বদ্রী বিশালজি কি জয়।'

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে দুন অথবা উপাসনা এক্সপ্রেসে সরাসরি হরিদ্বার। বাস পাবেন–পঞ্চপ্রয়াগ ছুঁয়ে বদ্রীনাথ যাবেন। প্রয়াগে নামার অবকাশ নেই বললেই চলে। ভাড়া গাড়ি করে নিন। পঞ্চপ্রয়াগ ছুঁয়ে যেতে পারবেন।

কোথায় থাকবেন

হরিদ্বারে অগণন হোটেল, ধর্মশালা ও আশ্রম রয়েছে। আপনার পকেটের রেস্ত অনুযায়ী রাত্রিবাসের জায়গা পেতে অসুবিধে হবে না।

পঞ্চপ্রয়াগ পরিভ্রমণকালে পথে দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ ও যোশীমঠে বিশ্রাম/রাত্রিবাসের প্রয়োজন হবে। এই তিন জায়গায় থাকবার সুলুক সন্ধান দেওয়া হলো।

দেবপ্রয়াগ (এস.টি.ডি. কোড-০১৩৭৮), **মোটেল দেব–** ফোন : ২২১২৪০৯০, **রামকুণ্ড রিসর্ট–** মো : ৯৮৩০১৫২১৬৯, **গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের পর্যটক আবাস–** ফোন: ২৬৬০১৩, **রুদ্রপ্রয়াগ** (এস.টি.ডি. কোড-০১৩৬৪, **হোটেল তুলসি–** মো : ৯৮৩১১২৫৪৪৬, **করবেট রিসর্ট–** ফোন : (০৩৩) ২২১২২৭১৫/ ৯৭৮৮, মো : ৯৮৩০৩০৮৭০৫/ ৯৮৩১৪২৫৪৪৬, **হোটেল সুরি–** মো : ৯৮৩০১৫২১৬৯, **হোটেল পিনাকী–** ফোন : ২২৩১-৮০১৯, **গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের পর্যটক আবাস–** ফোন : ২৩৩৩৪৭, **বাবা কালী কমলী ধর্মশালা–** ফোন : (০৩৩) ৩২০০৬৭০১, **যোশীমঠ** (এস.টি.ডি. কোড-০১৩৮৯), **হোটেল নন্দাদেবী–** ফোন : ২২১২৯৭৮৮, **হোটেল স্নোক্রেস্ট–** ফোন : ২২২৭-৬৬৮৫, **গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের পর্যটক আবাস–** ফোন : ২২২২২৬/২২২১১৮, **বাবা কালী কমলী ধর্মশালা–** ফোন : (০৩৩) ৩২০০৬৭০১, **ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ–** ফোন : ২২২৩৪৫। ❑

ছবি : সংশ্লিষ্ট সংস্থার সৌজন্যে

[সংকলিত : সাপ্তাহিক বর্তমান, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯]

বিবেক ও ধর্ম

জয়দেব রায় চৌধুরী*

জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক এই শব্দগুলোর সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। কোনো কিছু শিখলে বা জানলে জ্ঞান বাড়ে। আর এই জ্ঞানকে কাজে লাগানোর কৌশলই হচ্ছে বুদ্ধি। আবার এই বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে হলে বিবেকের প্রয়োজন। একজন বুদ্ধিমান লোক যখন তার জ্ঞানকে খারাপ কাজে ব্যবহার করেন, তখন তাঁকে বলা হয় বিবেকহীন লোক; আবার শুভ কাজে ব্যবহার করলে হয়ে যান বিবেকবান ব্যক্তি।

বিবেকের প্রধান শত্রু ধর্মান্ধতা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "হিন্দু রমণীগণের পতিভক্তি এতই প্রবল যে, তারা মৃত স্বামীর সাথে সহমরণে অংশ নিতে দ্বিধা বোধ করতেন না।" ফলস্বরূপ, তৎকালীন সনাতন ধর্মীয় সমাজে সতীদাহ প্রার প্রচলন শুরু হয়েছিলো। কোনো পরিবারের সন্তান উচ্চশিক্ষিত হলে, সেই পরিবারের মর্যাদা যেমন বেড়ে যায়; ঠিক তেমনই কোনো বিধবা সহমরণে অংশ নিলে সমাজে তার পরিবারের সম্মান বেড়ে যেত। তবে সব বিধবাই যে স্বেচ্ছায় সহমরণে অংশ নিতেন, সেটা ঠিক না। অনেক সময় অনিচ্ছুক বিধবাদের উপর বল প্রয়োগ করে চিতায় পোড়ানো হতো। একই সাথে বাবা ও মাকে হারানোর ফলে এতিম সন্তানদের যে মর্মবেদনা, তা বিবেকহীন কুসংস্কারাচ্ছনড়ব ধর্মান্ধ ব্যক্তিদের হৃদয় স্পর্শ করতো না। ছোট ছোট সন্তানদের কে লালন-পালন করবে? সেড়বহ-ভালোবাসা, আদর-চুম্বন দিয়ে কে তাদেরকে মানুষ করবে? এ চেতনাবোধ পাষণ্ড ধর্মান্ধদের ছিলো না। সনাতন ধর্মীয় সমাজে পূর্বে কখনও এই সতীদাহ প্রা ছিলো না। রাজা দশরথের মৃত্যুবরণে তাঁর তিন স্ত্রীর কেহই সহমরণে মৃত্যুবরণ করেন নি। বিভিনড়ব যুদ্ধে স্বামীর মৃত্যু হলে হিন্দু রমণীগণ চিতায় দগ্ধ হতেন -এরকম দৃষ্টান্ত নেই। যা হোক, বিবেকের তাড়নায় তাড়িত হয়ে রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রা উচ্ছেদে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন, নির্ভয়ে তৎকালীন গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং এই সমাজের ক্ষতিকারক প্রা বাতিল করেন। বিখ্যাত সমাজসেবী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাদের দুরাবস্থা দেখে তাদের বিবাহের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁকে প্রবল বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। পরিশেষে, তাঁর এই চেষ্টা সফল হয় এবং বিধবা বিবাহের প্রচলন শুরু হয়।

কোনো পরিবারের সন্তান উচ্চশিক্ষিত হলে, সেই পরিবারের মর্যাদা যেমন বেড়ে যায়; ঠিক তেমনই কোনো বিধবা সহমরণে অংশ নিলে সমাজে তার পরিবারের সম্মান বেড়ে যেত। তবে সব বিধবাই যে স্বেচ্ছায় সহমরণে অংশ নিতেন, সেটা ঠিক না। অনেক সময় অনিচ্ছুক বিধবাদের উপর বল প্রয়োগ করে চিতায় পোড়ানো হতো।

পরিমল দেবনাথ বাংলাদেশের এক সার কারখানার পাওয়ার প্ল্যান্ট বিভাগের একজন সুদক্ষ টেকনিশিয়ান। উক্ত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হলেন ইঞ্জিনিয়ার গোলাম কামরুল হাসান। তিনি একজন পরোপকারী, সৎ ও ধার্মিক ব্যক্তি। তিনি প্রতিদিন নিয়মিত নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, গরীব-দুঃখীকে জিনিসপত্র দান করেন। ঈদের সময় তাঁর গ্রামের গরীব আত্মীয়-স্বজনকে বাড়িতে ডেকে আনেন, খাবারের ব্যবস্থা করেন, সঠিকভাবে হিসাব করে যাকাতের টাকা তাদেরকে দেন এবং ট্রেন বা বাসের আসা যাওয়ার ভাড়াও দেন।

১৯৭৪ সালের ঘটনা- কারখানার দক্ষ শ্রমিকদের পুরস্কার দেওয়া হবে। প্রতিটি বিভাগ থেকে একজন শ্রমিককে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। এ্যামোনিয়া প্ল্যান্ট, ইউরিয়া প্ল্যান্ট, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট প্রভৃতি বিভাগ থেকে বিভাগীয় প্রধানরা একজন করে যোগ্য শ্রমিকদের নাম সুপারিশ করে প্রশাসন বিভাগে পাঠালেন। কিন্তু পাওয়ার প্ল্যান্ট বিভাগ থেকে কারো নাম পাঠানো হলো না। কামরুল হাসান সাহেব মহাচিন্তায় রয়েছেন- প্রশাসন বিভাগ থেকে বার বার তাগাদা আসছে। তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। বিভাগের সবাই জানে যে, পরিমল দেবনাথই হচ্ছেন সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু ধর্মীয়ভাবে তিনি জেনেছেন যে, স্বধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীদেরকে সাহায্য করা নিষিদ্ধ এবং মহাপাপ। আবার দেবনাথকে বাদ দিয়ে অন্য কারো নামে সুপারিশ -এটাও তাঁর বিবেকের কাছে মহা অন্যায় বলে বিবেচিত হচ্ছে। ধর্ম ও বিবেক এই দুটি তাঁকে বড় দ্বিধায় ফেলেছে, কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। অবশেষে, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং মাস খানেকের ছুটি নিয়ে হাসপাতালে রইলেন।

কামরুল হাসান সাহেবের অনুপস্থিতিতে জনাব আব্দুর রহমান বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করলেন। তিনিও একজন ধার্মিক ব্যক্তি। তবে তাঁর মতে যোগ্যতম ব্যক্তিরই পুরস্কার পাওয়া উচিৎ। তাই তিনি কোনোরূপ দ্বিধা না করে পরিমল দেবনাথের নাম সুপারিশ করলেন। কয়েকমাস পরে দেবনাথের পুরস্কার নিয়ে বিভাগের সবাই যখন আনন্দিত, কামরুল হাসান সাহেবের মুখেও দেখা গেলো স্মিত হাসি। সকল জীবেরই আত্মা, মন, অনুভূতি, জ্ঞান, বুদ্ধি ইত্যাদি আছে কিন্তু বিবেক নেই, যা আছে একমাত্র মানুষেরই। আর হয়তো সেজন্যই মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। ❑

[* প্রকৌশলী ও লেখক]

কবিতাঙ্গন

জগৎ জননী মা আমার

পিংকি চৌধুরী

জন্মদাত্রী মা আমার, শৈশব থেকেই দশভূজা,
দুই হাতেই সাজিয়েছে সংসার, ঢেলে সব সুধা ॥
গর্ভধারিণী মা আমার, প্রতিষ্ঠা করেন নতুন প্রাণ,
সেই প্রাণটিকে, মানুষ রূপে করেন প্রতীয়মান ॥
শত কষ্ট সহ্য করে মা, লালন পালন করেন বক্ষে,
হাজার অসুরের চোখ ফাঁকি দিয়ে, করেন আমায় রক্ষে ॥
শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী-দেবর আর ছেলেমেয়ের সংসারে,
দুর্গা রূপে সবার মনোবাসনা পূরণ করেন তিনি, নিজের সাধ ছেড়ে ॥
ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে, সেবা চলে রাত দিনে,
নিজের সর্ব সুখ বিসর্জন দিয়ে, ভালোবাসে প্রাণপণে ॥
সবার পছন্দের খাবার মুখে তুলে দিতে গিয়ে, ভুলে যায় নিজের আহার,
তৃপ্তির ছোঁয়ার কোমল স্পর্শে, ছড়িয়ে দেয় বসন্তের বাহার ॥
বিরতিহীন শত কাজ নিয়ে, রাত কেটে হয় ভোর,
নিদ্রাহীন চোখে চিন্তায় থাকে, হাসি ফোঁটাতে মোর ॥
তবুও বুঝি জননী আমার, মন রাখতে পারে না কারো,
ষোল আনা শখ মিটাতে, চেষ্টা চলে মাস বারো ॥
জীবন যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চের খেলায়, ছেড়ে সব বিষণ্ণ,
মধুমাখা অন্ন মুখে তুলে দিতে, করেনি কভু কার্পণ্য ॥
স্নেহময়ী, দয়াময়ী মা আমার, আমাদের রক্ষাকর্ত্রী,
শক্তিরূপে অশুভ বিনাশ করে তিনি, মুক্ত করেছেন ধরিত্রী ॥

ধনীগরিবের পুজো

রঙ্গলাল দেব চৌধুরী

পুজো আসছে পুজো আসছে বলে
চারিদিকে চলছে হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড
আনন্দ আর ধরে না।
এর মাঝে খবর শোনে কেউ কেউ
পুড়াচ্ছে আতশবাজি, কেউ ফাটাচ্ছে বোম
মারছে ধমাধম ॥
চলছে হট্টগোল
এখন থেকেই বাজছেরে ভাই
ঢাক শানাই আর ঢোল।
পুজোবাড়িতে মাকে বরণ করে নিতে
চলছে নানান আয়োজন।
এখন থেকেই পুজোবাড়িতে
ভিড় করছে জনগণ ॥
চারিদিকে চলছে মায়ের আগমনী গান
মাকে বরণ করে নিতে গাইছে সবাই
এসো দুর্গতিনাশিনী মাগো
নমো নারায়ণী জাগো
এসো মাগো এসো মাগো ॥
পুজোর নতুন কাপড় নতুন জামা
ধনী গরিব কিনছে সবাই
বড়লোকের ছেলেমেয়েরা
হাজার টাকার কিনছে জামা
তাদের আছে অনেক টাকা
আছে অনেক ধন তাই।
মধ্যবিত্তের মেয়ে সীমা
পছন্দ করলো একটি জামা
বলে ঐ জামাটা কিনে দাওনা বাবা
না দিলে সে ভাত খাবেনা বলে করে পণ।
দোকানী জামার দাম চায় অনেক
তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে
সীমার বাবা বলে তখন
কোথায় পাবো এতো টাকা
গরিব মানুষ আমরা যে মা
নেই আমাদের এতো ধন
মারে খারাপ করিস না তোর মন ॥
সীমা তখন বলে বাবা আমায় তুমি বলো
পুজো কি শুধুই ধনীর জন্যে
আমরা কিছুই না?

কোমা মানে কি দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে আশপাশে ঘুরে বেড়ায়?

সুপ্রিয় নায়েক

মৃত্যু আসলে কী? জীবনের শেষ? নাকি নতুন জীবনের সূচনা? আমাদের এই আসা-যাওয়া নিয়ে তর্ক তো চলতেই থাকবে। কিন্তু কেউ যদি জীবন আর মরনের সন্ধিক্ষণে আটকে পড়েন? তখন! কেমন সে অভিজ্ঞতা? শোনা যায় বহু যোগী পুরুষ নাকি রক্তমাংসের দেহ ছেড়ে সূক্ষ্মশরীর ধারণ করার ক্ষমতা রাখতেন। সেই সূক্ষ্মশরীরে পৃথিবী ঘুরে বেড়াতেন। তারপর ফিরে আসতেন নিজের শরীরে।

মেনে নেওয়া গেলো যে, সাধকরা না হয় যোগবলে যখন তখন এমন কাজ করার শক্তি পেতেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের তো এমন ক্ষমতা নেই। তবু শোনা যায়, প্রকৃতির খেয়ালে নাকি এমন কিছু ঘটনা ঘটেই যায় সাধারণ মানুষের সঙ্গেও। আপাতদৃষ্টিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। উদাহরণ হিসেবে কোমায় চলে যাওয়া কতকগুলি মানুষের অলৌকিক ঘটনার কথা বলা যায়।

কোমায় রোগীর না থাকে জাগরণ অবস্থা, না থাকেন তিনি সজাগ। অর্থাৎ কোমা মানে দীর্ঘ সময় ধরে অচেতন অবস্থায় বিরাজ করা। কোমায় আচ্ছন্ন মানুষটিকে সচেতন করার জন্য বাইরে থেকে শব্দ, স্পর্শ, ব্যথা অনুভূতি প্রয়োগ করলেও রোগী সচেতন অবস্থায় ফেরেন না।

ডাক্তার ইবেন আলেকজান্ডার। ভদ্রলোক পেশায় নিউরোসার্জন। এই চিকিৎসক সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন। বইটির নাম– 'প্রুফ অফ হেভেন : অ্যা নিউরোসার্জেন'স জার্নি ইনটু দ্য আফটার লাইফ'। বলাই বাহুল্য, সড়বায়ুশল্য চিকিৎসকের মূল দাবি ছিলো স্বর্গ আছে এবং তা দেখার সৌভাগ্য তাঁর নিজেরই হয়েছে। কীভাবে স্বর্গদর্শন হলো তাঁর?

২০০৮ সালের শীতকাল। আমেরিকা নিবাসী ডা. আলেকজান্ডার আক্রান্ত হলেন মেনিনজাইটিসে। ধীরে ধীরে এই রোগের প্রকোপে কোমাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। প্রায় সাতদিন ধরে তিনি কোমায় ছিলেন। আর সেই সময়েই স্বর্গে ভ্রমণ করার অভিজ্ঞতা হয় তাঁর। ইবেনের কথা মতো– অসংখ্য সুন্দর প্রজাপতিরা উড়ছিলো সেখানে। অপার শান্তিময়তা বিরাজ করছিলো চারপাশে। গ্রাম্য মেয়ের পোশাক পরে দাঁড়িয়েছিলো ইবেনের মৃতা বোন। তার সঙ্গে কথাও হয় ইবেনের। তবে স্বর্গ এমন একটা জায়গা যেখানে মুখ ফুটে কোনো কথা বলতে হয় না। মনে মনে প্রশ্ন করলেই চলে। সব প্রশ্নের উত্তর আপনা আপনিই মিলে যায়! মনে হয় চারিদিকে ভেসে আছে শুধু ভালোবাসা। সাতদিন একটানা কোমায় থাকার পর ডা. আলেকজান্ডার জ্ঞান ফিরে পান। তারপর দীর্ঘসময় লাগে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠতে। এদিকে কোমায় থাকাকালীন ঘটা সব ঘটনা তাঁর প্রতিদিন মনে পড়তো। সেগুলি লিখে বই আকারে প্রকাশ করেন তিনি। তবে আত্মজীবনী প্রকাশ হওয়ার পর বৈজ্ঞানিকমহলে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। একটি ম্যাগাজিনে আলেকজান্ডারের কেরিয়ার ও তাঁর অসুখ সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট বের হয়। সেখানে দাবি করা হয় আলেকজান্ডারের ব্রেন সম্পূর্ণ সজাগ ছিলো। যদিও ডা. আলেকজান্ডার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন।

আলেকজান্ডারের কাহিনী না হয় মিথ্যা বা মনগড়া। কিন্তু আরও এমন কিছু ঘটনার উদাহরণ রয়েছে যেমন অনিতা মুরজানির অভিজ্ঞতা।

২০০২ সালে হংকং শহরে কর্মরত থাকাকালীন লিম্ফোমা ক্যান্সারে আক্রান্ত হন অনিতা। ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াইয়ে ক্লান্ত নিতা ঢলে পড়েন কোমায়। সেটা ২০০৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। অনিতার কথায় আসলে তিনি মারা গিয়েছিলেন– 'আমি এমন একটা অবস্থায় ছিলাম যেখান থেকে ৩৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। হাসপাতালের শয্যায় থাকা আমার শরীর, হাসপাতালের ঘর এবং ঘরের বাইরের সমস্ত কিছু আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। মৃত বাবার সঙ্গেও দেখা হলো। তিনিই আমাকে বললেন যে আমি অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি। এবার ফিরে যেতে হবে। না হলে আর কোনোদিনই ফিরতে পারবো না। আমার একেবারেই ফিরতে ইচ্ছা করছিলো না। অদ্ভুত শান্তি ছিলো ওখানে। আমার কোনো যন্ত্রণা হচ্ছিলো না। কোনো কষ্টের অনুভূতি অবধি ছিলো না। তবে আমি বুঝতে পারছিলাম আমার ফিরে যাওয়া উচিত। কারণ দৈহিক কষ্ট আর থাকবে না। খুব শীঘ্রই এসব শেষ হবে।'

কোমা থেকে ফিরে অনিতা প্রায় সবাইকেই বলতে শুরু করেন যে তিনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন। আর চিকিৎসকরাও খুব আশ্চর্য হয়ে যান। কারণ মাত্র চার দিনের মধ্যে অনিতার টিউমারের ৭০ শতাংশ শুকিয়ে যায়! এক সপ্তাহের মধ্যে অনিতা সুস্থ হতে থাকেন। কয়েকদিন পরে ছুটিও পেয়ে যান অনিতা। তারপর মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখে ফেলেন 'ডাইং টু বি মি'। ইতোমধ্যেই বেস্ট সেলিং বইয়ের খেতাব পেয়েছে সেটি।

এইরকম আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তবে তথ্যের ভার না বাড়িয়ে আমরা বরং দেখি চিকিৎসকরা কী বলছেন এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা নিয়ে। কী বলছেন চিকিৎসকরা– এই যে আমরা সচেতন হয়ে থাকি, তা নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর– জাগরণ অবস্থা এবং সজাগ অবস্থা। দুটি শব্দই খুব কাছাকাছি হলেও শব্দ

দুটির মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য রয়েছে। শুধু জেগে থাকলেই হবে না, আশপাশের অবস্থা সম্পর্কেও জ্ঞান থাকতে হবে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে সাড়াও দিতে হবে।

কোমায় রোগীর না থাকে জাগরণ অবস্থা, না থাকেন তিনি সজাগ। অর্থাৎ কোমা মানে দীর্ঘ সময় ধরে অচেতন অবস্থায় বিরাজ করা (কোনো ব্যক্তি প্রায় ছ'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অচেতন অবস্থায় বিরাজ করলে তবেই তাকে কোমা বলা হবে)। কোমায় আচ্ছন্ন মানুষটিকে সচেতন করার জন্য বাইরে থেকে শব্দ, স্পর্শ, ব্যথা অনুভূতি প্রয়োগ করলেও রোগী সচেতন অবস্থায় ফেরেন না। কোমা রোগীকে অনেকে ঘুমন্ত ভেবে ভুল করেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে– ঘুমের সঙ্গে কোমার তফাৎ আছে। কেউ ঘুমিয়ে থাকলে তাঁকে বারবার ডাকতে হয় বা স্পর্শ করে তাঁকে জাগাতে হয়। কোমার রোগীর ক্ষেত্রে এই বাইরে থেকে উদ্দীপক প্রয়োগ করে কোনো কাজ হয় না, সেকথা আগেই বলা হলো। আরও একটু পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলি– আসলে প্রকৃতিগতভাবেই আমাদের শরীরে একটা ঘড়ি অনবরত ঘুরে চলেছে। একে বলে স্লিপ-অ্যাওয়েক সাইকেল বা বায়োলজিক্যাল ক্লক। এই ঘড়ির কারণেই রাতে আমাদের চোখে ঘুম নেমে আসে। আবার সকাল হলে আমার জেগে উঠি। কোমায় চলে যাওয়া ব্যক্তির শরীরের এই স্লিপ-অ্যাওয়েক সাইকেলে একটা বড়সড় পরিবর্তন ঘটে যায়। সোজাভাবে বললে তার জেগে ওঠার প্রক্রিয়াটি কাজ করা বন্ধ করে দেয়। ফলে রোগী সবসময় আচ্ছনড়ব অবস্থার মধ্যে বিরাজ করে। তবে কোমার থেকে সচেতন অবস্থায় অনেকে ফেরেন। এই ফেরার পথগুলিও কোমার কাছাকাছি অবস্থা। সেগুলি সম্পর্কেও জানা দরকার।

পারসিসটেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট : এই অবস্থায় রোগীর স্লিপ-অ্যাওয়েক সাইকেল ফিরে আসে। ফলে দেখা যায়, এই ধরনের রোগী দিনের বেলা চোখ খুলেই থাকছেন। আর রাত হলে চোখ বন্ধ করে ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু চোখ খোলা অবস্থায় তাঁকে বাইরে থেকে কেউ আদেশ দিলেও তিনি কিছু বুঝতে পারছেন না। এই অবস্থায় থাকা ব্যক্তির চারপাশে কেউ ঘুরলেও তিনি চোখ দিয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে পারেন না।

লকড ইন সিনড্রোম : এই অবস্থায় রোগী জেগে থাকেন, কিন্তু কেউ কোনো আদেশ দিলে তিনি তা করে দেখাতে পারেন না! অর্থাৎ একজন ব্যক্তি জেগে আছেন, তাঁকে বলা হলো ডান হাতটা ওপরে তোলো। সে তুলতে পারলো না কিন্তু চোখ দিয়ে বুঝিয়ে দিলো, সে আদেশটা শুনতে পেয়েছে! অর্থাৎ লকড ইন সিনড্রোমের রোগী শুধু চোখ নাড়তে পারেন কিন্তু শরীরের বাকি অংশ নাড়তে পারছে না, এই অবস্থাকেই বলা হয় লকড ইন সিনড্রোম। কিন্তু এই রোগীর স্লিপ-অ্যাওয়েক সাইকেলে পরিবর্তন ঘটতে পারে।

মিনিম্যালি কনশাস স্টেট : আরও একটি অবস্থা হলো, রোগী জেগে থাকলেন কিন্তু সজাগ হলেন আংশিকভাবে। তখন তাকে বলা হলো মিনিম্যালি কনশাস স্টেট। এই অবস্থার পরেই সাধারণত রোগীরা জেগে ওঠেন ও সজাগ হন।

এখন প্রশ্ন হলো, কোমার চলে যাওয়ার পর রোগী কি সত্যিই কি স্বর্গ দর্শন করেন? তাঁর আত্মা শরীর থেকে বেরিয়ে যায়? এখানেই আসে স্লিপ-অ্যাওয়েক সাইকেল-এর কারিকুরি। আমাদের মনে রাখতে হবে, স্লিপ অবস্থায় যাওয়া মানেই কিন্তু ঐ ব্যক্তি স্বপড়ব দেখবেন! যে ব্যক্তি কোমায় চলে গিয়েছে তাঁর স্লিপ-অ্যাওয়েক সাইকেল নেই। ফলে তিনি কোনোরকম স্বপ্ন দেখেন না। কিন্তু কোমা থেকে ফেরার পথে বা পারসিসটেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট-এ থাকা রোগীর স্লিপ-অ্যাওয়েক সাইকেল অটুট থাকে। ফলে ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি যা যা স্বপ্ন দেখেন সেগুলি মনে রাখেন। এরপর রোগী সজাগ অবস্থায় চলে আসলে, তাঁর মনে হয় স্বপ্নগুলোই আসলে সত্যি! এমনকি লকড ইন সিনড্রোম এবং মিনিম্যালি কনশাস স্টেট-এ থাকা রোগীরও কিছু কিছু স্বপ্ন মনে থাকে। স্বপ্নগুলোই সত্যিকারের জীবন মনে হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ডা. আশিস দত্ত, নিউরোলজিস্ট, ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স কলকাতা। ❑

[সংকলিত : বর্তমান পত্রিকা, ৯ অক্টোবর ২০১৯]

সকলকে জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা

DV TAX & MORTGAGE SOLUTION INC.

DANFORTH VILLAGE

Tax & Mortgage Solution

One stop solution for your best financial interest.

MORTGAGE ALLIANCE
In MTD

EFILE

Free expert advice on the Right Mortgage for you

- SIMPLE, HASSLE-FREE SERVICE
- LOWER INTEREST RATE
- PURCHASE & REFINANCE
- DEBT CONSOLIDATION
- RENTAL PROPERTIES
- COMMERCIAL MORTGAGE

- PERSONAL TAX
- CORPORATE TAX
- TAX PLANNING
- MAXIMUM & QUICK REFUND
- PROMPT & RELIABLE SERVICES
- ENSURE YOUR CONFIDENTIALITY

Indrajit Mitra
Consultant
416-258-4786

Open late & Weekends
Please call for appointment or walk-in welcome

2986 Danforth Avenue Suite - 201 Toronto, ON M4C 1M6
imitra@mortgagealliance.com mitrainrajit@hotmail.com

সকলকে জানাই
শারদ শুভেচ্ছা

The name stands on trust

বাড়ি ক্রয় বা বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য নাম

Shyamadas (SAM) Mukherjee

Sales Representative

SHYAMADAS (SAM) MUKHERJEE

REALTOR MULTIPLE LISTING SERVICE

Tel: 416-298-8383 Fax: 416-298-8303
2250 Markham Road, Unit 3,
Toronto ON M1B 2W4

Century 21®

Innovative Realty Inc.

RESPONSIBILITY OWNED AND OPERATED

BROKERAGE
Member of the Toronto Real Estate Board

Direct: 416-822-3225

mukherjee_sam@yahoo.ca
www.century21.ca/shyamadas.mukherjee

c@systemsdtp 647-966-2854

প্রকৃতির অমোঘ বিধানে
নির্মম সত্যকে বরণ করে
যাঁরা চলে গেছেন অজানা স্থানে
যাঁদের স্মৃতি ও কীর্তি
আমাদের অনুভূতিকে আজও
স্পন্দন জাগায়
তাঁদের স্মরণে।

বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু কালচারাল সোসাইটি ও
বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির
টরেন্টো

Bansaree Indian Restaurant

বাঁশরী

ইন্ডিয়ান রেষ্টুরেন্ট

শারদীয় শুভেচ্ছা

Bhanu Chowdhury

Tel: 905-684-3411

Saturday Lunch	$12.95 + tax
Lunch Special Starting At - (Monday to Friday)	$5.95
Sunday Brunch	$14.95 + tax
Take out 10% off and Delivery on Orders over	$50 + tax
Student & Senior Discount	10%
Free Delivery on order (at St. Catharines)	$50 + tax

www.bansareeindian.com
C- 905-380-6637
Take out + Delivery opens

LUNCH : 11:30 - 2:30
DINNER : 5:00 - 9:30 (7 DAYS OPEN)

Bansaree Indian Restaurant
342 St. Paul Street (East) St. Catharines, Ontario
L2R 3N2

শ্রী শ্রী দুর্গা শরনম:
সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা
সারদা
SARADA
FASHION & JEWELLERY
ফ্যাশন এন্ড জুয়েলারী
2972 Danforth Avenue (1st floor)
Toronto. On. M4C 1M6
email- saradafashion.ca@gmail.com
www.Saradafashion.ca
Tel- 647 632 9724

BANGLADESH CAN
MANDIR

EXIT

প্রণামী
PRONAMI

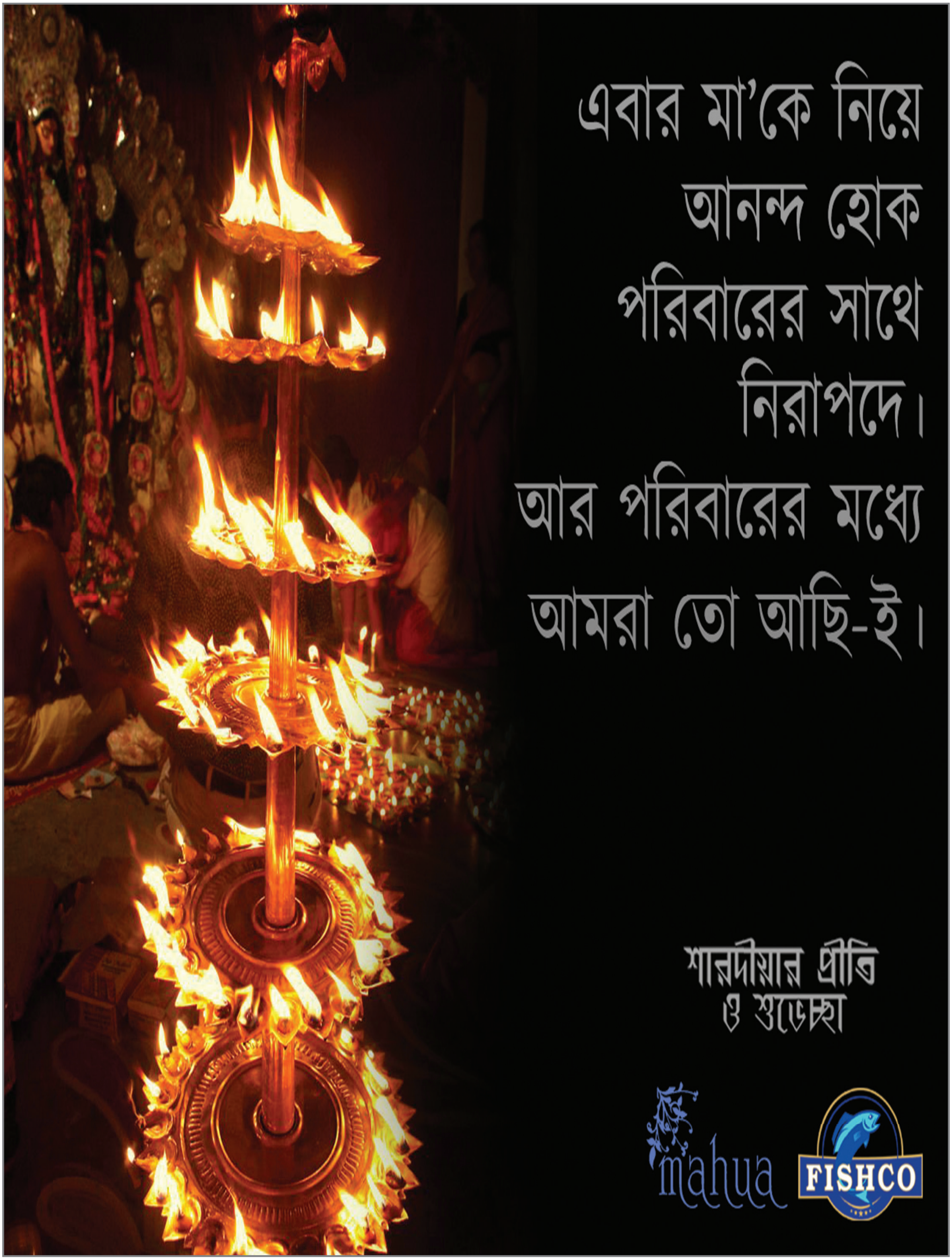
এবার মা'কে নিয়ে
আনন্দ হোক
পরিবারের সাথে
নিরাপদে।
আর পরিবারের মধ্যে
আমরা তো আছি-ই।
শারদীয়ার প্রীতি
ও শুভেচ্ছা
mahua
FISHCO

CPA ONTARIO

Do you have problems with CRA ?

Do Estate planning today, minimize
Tax & preserve wealth for next generations

শারদীয় শুভেচ্ছা

P K SAHA
Professional Corporation

For free consultation Please call:
416-858-7110 (Direct)

Pradip Saha
CPA, CGA, MBA(UK), M.COM (DU)
B.COM (Accounting) (Ryerson University)

- Notice to Reader Financial Statements
- CRA Tax Review, Audit, Appeals & Tax Court Services
- Resolve CRA enforcements (Garnishment, Freeze Bank Account, Penalty)
- Resolve CRA Conflicts-Pier Report, Payroll, RRSP, TFSA Overpayment
- Analysis Previous Years Tax Return & Recovery Money form CRA
- Personal & Corporate Tax Return
- Trust & Not for Profit Organization Tax Return
- Assistance in Pre & Post Bankruptcy Tax Return
- Accounting, Bookkeeping, GST/HST, Payroll, WSIB, EHT Return
- Non-Residence Matters: (ITN, NR4, NR6, Section 216, Section 217 Return)
- Estate Return & Tax Clearance Certificates for Deceased Taxpayer
- Minimize Taxes by Changing your Business Structure
- Save & Defer Taxes by Transfer Property to Corp & Various Elections (T-2057, CPT30, CDA)
- Company Incorporation & setup with CRA (GST/HST, Payroll, BN)
- HST Rebate on New Residential, Rental & Owner-Build Housing

Ph: 416 792 4615, Fax: 416 792 4616,
E-mail pradipsaha227@hotmail.com

777 Warden Ave, Unit - 219, Toronto, ON M1L 4C3
(Major Intersection Warden & Eglinton)

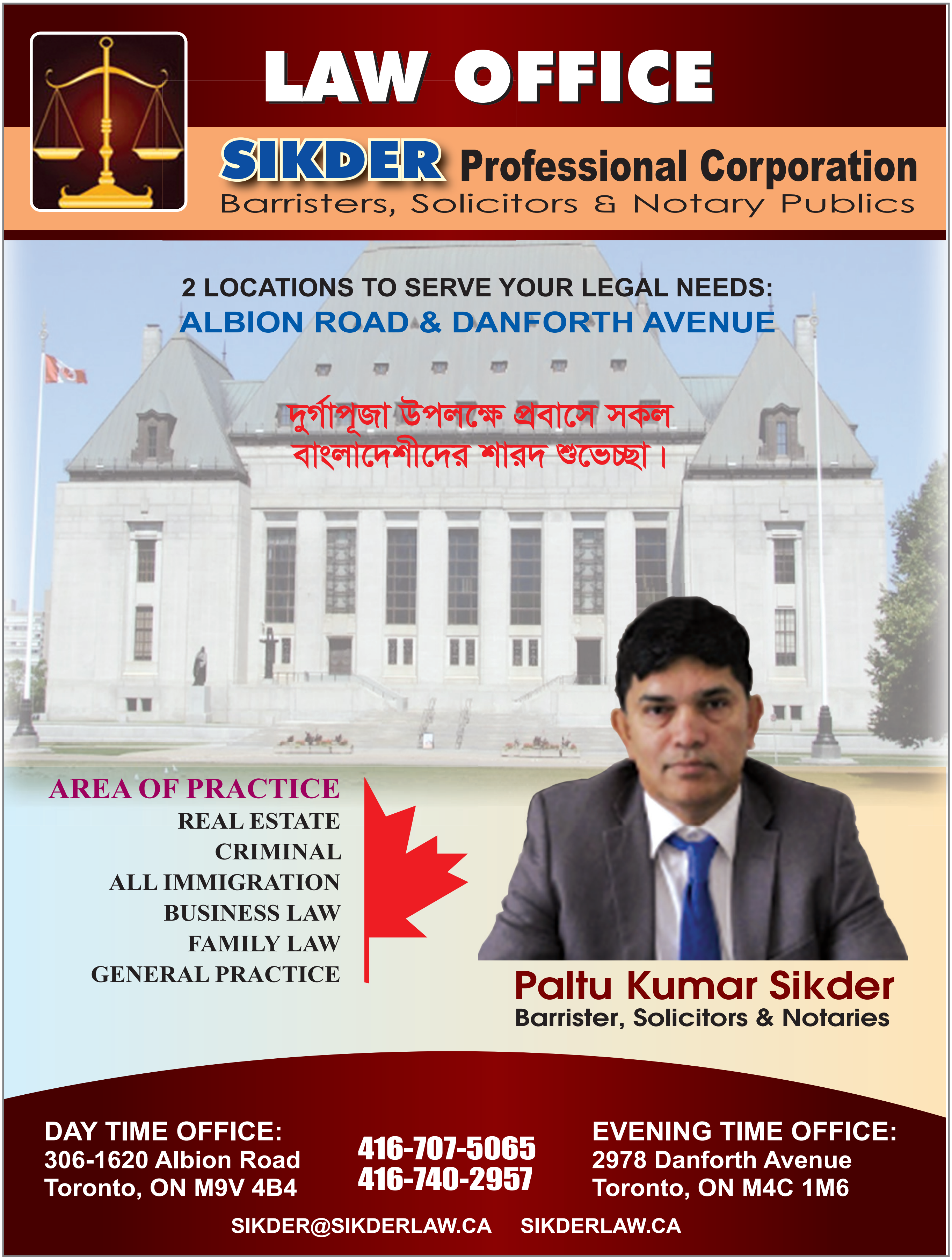
LAW OFFICE
SIKDER Professional Corporation
Barristers, Solicitors & Notary Publics
2 LOCATIONS TO SERVE YOUR LEGAL NEEDS:
ALBION ROAD & DANFORTH AVENUE
দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রবাসে সকল বাংলাদেশীদের শারদ শুভেচ্ছা।
AREA OF PRACTICE
REAL ESTATE
CRIMINAL
ALL IMMIGRATION
BUSINESS LAW
FAMILY LAW
GENERAL PRACTICE
Paltu Kumar Sikder
Barrister, Solicitors & Notaries
DAY TIME OFFICE:
306-1620 Albion Road
Toronto, ON M9V 4B4
416-707-5065
416-740-2957
EVENING TIME OFFICE:
2978 Danforth Avenue
Toronto, ON M4C 1M6
SIKDER@SIKDERLAW.CA
SIKDERLAW.CA

শারদ
উৎসব
১৪২৭
সবাইকে শারদীয় শুভেচ্ছা
PUBLIC CHOICE
REALTY
My Commitment is
Clients Satisfaction
Dey Debobrata
Broker
416 568 7942
email: ddeyemail@gmail.com
Public Choice Realty Inc., Brokerage
Head Office: #88 - 7393 Markham Road
Markham, ON L3S0B5
Local Office: 3000 Danforth Ave, Unit # 1
Room # 2, Scarborough, ON M4C 1M7
Tel: 416-568-7942
www.publicchoicerealty.ca
www.deyrealtor.com
PUBLIC CHOICE
REALTY
REALTOR
MULTIPLE LISTING SERVICE

She
শারদীয় শুভেচ্ছা
next fashion Inc.
শী নেক্সট ফ্যাশন
We have exclusive collection of sarees, salwar kameez and kids fashion
Style
Heritage
Elegance
Fixed Price
বাংলাদেশ এবং ভারতীয় শাড়ী ও থ্রী-পিস এর বিশাল সম্ভার
Best Price Guaranteed
She
SIBLEY AVE.
VICTORIA PARK AVE
DAWES ROAD
DANFORTH AVE.
2960 Danforth Ave
Toronto, ON, M4C 1M6.
416 546 3130
shenextfashion@gmail.com
www.shenextfashion.com
www.facebook.com/shenextfashion/
You Tube
OUR SPECIALITY:
ঢাকার মসলিন, বেনারসী সিল্ক, গাদোয়াল, কাঞ্চিভরম, মঙ্গলগিরি, পচমপল্লীসহ বাংলাদেশী ও ভারতীয় বিভিন্ন রকমের শাড়ি। আরও রয়েছে ঃ লেহেঙ্গা, এক্সক্লুসিভ থ্রি পিস, পাঞ্জাবী, ফতুয়া, Kids Fashion and Jewellery
একমাত্র পরিবেশক
রঙ
বাংলাদেশ
RANG BANGLADESH

NK Roy Professional Corporation

Chartered Professional Accountant

CPA CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS CANADA

CGA CERTIFIED GENERAL ACCOUNTANT

Nupur Kumar Roy
CPA,CGA

OUR PROFESSIONAL SERVICES

- Compilation engagement (Notice to Reader)
- Assistance in preparing audit working paper files
- Income Tax (Efile)/Tax planning
- Representing CRA audit/Tax appeal
- Controllership/Full cycle Accounting
- Bookkeeping/GST/HST
- Payroll including WSIB/EHT
- Business incorporation/Registration
- Business plan: Small Business Loan
- Accounting system design & software set up

101 Lebovic Avenue, Suite # F03, Toronto, ON M1L OJ2
Office: 416-752-7199 , Fax: 416-757-3952, Cell: 416-670-0444
Email: info@nkroypc.com, Web: www.nkroypc.com

Markington FamilyCare & Walk In Clinic

FamilyCare Health Network • FCHN •

Family Practice & WALK-IN

Eglinton & Markham

416-261-4446

Call to Register or WALK IN

Dr. Laila Afroz (Neela)
Family Physician MD, MCFP

Dr. A S M Noorullah Tarun
Family Physician MD, CCFP

Dr. Shubarna Amin
MD. FRCPC
Internal Medicine Specialist

Hour of Operation
7 days in a week
Effective from July, 2017
M-F 9am to 8pm
Sat 9am to 4pm
Sun 10am to 2pm

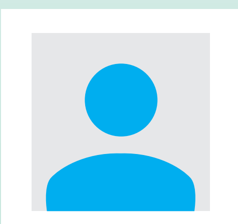

Dr. Sharmi Shafi
MD. FRCPC
EMG Board Certified, Neurology & Neuromuscular specialist

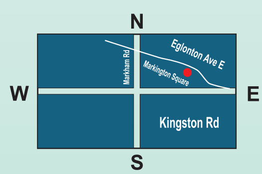

Markington Square
3227 Eglinton Ave. East
Unit-143-144
Scarborough, M1J 3M5

Cardiac Diagnostic & Consultation

Female Gynecologist consulting regularly

Kanan Barua
M. Pharm, R.Ph.
Patient Impact Award Winner Pharmacist
Ontario Pharmacusts Association (OPA)
pharmacistkanan@gmail.com

- Free Prescription Pick Up & Delivery
- Accept All Public & Private Drug Insurance
- Waive $2.00 for all Drug Plans
- 15% Senior Discount On All Thursdays
- We Speak Bengali, English, Hindi & Urdu
- Free Blood Pressure & Diabetes Check

ফার্মাসিস্ট কানন বড়ুয়ার নতুন ফার্মেসী

KANAN'S Guardian™ PHARMACY

416-264-1110

বাড়ি কেনা
কোন দুঃস্বপ্ন নয়,
বাড়ির স্বপ্ন
বাস্তবায়নে
আমি আছি
আপনার পাশে!!
শারদীয় দুর্গোৎসব
Let me help you find your dream home
RE/MAX
RE/MAX®
TO BUY & SELL REAL ESTATE
REALTOR®
MLS
MULTIPLE LISTING SERVICE®
Independently owned and operated under Remax
All-Stars Realty inc., Brokerage
2281 Kingston Road, Toronto, Ontario, M1N1T8
Bus: (416)265-2000 Fax (416)265-8210
E-mail: chitta.realtor@gmail.com
Chitta Das
Sales Representative
Direct: 416-655-0996

স্বপ্নের বাড়ীর জন্য আর অপেক্ষা নয় ...

স্বর্গীয় সুব্রত সোমের ভাই

মিঠু সোম

এখন আপনাদের সেবায়

For Buy, Sell or
Lease Properties
Please call:

Mithu Shome

SALES REPRESENTATIVE

GOLD CIRCLE AWARD 2017 WINNER

416.846.6815

mitoshome@yahoo.ca

REALTOR MULTIPLE LISTING SERVICE

PUBLIC CHOICE
REALTY

Public Choice Realty Inc. *Brokerage*
#88-7393 Markham Road
Markham, ON L3S OB5
Office: 905-471-1181, Fax: 905-471-1187

ARE YOU PLANNING TO BUY/SELL

Real Estate

Service you deserve persons you trust

Free Evaluation

HOMELIFE
HIGHER STANDARDS

Goutam Majumder

Sales Representative

647-200-6659 (Dir)

E-mail: sougota2002@yahoo.com
gmajtor@gmail.com

HomeLife/Future Realty Inc.
205-7 Eastvale Dr. Markham, ON
Independently Owned & Operated
Bus: 905-201-9977
Fax: 905-201-9229

LAW OFFICE

"You are the Purpose,
Part and the Opportunity of our Work"

PRACTICE AREAS

Real Estate
Litigation
Family Law
Immigration
Wills & Power of Attorney

Legal Aid Accepted

**We speak English,
Bengali, Hindi & Urdu**

JAYANTA K. SINGHA

Barrister & Solicitor, Notary Public

2436 Kingston Road, Scarborough, ON M1N 1V3
Tel: (416) 265 9449 Fax:(416) 265 4044
Cell: (647) 771 0032
Email: info@singhalaw.ca www.singhalaw.ca

আপনি কি প্রতারিত হচ্ছেন ?

বাড়ী বানানো নিয়ে প্রতারিত হচ্ছেন ?
বাজেটের থেকে বেশী টাকা চার্জ করা হচ্ছে ?
ডিজাইনটি কি মনের মত হচ্ছে না ?

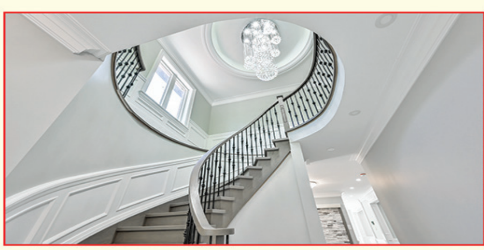

তা হলে আসুন আমাদের কাছে,
স্বল্প মূল্যে আপনার স্বপ্নের বাড়ী
তৈরী করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

GUARANTEE

We arrange Financing

Custom Home Builder
কানাডাতে বাড়ী বানানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Shan De
Custom Home Inc.
3000 Danforth Ave., Room # 103
Toronto, ON M4C 1M7
customhometoronto@gmail.com
Shankardey7@gmail.com

Tel : 416.910.8753 (Cell)
: 647.347.2310 (off)

www.customhomecanada.com

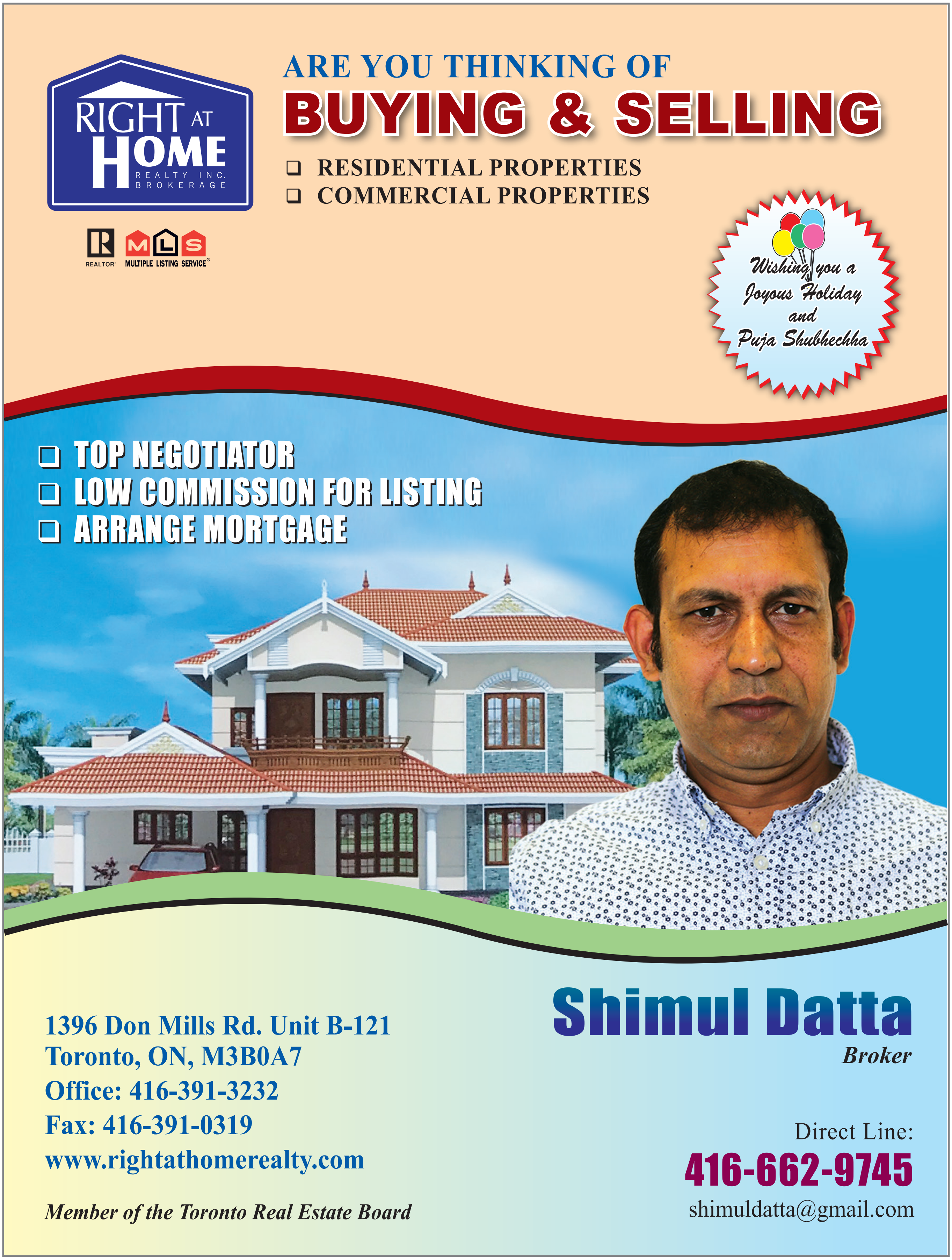
RIGHT AT HOME
REALTY INC.
BROKERAGE
REALTOR
MLS
MULTIPLE LISTING SERVICE
ARE YOU THINKING OF
BUYING & SELLING
❑ RESIDENTIAL PROPERTIES
❑ COMMERCIAL PROPERTIES
Wishing you a
Joyous Holiday
and
Puja Shubhechha
❑ TOP NEGOTIATOR
❑ LOW COMMISSION FOR LISTING
❑ ARRANGE MORTGAGE
Shimul Datta
Broker
1396 Don Mills Rd. Unit B-121
Toronto, ON, M3B0A7
Office: 416-391-3232
Fax: 416-391-0319
www.rightathomerealty.com
Member of the Toronto Real Estate Board
Direct Line:
416-662-9745
shimuldatta@gmail.com

BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY & BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR

16 Dohme Avenue, East York, Ontario M4B 1Y9, Canada
Phone: (416) 693-4444, E-mail: info@hindumondir.org

TORONTO'S SURYASIDDHANTA BASED PUJA/BROTO LIST OF BENGALI YEAR 1427

(BARO MASE TERO POOJA; SOURCE: LOKENATH & BENIMADHOB CALENDAR)

LIST	PUJA/BROTO	DATE	DAY	TITHI (TORONTO TIME)
1	**Ganesh Puja**	14 April (০১ বৈশাখ) Sunrise 6:35 am & sunset 8:00 pm	Tuesday	First day of the Bengali year Puja: Morning
2	**Jogonnath Dev's Roth Jatra**	22June (০৭ আষাঢ়) Sunrise 5:36 am & sunset 9:02 pm	Monday	Dwitia till 01:44 am of next day Puja: Morning
Changeable	**Udoy-Osto Nam Songkirton 4:50 am - 9:51pm**	28 June (১৩ আষাঢ়) Sunrise 5:38 am & sunset 9:03 pm	Sunday	Shukla Sunday of Uttarayon (Between two Roth yatras)
3	**Shoni Puja & Sotyo Narayon Puja**	25 July (০৯ শ্রাবণ) Sunrise 5:59 am & sunset 8:47 pm **(alternate: 01 Aug., Saturday)**	Saturday	Any Shukla Saturday of Shravon; Shashtthi till 2:24 am of next day. Puja: (17:00 – 20:30 pm)
4	**Jonmashtomi (Birth Tithi of Lord Krishna)**	11 August (২৬ শ্রাবণ) Sunrise 6:18 am & sunset 8:26 pm	Tuesday	Oshtomi till 10:48 pm Puja: Day-Night
5	**Pitri Torpon**	13 Sept. (২৭ ভাদ্র) Sunrise 6:59 am & sunset 7:23 pm	Sunday	Pitripokshiyo Ekadoshi till 1:35 pm. Torpon: Morning
6	**Vishwokorma Puja** ***Molmas starts - 7:33 am**	17 Sept. (৩১ ভাদ্র) Sunrise 6:59 am & sunset 7:23 pm	Thursday	Month end of Vadro Puja: Morning (before 7:33 am)
7(a)*	**Mohaloya (Durga Puja)** ***Molmas ends - 4:18 pm**	16 Oct. (২৯ আশ্বিন) Sunrise 7:33 am & sunset 6:31 pm	Friday	Omavosya till 4:18 pm Puja: Night
7(b)	**Bodhon and Adhibas (Durga Puja)**	21 Oct (০৪ কার্ত্তিক) Sunrise 7:39 am & sunset 6:23 pm	Wednesday	Shoshthi till 3:42 am (next day) Puja: Evening
	Soptomee Puja	22 Oct (০৫ কার্ত্তিক) Sunrise 7:41 am & sunset 6:22 pm	Thursday	Soptomee till 2:34 am (next day) Puja: 09:00 am
	Oshtomee (Durga Puja)	23 Oct (০৬ কার্ত্তিক) Sunrise 7:42 am & sunset 6:20 pm	Friday	Oshtomee till 1:52 am (next day) Puja:0 9:00 am
	Sondhi Puja	23 Oct (০৬ কার্ত্তিক) Sunrise 7:42 am & sunset 6:20 pm	Friday	Puja 1:28 am - 2:16 am (next day)
	Nobomee (Durga Puja)	24 Oct (০৭ কার্ত্তিক) Sunrise 7:43 am & sunset 6:18 pm	Saturday	Nobomee till 1:41 am (next day) Puja: 09:00 am
	Bijoya Doshomee	25 Oct (০৮ কার্ত্তিক) Sunrise 7:44 am & sunset 6:17 pm	Sunday	Doshomi till 2:00 am (next day) Puja: 10:00 am
7(c)	**Sree Sree Loxmee Puja**	30 Oct. (১৩ কার্ত্তিক) Sunrise 7:51 am & sunset 6:10 pm	Friday	Purnima till 9:57 am (next day) Puja: Evening
7(d)	**Sree Sree Kali Puja**	14 Nov (২৮ কার্ত্তিক) Sunrise 7:10 am & sunset 4:52 pm	Saturday	Omavosya till 0:48 am (next day) Puja: Night
7(e)	**Jogotdhatri Puja**	23 Nov (০৭ অগ্রহায়ণ) Sunrise 7:22 am & sunset 4:45 pm	Monday	Novomee till 4:35 pm Puja: Morning
8	**Rash Lila of Lord Krishna**	29 Nov (১৩ অগ্রহায়ণ) Sunrise 7:29 am & sunset 4:42 pm	Sunday	Purnima till 3:54 am (next day) Puja: Day and Night
9	**Mokor/Poush Sonkrantee & Pitha festival.**	14 January (২৯ পৌষ) Sunrise 7:48 am & sunset 5:05 pm	Thursday	Last day of the month of Poush Puja: Morning. Pittha:Evening
10	**Soroswotee Puja**	16 Feb (০৩ ফাল্গুন) Sunrise 7:14 am & sunset 5:49 pm	Tuesday	Sukla Ponchomi till 6:28 pm Puja: 10:00 am
11	**Sree Shiva Ratri Vroto**	11 March (২৬ ফাল্গুন) Sunrise 6:36 am & sunset 6:19 pm	Thursday	Choturdoshee till 4:12 am (next day) Puja: Night
12	**Dool & Gour Purnima**	28 March (১৪ চৈত্র) Sunrise 7:05 am & sunset 7:39 pm	Sunday	Falguni Purnima till 3:25 pm Puja: Morning
*****	**Chorok Puja, Shiva Puja**	14 April (৩১ চৈত্র) Sunrise 6:38 am & sunset 7:58 pm	Wednesday	End of the year 1427
13 (a)	**Basontee Oshtomee and Onnopurna Puja**	19 April (০৫ বৈশাখ ১৪২৮) Sunrise 6:27 am & sunset 8:06 pm	Monday	Oshtomee till (new panjika 1428) Puja: Morning
13 (b)	**Basontee & Ram Novomee**	20 April (০৬ বৈশাখ ১৪২৮) Sunrise 6:26 am & sunset 8:07 pm	Tuesday	Novomee till (new panjika 1428) Puja: Morning

Note: Ontario time changes on 01 Nov. 2020 and 14 March 2021. Time for Toronto converted by: Subhash Paul

LOKENATH BROHMOCHARY PUJA LIST OF BANGLA 1427

LIST	PUJA/BROTO	DATE	DAY	TITHI (ONTARIO TIME)
1	**Tirodhan Dibos (Death anniversary)**	02 June (১৯ জ্যৈষ্ঠ) Sunrise 5:38 am sunset 8:53 pm	Tuesday	Death anniversary of Lokenath Brohmochari
2	**Prodeep Utsob (Lamp offering day)**	07 Nov. (২১ কার্ত্তিক) Sunrise 7:01 am sunset 5:00 pm	Saturday	Each Saturday and each Tuesday after 15 Kartik
3	**Paduka Utsob**	25 February (১২ ফাল্গুন) Sunrise 7:00 am sunset 6:01 pm	Thursday	12 Falgun of Bangla calendar

Note: In addition, an individual devotee will have facility to offer Prodeep to Sree Lokenath Brohmochary on **10 Nov. (24 Kartik) Tuesday** and **14 Nov. (28 Kartik) Saturday** by their personal arrangements.

Note: Choitro Sonkranti is on 14 April 2021 (31 Choitro 1427) Wednesday.
Bengali Hindu rule: Vegetarian food on the Choitro Sonkranti day.
Sonkranti festival with absolute vegetarian food on this day is the Hindu culture.

Member Telephone Directory

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
A		
A	Dasgupta	416-493-4469
A	Ghose	647-340-1111
A.	Ghosh	416-494-1784
A.K.	Ghosh	905-770-1784
Aanysman	Dey	647-891-9586
Aarnav	Sharma	647-273-3120
Abani	Mandal	416-493-3367
Abani Kumar	De	905-275-9967
Abanti	Tagore	416-264-6639
Abantika	Oishee	437-775-5947
Abhas	Sur	905-507-2973
Abhijeet	Patra	416-731-4626
Abhijeet	Das	647-774-6744
Abhijit	Mukherjee	416-517-6130
Abhijit	Paul	905-999-7038
Abhinandita	Das	647-239-9384
Abhishek	Sharma	905-553-3136
Abhishek	Mallik	416-221-9473
Abhishek	Agrawal	647-703-0273
Abhishek	Bhattacharjee	647-891-4210
Abhishek	Maiti	647-909-4822
Achinta	Banik	416-690-5716
Achinta	Halder	905-785-9698
Achintya Kumar	Roy	416-769-6448
Adariny	Sengupta	437-770-1312
Adetia	Dev	647-345-6479
Adhunika	Adhunika	647-773-8700
Aditi	Sen	416-698-4620
Adri	Bhattacharjee	647-344-5384
Adrika	Sadhukhan	647-877-3610
Adrish	Roy	416-919-8096
Adwitia	Das	416-694-9602
Adyanath	Banerji	416-283-3814
Ahahar	Malla	416-686-9854
Ajay	Sharma	647-828-4000
Ajit	Roy	416-449-2530
Ajit	Bhowal	416-701-0267
Ajit Kumar	Kar	416-757-4739
Ajit Kumar	Paul	416-901-6917
Ajoy	Majumder	416-694-0131
Ajoy	Chatterjee	647-391-2936
Ajoy	Mukhopadhyay	416-282-8027
Ajoy	Das	416-751-6056
Ajoy	Banik	416-756-1044
Ajoy	Dutta	647-774-2460
Ajoy Kumar	Bhattacharjee	416-286-3799
Ajoy Kumar	Majumder	416-686-7177
Ajoy Purkayastha	Das	416-743-6444
Ajoy Roy	Choudhury	416-224-5787
Akhil K.	Saha	905-525-6343
Akhil Kumar	Roy	416-266-8094
Akhy	Bhowmik	647-221-9889
Alak	Sarker	416-686-5286

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Alak	Bora	647-220-6289
Alakesh	Saha	416-752-5397
Alakesh	Das	647-824-9996
Alaknanda	Bose	905-331-1154
Alivia	Dey	647-272-1355
Allo	Ghose	647-234-9198
Alo	Dutta	647-984-7040
Alo	Ghosh	519-578-5851
Alok	Roy	416-265-8378
Alok	Mukherjee	416-291-0219
Alok	Chowdhury	416-691-5477
Alok	Dutta	416-710-6989
Alok	Choudhury	416-857-1603
Alok	Roy	647-671-7950
Alok Das	Sarma	647-767-1806
Aloke	Das	416-288-0624
Aloke	Pal	647-993-9453
Aloke Kumar	Das	416-286-3799
Aloke Kumar	Podder	647-344-4591
Aloke Raj	Banerjee	647-964-1062
Alpana Sinha	Roy	416-759-7907
Amal	Tagore	416-264-6639
Amal	Paul	905-738-7174
Amal	Debnath	416-698-7043
Amal	Roy	519-823-9385
Amal	Deb	647-201-5973
Amal	Podder	647-787-7656
Amal	Adhikari	905-792-3850
Amal Chandra	Das	416-616-6026
Amal Kumar	Paul	416-650-1085
Amal Kumar	Das	416-686-9384
Amalendu	Das	905-453-4073
Amalendu	Bhunia	416-838-4705
Amaolyn	Ghosh	416-525-8541
Amar	Chakraborty	416-289-2222
Amar	Chowdhury	416-335-7213
Amar	Kar	647-770-4719
Amaresh	Kumar	416-206-2251
Amit	Talukder	416-609-9806
Amit	Chakraborty	437-889-6334
Amit	Sarker	647-350-4241
Amit	Roy	289-928-1262
Amit	Sarker	416-312-6197
Amit	Sengupta	416-493-2876
Amit	Sarkar	647-960-2648
Amit	Chattaraj	905-787-1804
Amit Kumar	Dutta	416-261-7827
Amit Kumar	Mukhopadhyay	416-856-9363
Amitabh	Chakrabarty	647-994-3322
Amitabha	Das	647-470-8882
Amitabha Gupta	Das	416-750-3623
Amitabha Roy	Deb	416-265-5852
Amitava	Chakraborty	416-494-1992
Amitava	Chakraborty	905-820-3621

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Amitava Deb	Chowdhury	416-821-4409
Amiya Kanti	Dasgupta	437-770-1312
Amlan	Saha	647-436-5913
Amlana	Saha	647-558-4334
Ananda Mohan	Sarker	416-752-9069
Anando	Chatterjee	416-553-7056
Ananya	Mukherjee	905-889-6499
Anasuya	Chatterjee	647-546-7828
Anauth	Ram	508-864-1422
Aneeta	V	647-469-2172
Angad	Kashyap	416-705-8650
Angshuman	Chowdhury	416-546-9227
Angshuman (Liton)	Roy	416-429-2934
Anik Bandhu	Das	647-767-5115
Aniket	Saha	647-544-2195
Anil	Saha	416-546-0266
Anil	Ojha	416-429-4237
Anil	Oraw	416-628-1019
Anil	Nath	416-863-5225
Anil	Kotecha	905-839-3810
Anil Krishna	Barai	416-208-7022
Anima	Roy	416-261-5816
Anima	Ray	416-449-2530
Anima	Bhattacharjee	416-609-1675
Anima	Sarker	416-312 6197
Anima	Sengupta	416-499-1482
Animesh	Mandal	905-239-4113
Animesh	Sen	416-777-3390
Animesh	Dutta	519-821-2312
Aninda	Biswas	416-693-2128
Aninda	Bhaumik	647-228-6207
Anindita	Paul	647-727-5195
Anindita	Chaudhury	416-801-9896
Anindya	Mittra	416-901-1088
Anindya	Ghosh	647-340-1111
Anindya Sinha	Roy	416-759-7907
Anirban	Banerjee	519-902-9337
Anirudda	Bhadra	647-296-2603
Anirush	Srivastava	647-575-8188
Anita	Sarker	416-296-4599
Anita	Bakht	416-292-4391
Anita Rani	Das	647-701-0159
Anita Rani	Mandal	416-686-6469
Anjan	Roy	905-272-1687
Anjan	Saha	416-360-7337
Anjan	Roy	416-606-9496
Anjan	Bhowmick	514-893-2320
Anjan	Paul	647-649-1148
Anjan	Nandy	647-702-2696
Anjan Kumar	Dutta	416-265-4385
Anjan Kumar	Das	416-289-1580
Ankit	Halder	416-726-9540
Ankita	Singh	416-499-2427
Antara	Chatterjee	416-941-9470
Anujit	Sinha	905-604-5060
Anup	Bhattacharjee	416-609-1675
Anup	Das	647-783-1246
Anup	Roy	416-698-6358
Anup	Sengupta	647-340-8363
Anup	Sengupta	647-854-8363
Anup	Chakraborty	905-686-7234
Anup	Sarkar	905-910-9771
Anup Kumar	Das	416-431-9544
Anup Kumar	Biswas	416-693-2128
Anupam	Roy	647-704-7186
Anupama	Chakraborty	416-431-1834
Anupama	Das	416-916-6661

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Anupoma Mou	Das	416-916-6661
Anusree	Roy	416-738-9226
Anusree	Barua	905-761-5840
Aparna	Halder	416-693-2128
Aparna	Banerjee	416-267-6345
Aparna	Mohanty	647-780-3966
Apendra	Chatterjee	416-496-0645
Apu	Das	647-346-9424
Apu	Sarker	647-923-5315
Apu Kumar	Dey	416-423-7773
Apurba	Sarker	647-923-5315
Apurba	Bhowmik	416-792-4128
Apurba	Roy	647-334-3455
Apurba	Dey	647-785-2520
Apurba Kumar	Sarker	647-770-7288
Apurba Kumar	Saha	647-771-4525
Apurba Kumar	Dey	905-575-3305
Arabinda Roy	Deb	416-819-5856
Arati	Debi	416-679-0613
Archana	Das	647-606-8603
Arijit	Debnath	416-296-0958
Arijit	Ray	647-403-1367
Arijit	Nag	647-671-5844
Arindam	Mukherjee	416-301-0283
Arindam	Maitra	416-619-5483
Arindam	Das	647-920-3334
Arindam Roy	Choudhury	416-357-3691
Aritra	Chatterjee	647-785-9559
Arju	Pal	905-636-9409
Arjun	Mukherjee	647-994-8125
Arka	Sarkar	647-209-1045
Arnab	Tagore	416-264-6639
Arnab	Nandy	905-209-7680
Arnab	Mukherjee	226-972-7832
Arnab	Biswas	416-562-8247
Arnab	Hazarika	416-835-9480
Arnob	Talukder	416-693-0429
Arpita	Ghosal	416-227-1546
Arpita	Kundu	647-609-2342
Arpita	Ghosh	647-856-0138
Arpna	Saha	905-794-7229
Arun	Palit	214-295-5493
Arun	Sarker	905-693-6555
Arun	Arun	647-909-4733
Arun	Sharma	416-265-1490
Arun	Dey	416-269-5312
Arun	N/A	647-909-4733
Arun	Palit	647-985-4559
Arun	Majumder	905-832-4356
Arun	Das	905-839-6459
Arun Kumar	Datta	416-551-8545
Arun Prashad	Paul	416-694-2231
Arun Sankar	Chowdhury	647-428-7863
Arun Shekhar	Dhar	416-858-6676
Aruna	Pandit	416-752-4168
Aruna	Saha	289-948-0039
Arunangshu	Hor	416-267-7453
Arunangshu Rajkumar	Biswas	416-226-6226
Arunangsu Shekhar	Saha	780-962-8054
Arunava	Bhattacharjee	647-344-5384
Arunava	Basu	416-301-1973
Arunava	Bhowmik	416-707-6255
Arunava	Sen	416-800-4184
Arundhali	Dutta	647-622-0176
Arup	Das	647-783-1246
Arup	Roy	416-235-1764
Arup	Chowdhury	613-276-6122

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Arup	Mukherjee	647-222-8485
Arvi Saha	Debnath	647-572-2012
Arzun	Chakrabarty	647-772-4707
Asesh	Das	416-901-4368
Asgar	Khan	647-404-3509
Ashim	Choubey	416-693-7675
Ashim	Bhowmik	416-745-1390
Ashim	Shome	647-477-1159
Ashim	Banik	905-487-5469
Ashim Kumar	Roy	416-694-7461
Ashim Kumar	Saha	416-550-9468
Ashis	Chowdhury	647-760-3879
Ashis Kumar	Das	647-761-3323
Ashis Roy	Chowdhury	416-302-7198
Ashish	Paul	416-691-2023
Ashish	Roy	416-693-6633
Ashish Kumar	Deb	905-665-9016
Ashish Kumar	Datta	416-388-4567
Ashish Kumar	Dutta	905-956-5363
Ashit Baran	Roy	905-793-4292
Ashit K.	Datta	905-568-8789
Ashit Kumar	Dutta	416-499-4246
Ashit Kumar	Sengupta	289-313-0666
Ashitava	Halder	647-700-7186
Ashok	Dutta	647-393-6031
Ashok	Banik	519-265-8896
Ashok	Ghosh	905-397-5519
Ashok	Chakraborty	905-426-3177
Ashok	Karmokar	905-629-4946
Ashok	Debnath	905-903-9713
Ashok Kumar	Dasgupta	416-234-8604
Ashok Kumar	Sarker	416-686-3385
Ashok Kumar	Kundu	647-687-6637
Ashoke Ranjan	Choudhury	416-693-6305
Ashutosh	Mallik	416-688-5362
Ashutosh Chowdhury	Roy	416-901-0683
Asim	Chakraborti	647-762-7337
Asim Krishna	Goswami	416-693-5219
Asima	Sarker	416-698-6787
Asis Roy	Chowdhury	647-405-0883
Asish	Basu	905-459-6845
Asish	Das	647-202-4025
Asit	Sarkar	416-694-2045
Asit Pulak	Dutta	416-792-9417
Asoke	Jasu	416-554-9089
Atal Chowdhury	Roy	416-449-6593
Atanu	Sarkar	519-513-4234
Atanu	Bandyopadhyay	647-607-0188
Atanu	Chowdhury	905-201-5703
Atashi	Nath	647-202-6032
Atashi	Saha	416-901-2432
Atin	Bhattacharya	416-977-6059
Avignan	Ghosh	647-719-3841
Avijit	Bandyopadhyay	416-286-2633
Avijit	Singh	416-930-5791
Avijit	Paul	647-447-9054
Avijit	Das	647-719-8928
Avijit	Banerjee	905-831-0315
Avik	Sarkar	647-667-0672
Avik	Dasgupta	647-674-6462
Avinanda	Mitra	416-266-1478
Ayan	Chowdhury	416-686-0875
Ayan	Chowdhury	416-551-6194
Ayan	Mukherjee	437-989-1981
B		
B	Saha	416-281-5679
B	Kundu	416-550-3712

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Babita		905-267-2404
Babla	Dey	416-944-8685
Bacchu	Dey Choudhury	416-588-0358
Badal	Dhar	647-281-6720
Badal Kumar	Ghosh	647-477-8879
Baisakhi	Basu	905-493-2210
Bakul Rani	Debnath	416-901-5919
Balaram	Banerjee	905-456-6643
Balaram	Nandi	905-425-3585
Balaram Kumar	Ghosh	416-536-4643
Ballave Swapan	Roy	416-686-5266
Ballu	Thakur	416-488-6180
Banaful	Barua	647-982-4266
Banamali	Choudhury	416-244-8832
Banani	Chakraborty	416-733-4160
Banani (Dr.)	Chowdhury	416-519-2227
Bandana	Bose	416-755 1062
Bandana (Dr.)	Saha	613-218-5969
Bandona	Chakraborty	416-241-8720
Bani	Bhattacharjee	905-948-9277
Barnali	Bardhan	647-785-4295
Barun	Bakshi	416-266-9437
Barun	Debnath	416-560-8605
Barun	Sarker	647-939-2502
Basab	Samanta	437-995-8709
Basab Kumar	Goswami	905-896-2238
Basana	Dey	416-261 4185
Basanti	Ghosh	416-498 0024
Basanti	Singh	416-297-6721
Bashudeb	Dhar	647-839-0439
Basu	Ranu	416-283-9924
Basu	Mukherjee	416-815-9010
Basudeb	Banerji	905-792-7815
Basudev	Dutta	905-534-0967
Beauty	Paul	416-516-2055
Bela Rani	Saha	416-266-9301
Bejoy	Chowdhury	416-686-0875
Benoy	Mazumder	416-725-6562
Benumadhav	Sen	416-269-0743
Bhabesh	Roy	613-843-8908
Bhagbat Bhushan	Kundu	647-909-2173
Bhajan	Sarker	905-522-2348
Bhanu	Chowdhury	905-646-7625
Bhanulal Dey	Choudhury	514-937-7944
Bharati	Guha	416-439-2779
Bharoti	Datta	416-686-0399
Bhaskar	Mukherjee	416-298-5601
Bhaskar	Chakraborty	416-240-8663
Bhaskar	Ray	905-682-8120
Bhattacharyya	Rana	416-551-3554
Bhaumik Soumya	Das	647-989-4653
Bholanath	Saha	416-698-9709
Bhulu	Nath	647-855-4813
Bibek	Sarkar	416-363-1563
Bibekananda	Sen	416-403-4984
Bibhab	Halder	416-726-9540
Bibhuti	Roy	902-367-6497
Bibhuti Bhushan	Mazumder	647-772-4992
Biddharatna	Dhar	647-745-8662
Biddut	Sarker	416-532-1675
Biddyut Kanti	Dey	416-267-2969
Bidhan	Paul	647-448-2617
Bidhan	Saha	905-567-2960
Bidhan Chandra	Roy	647-299-3349
Bidhan Krishna	Saha	647-705-4708
Bidhu Bhushan	Chanda	416-821-3045
Bidhudata	Panigrahi	647-937-3297

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Bidyut	Mazumder	416-759-9412
Bidyut Kanti	Dey	416-267-2967
Bidyut Ranjan	Dey	416-438-8722
Bijit	Roy	416-993-6059
Bijitesh	Kundu	647-641-5546
Bijon	Nandy	289-997-2130
Bijon	Nandy	416-888-8450
Bijoy	Das	416-686-2736
Bijoy	Mondal	416-273-1481
Bijoy	Das	416-299-5960
Bijoy	Mandal	647-299-2277
Bijoy	Roy	647-498-7178
Bijoy Kumar	Debnath	416-686-4830
Bijoy Kumar	Paul	647-778-7679
Bijoy Shankar	Parial	647-688-5190
Bikash	Deb	416-269-6646
Bikash	Roy	416-427-3989
Bikash	Purkayastha	416-752-8416
Bikash	Sarker	905-306-1728
Bikash	Chodhury	226-268-2385
Bikash	Das	647-680-7290
Bikash	Ghosh	647-720-9316
Bikash	Podder	647-768-7629
Bikash C.	Halder	647-710-5677
Bikash Kanti	Rakshit	416-686-0920
Bikash Ranjan	Das	647-724-8493
Bikram Kirit	Roy	416-759-7907
Bimal	Bhowmik	212-673-1468
Bimal Chandra	Sarkar	416-699-9408
Bimal Kanti	Ghose	647-838-9758
Bimalendu	Chowdhury	416-686-0875
Bini	Saha	416-497-8316
Binku	Ghosh	416-536 4643
Binoy	Majumder	416-725-5652
Binoy	Das	647-545-1110
Binoy Kumar	Das	289-670-2193
Bipin Kumar	Roy	647-430-2432
Biplab	Chaudhuri	416-897-7782
Biplab	Shome	647-856-2334
Biplab	Bhattacharjee	905-855-1981
Biplab Kumar	Karmaker	647-330-0958
Biplob	Kar	416-686-3501
Biplob	Kar	416-855-2481
Biplob	Kar	416-884-2851
Biplob	Sarker	647-352-3029
Biplob Kumar	Saha	647-702-1211
Biprajit	Sanyal	416-752-1515
Biprasish	Chowdhury	416-242-9796
Bipresh	Paul	416-832-0349
Bipul Chandra	Debnath	416-750-0379
Birendra Nath	Bhattacharjee	647-351-2253
Bishnu	Dasgupta	902-423-8486
Bishnu Ranjan	Dey	416-792-6538
Bishnupriya	Bose	647-478-6131
Bishu	Ghosh	647-296-1273
Bishvajit	Paul	647-779-6690
Bishwarup	Dey	416-267-8925
Bishwarup Piklu	Dey	647-525-3670
Biswa Nath	Sur	416-698-4675
Biswa Nath	Sur	647-710-1534
Biswajeet	Rakshit	647-998-5016
Biswajit	Mitra	416-266-4192
Biswajit	Paul	416-755-0108
Biswajit	Datta	416-357-7890
Biswajit	Chowdhury	416-532-3491
Biswajit	Roy	416-833-4327
Biswajit	Roy	416-997-6472

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Biswajit	Paul	647-247-2188
Biswajit	Adhikari	647-345-4438
Biswajit	Roy	647-770-9383
Biswajit	Dutta	647-995-0715
Biswajit	Samadder	905-887-1039
Biswajit	Sen	905-938-0841
Biswajit (Dr.)	Paul	647-558-4168
Biswanath	Das	437-777-7945
Biswanath Chowdhury	Deb	416-861-8785
Biswyajit	Sarkar	519-265-0798
Biva	Roy	416-686-0436
Bivas	Talukder	780-901-9572
Bivash	Paul	416-546-0136
Bivash	Batabyal	416-755-4407
Bivash Chandra	Pandey	416-938-4486
Bonaj	Bhattacharjee	416-291-9641
Borendra	Sanyal	416-752-1515
Borna	Dutta	647-393-6031
Boshraloy	Baromash	416-659-1977
Braja	Patra	647-470-9165
Bratin	Dhar	905-858 2555
Brojogupal	Das	416-694-0958
Broti	Kar	416-296-4599
Broto	Sarker	905-306-1728
Brozo Gopal	Biswas	416-698-5655
Buddhadev	Guha	647-919-1256
Bulbul	Talukder	416-609-9806
C		
Chakraborty	Manoj	416-318-0214
Champa	Datta	416-265-4385
Champa Chowdhury	Roy	905-383-0852
Champak	Debnath	416-261-8632
Champak	Routh	905-434-5023
Chanchal Kumar	Saha	416-916-7428
Chanchala	Roy	437-344-5756
Chanda	Das	647-907-5308
Chandan	Chakraborty	416-431-1834
Chandan	Halder	416-270-6002
Chandan	Banerjee	416-493-6730
Chandan	Ghosal	416-985-8270
Chandan	Kumar	647-778-3676
Chandana	Tripathy	647-891-4383
Chandra	Bhattacharjee	647-351-2253
Chandra Shakher	Adhikary	647-784-6717
Chandrajyoti	Das	647-830-4121
Chandrika	Datta	905-507-1357
Chanmani	Dhar	905-685-5454
Charushi	Sen	416-403-4984
Chayan Kumar	Das	647-909-5266
Chayan Saha	Roy	647-760-4159
Chayanika	Dutta	416-497-5820
Chhanda	Dutta	416-499-4246
Chhandamoy	Khan	647-607-4639
China Rani	Saha	416-519-7670
Chinmoy	Das	647-341-4591
Chiranjib	Das	647-347-6227
Chiranjit	Basak	647-978-8335
Chitta	Saha	416-829-9719
Chitta Ranjan	Sikder	647-784-5739
Chitta Ranjan	Das	416-655-0996
Chndra	Dey	416-686-7445
Chondranadu Roy	Chowdhury	416-691-2109
Chopol	Routh	416-269-6646
Chowdhury	Suchitra	647-859-4977
Chowdhury Ranendra	Roy	416-845-5477
D		
D.	Das	416-724-9924
Dalia	Sen	647-717-1609

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Deb Kanti	Sarma	416-913-2461
Deb Kumar	Sarma	416-913-2461
Deb Ranjan	Datta	647-922-6495
Debabrata	Paul	647-203-5968
Debabrata Majumder	Ghosh	905-542-8107
Debajit	Paul	416-619-5251
Debal	Banerjee	905-272-2773
Debananda	Goswami	416-686 1594
Debangshu	Chakraborty	647-860-1022
Debangsu	Das	905-453-4073
Debanjan	Mookerjea	416-627-0197
Debapriya	Sen	416-551-2206
Debashis	Saha	416-498-4975
Debashis	Gupta	289-232-1719
Debashis	Roy	647-864-8112
Debashish	Basu	416-490-7537
Debashish	Chatterjee	416-941-9470
Debashish	Maitra	905-636-6896
Debashish	Kar	416-893-5955
Debashish	Roy	647-208-7439
Debashish	Biswas	647-449-7701
Debashish	Saha	647-836-7154
Debashish	Roy	905-465-3549
Debashish	Paul	917-889-5563
Debashish (Jishu)	Das	905-720-1672
Debasish	Roy	416-266-8094
Debasish	Das	647-706-8797
Debasish	Das	905-425-0174
Debasmita	Dam	647-993-0992
Debatosh	Chowdhury	416-693-4266
Debdulal	Karmaker	647-348-7552
Deben	Banerjee	647-768-8487
Debendu	Das	905-216-6177
Debesh	Mukherjee	647-680 0562
Debjit	Ghosh	647-966-6476
Debjoti	Basu	416-490-7537
Debobrata (Tomal)	Dey	416-286-2538
Debojit	Paul	416-996-1214
Debolina	Das	647-875-9043
Debraj	Biswas	416-431-2249
Debtosh	Sengupta	905-471 1785
Debu	Mukharji	416-423-7773
Debu	Dasgupta	519-265-7684
Deepa	Deb	647-986-3439
Deepabali	Randhawa	416-498-8654
Deepak	Dey	905-686-7137
Deepanjan	Lahiri	416-826-1709
Delip Kumar	Dutta	647-774-3311
Depankar	Sen	416-799 0169
Derek	Gray	289-521-2042
Devam	Das	647-741-4541
Devashish	Choudhury	416-266-9425
Devika Durga	Nath	647-347-7139
Devraj	Roy	647-341-5527
Dhiman	Chowdhury	416-289-9625
Dhiman	Das	647-219-0639
Dhiman	Chowdhury	902-492-4184
Dhip Zhilik	Roy	416-752-9355
Dhiren	Mukherjee	416-269-7986
Dhritiman (Badhon)	Chowdhury	416-693-9228
Dhruba Joyti	Datta	647-444-0973
Dhrubajyoti	Dasgupta	519-884-7026
Dibakar	Ghosh	437-779-3940
Dibya	Das	416-265-2439
Dibyendu	Saha	647-544-2195
Dibyendu	Manna	647-472-4232

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Dijendra	Das	905-453-4073
Dilip	Halder	416-287-1292
Dilip	Chakraborty	514-620-1569
Dilip	Banerji	519-763-1237
Dilip	Halder	647-430-1702
Dilip	Das	905-814-8047
Dilip	Roy	905-876-0750
Dilip	Sen	905-913-9458
Dilip Kumar	Saha	416-261-3013
Dilip Kumar	Das	416-968-7379
Dilip Kumar	Ghosh	647-345-2723
Dilip Kumar	Chakraborty	905-799-8931
Dilip Sinha	Roy	416-759-7907
Dinesh	Jain	416-696-0753
Dipa	Chowdhury	416-757-3968
Dipak	Sen	519-822-0672
Dipak	Sen	905-814-5935
Dipak Kumar	Das	416-551-0992
Dipak Ranjan	Adhikari	519-265-0676
Dipanjan	Biswas	647-829-9770
Dipanjan	Sengupta	905-963-1316
Dipankar	Datta	416-786-6269
Dipankar	Das	289-752-3173
Dipankar	Palit	416-298-9917
Dipankar	Mallik	416-491-6110
Dipankar	Ganguli	905-771-8064
Dipankar Gupta	Das	647-655-7700
Dipankar Karmakar	Ray	416-876-2760
Dipesh	Chowdhury	647-303-5363
Dipika	Ghosh	416-543-7948
Dipika	Shah	416-609-8984
Dipika	Ghose	647-784-6405
Dipita Kristy	Roy	647-839-7799
Diponkar	Das	905-453-4073
Dipozzwal	Sen	647-447-8998
Diptendu	Tito	416-464-9565
Diptendu	Talukder	905-655-0498
Dipti	Biswas	647-342-4354
Dipti Rani	Sen	416-574-6595
Dipto	Paul	705-970-3215
Dipyan	Datta	647-822-2465
Dolan Singha	Roy	416-759-5395
Dora	Biswas	647-770-8717
Dulal	Bhowmik	437-770-3486
Dulal Chandra	Paul	416-361-0382
Dulal Chandra	Saha	519-504-9530
Durjoy	Debnath	647-766-4433
Dwijendra	Saha	647-782-9696
Dwijendra Kumar	Das	905-497-6082
Dwipyan	Datta	416-264-8151
E		
Elona	Chakraborty	416-757-1675
Elora	Biswas	647-786-2024
F		
Fa Tien	Hou	416-332-1457
Falgu	Dasgupta	416-502-9733
Fani	Karmaker	416-757-7601
Farhana	Pallab	416-710-3648
Farhana	Mulla	416-686-9854
G		
Gadab	Gosh Bishawas	416-699-8114
Ganesh Chandra	Bhajan	647-866-5000
Gauri Majumder	Ghosh	905-542-8107
Gautam	Banerjee	416-265-8180
Gautam	Paul	416-882-5467
Geeta	Datta	416-884-7374
Ghosh	Netai	647-897-7061

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Gita	Rakhit	416-293-5822
Gita Rani	Ghosh	647-629-2069
Gitali	Sengupta	905-785-2281
Gnanendra	Acharjya	905-204-0016
Gobinda	Biswas	416-686-4205
Gobinda	Debnath	647-972-8841
Gokul	Biswas	416-363-5149
Gopa	Chowdhury	416-289-6934
Gopa	Chakravorty	416-762-3259
Gopal	Saha	416-519-7670
Gopal	Barman	416-698-8062
Gopal	Bhandari	647-284-8129
Gopal K.	Saha	416-757-1266
Gopi	Das	416-752-3575
Gosna Rani	Nath	647-570-8601
Gour	Sur	519-252-5301
Gour Pado	Saha	289-997 5094
Gour Shankar	Saha	416-498-6360
Gouranga Chandra	Dhar	647-764-2472
Gouri	Debnath	416-750-0379
Gouri	Mukherjee	647-343-6836
Gouri	Barai	647-719-5443
Gouri	Gosh Bishawas	416-699-8114
Gourob	Podder	647-878-8202
Goutam	Choudhury	647-875 8414
Goutam	Majumdar	416-312-7057
Goutam	Dhar	647-780-0440
Goutam	Adittya	647-780-8910
Goutam	Sarker	916-519-6414
Goutom	Sarker	416-519-6414
Goutom	Paul	647-345-6479
Gregory	Gomes	416-856-3270
Gunendra Kumar	Chakraborty	416-732-3598
Gupesh Chandra	Saha	647-342-4970
Gupta	Das	416-266-4192
Gupta Jay	Das	416-429-8781
H		
Haran	Vijayanathan	416-529-7161
Hasu Paritra	Sarker	416-264-6038
Heemel	Chowdhury	416-819-3900
Helena Guha	Roy	416-693-8654
Hemanto	Das	416-716-9323
Hemlata	Pandey	780-962-8054
Himadri	Talukder	416-858-6643
Himangshu (Tinku)	Sarkar	647-669-9460
Himangshu	Bardhan	647-964-7525
Hirak	Chatterjee	647-871-5981
Hirak Kumar	Shakhari	416-251-9098
Hiralal	Paul	647-745 1981
Hiren	Datta	647-350-3303
Hirok	Deb	613-661-3648
Hirok	Bhattacharjee	905-340-0314
Hiron C.	Ghose	416-492-8638
Hiron K.	Banerjee	416-282-1615
Hitesh	Bhardwaj	416-568-9893
Hiya	Roy	416-836-9670
Hridya	Mandal	905-430-8020
Hrishikesh	Sen	647-923-3241
I		
Imon	Das	416-686-2736
Indira	Roy	416-498-4975
Indira	Dutta	416-247-7403
Indrajit	Basak	416-386-1759
Indrajit	Mitra	416-258-4786
Indrajit	Sen	416-668-5580
Indrajit	Roy	416-686-9641
Indrajit	Chakraborty	905-216-4145

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Indrani	Adhikary	416-624-2027
Indrani Das	Mazumder	647-390-3142
Indrani Gupta	Das	416-519-5791
Indranil	Nath	647-640-7244
Ipshita	Majumdar	647-764-0476
Ira	Sen	416-441-1297
Iresh	Deb	905-339-1248
Ishani	Banerjee	647-391-2936
J		
J. N.	Biswas	905-997-5684
Jadab	Malakar	289-234-1282
Jagadindra	Chaudhury	905-891-2656
Jagannath	Pal	416-679-1743
Jagannath	Thakur	416-226-1592
Jahar Lal	Chakraborty	416-368-7252
Jahar Lal	Paul	416-551-1109
Janardhan	Baral	905-522-6086
Janmajit Deb	Chowdhury	416-686-4250
Jashn Singh	Sokhey	647-978-7046
Jassica	Dutta	416-427-5084
Jatindra Mohan	Das	647-532-9661
Jay	Dasgupta	416-429-8781
Jaya	Swaraswati	416-686-3932
Jaya	Roy	905-855-5063
Jaya Rani	Saha	416-929-5347
Jayanta	Mitra	416-690-2677
Jayanta	Banerjee	905-497-9497
Jayanta Kumar	Singha	647-771-0032
Jaydip	Paul	647-292-7866
Jesu	Chowdhury	416-535-5855
Jhantu	Debnath	416-363-5149
Jhantu Kumar	Saha	647-891-6610
Jharna	Das	416-447-9432
Jharna	Das	416-491-9281
Jharna	Mille	416-696-5485
Jharna	Ghosh	416-759-2802
Jhuma	Ghosh	416-422-5752
Jhumon	Mojumder	647-574-1500
Jibendu	Dhar	416-915-6013
Jibendu Nupur	Dhar	416-915-6013
Jogendra Kumar	Dam	614-825-1522
Josh	Prentice	647-502-6821
Josthna	Sarker	905-693-6555
Joy	Shaha	416-546-4882
Joy	Mukherjee	416-621-2829
Joya	Dutta	647-656-0414
Joya Dutta	Senapati	647-968-0544
Joya Roy	Chowdhury	416-665-3150
Joyanta	Banik	416-615-0551
Joyanta	Mukherjee	416-519-0973
Joyanta Dutta	Purkayastha	416-686-9222
Joyashri	Sengupta	416-242-2307
Joybrata	Mondal	647-896-6109
Joydeb	Dutta	416-929-1454
Joydeep	Dhar	905-427-7510
Joydev Chowdhury	Roy	905-383-0852
Joyeeta	Biswas	416-686-7486
Joysree	Dey	416-264-6243
Juli	Das	647-704-7186
Julia	Sen	416-520-4318
Julie	Mukharjee	416-797-0642
Juthika	Barua	416-269-1020
Juton	Tarafder	514-962-9564
Juton	Tarafdar	514-962-9654
Jyoti Ranjan	Sengupta	416-269-8842
Jyotirmay	Datta	647-352-5016
Jyotirmoy	Roy	416-243 3090

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Jyotirmoy	Ray	416-243-3090
Jyotirmoy	Mallik	416-755-3614
K		
Kaberi	Debnath	709-576-5501
Kabindra	Deb	416-363-8994
Kabita	Dhar	416-659-1977
Kabita	Goswami	416-747-7138
Kabita	Batabyal	647-352-4622
Kabita Datta	Purukayastha	416-686-9884
Kajal	Debnath	416-662-6014
Kajal	Roy	416-836-4741
Kajal Kumar	Ghosh	647-975-6434
Kakali	Dasgupta	416-895-4939
Kakoli	Chakraborty	416-494-7437
Kalidas	Paul	416-755-0108
Kallol	Dasgupta	416-502-9733
Kallol	Ghose	416-877-2744
Kalpana	Ghosal	905-669-5090
Kalpana	Das	905-861-9489
Kalyan	Sarkar	416-226-3809
Kalyan	Datta	416-266-6433
Kalyan	Biswas	519-888-9891
Kalyan	Shome	905-458-6481
Kalyani	Mazumder	416-421-2500
Kamal	Saha	416-652-9536
Kamal	Burman	519-759-4560
Kamal	Chakraborty	905-574-9521
Kamal Krishna	Banik	416-809-8236
Kamol	Pramanik	647-205-6156
Kamol Krishna	Pramanik	647-525-1044
Kamonashis	Kar	416-831-6372
Kamonasish	Chakraborty	647-781-2710
Kana	Das	647-848-4900
Kanak	Debnath	416-264-8729
Kanan	Barua	905-508-1295
Kanchan	Chatterjee	647-823-6829
Kanchan	Sutar	416-298-2990
Kanchan	Purohit	416-848-7422
Kanchan	P	519-954-7943
Kandia	Sivasothy	416-723-9112
Kankan	Bhattacharjee	647-346-1564
Kankar	Bhattacharya	519-575-5136
Kanon Bala	Paul	416-266-5434
Kanta	Das	647-770-8717
Kanta	Banik	647-272-8530
Kapil	Datta	647-994-2816
Karabi	Moitra	647-350-8313
Karuna	Biswas	905-938-8451
Karunamoy	Goswami	647-465-1725
Karunesh	Saha	646-643-0908
Kaushik	Chatterjee	416-493-1338
Kaushik	Shukla	905-201-5735
Kaushik	Roy	905-554-0258
Kaushik	Bera	905-755-0004
Kaushik (Dr.)	Kayal	416-856-0682
Kaushik Ranjan	Datta	416-686-0399
Kazal	Deb	416-261-8379
Kazal	Roy	416-834-9298
Kedar	Lahiri	416-562-6446
Keshab	Datta	416-686-0399
Keshab	Paul	416-534-3987
Keya	Kundu	416-267-6251
Khasnobish	Leena	647-548-5284
Khokon Kanti	Das	416-519-2227
Khushi Mohon	Paul	416-266-0698
Kinjal	Sengupta	647-081-0582
Kinku	Das	647-781-3446

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Kiran	Deb	905-524-5942
Kirit Sinha	Roy	416-855-2433
Kobi	Banerjee	416-491-9297
Kohinoor	Chowdhury	416-289-9044
Kolyan	Roy	905-625-5744
Komola Kanto	Dey	905-453-0054
Kona Roy	Chowdhury	905 239-1018
Konica	Pall	647-766-4238
Koushik	Sarker	416-451-3747
Koushik	Chatterjee	416-931-3089
Koushik	Sarker	647-609-6240
Kripesh	Paul	514-562-0445
Krishikesh Das	Gupta	289-684-9559
Krishna	Dey	416-261-4052
Krishna	Chowdhury	416-693-4266
Krishna	Roy	647-783-1246
Krishna	Banerjee	905-780-9250
Krishna	Deb	416-432-5102
Krishna Bandhu	Das	416-698-6488
Krishna Bandu	Nath	647-771-3467
Krishna Pada	Chakraborty	289-997-1079
Kshitish	Sarker	647-693-0011
Kshyama	Nayak	416-298-5742
Kumar	Nath	647-202-6032
Kumar	Saha	647-342-0070
Kumkum	Chakrabarty	519-824-3492
Kunal	Sarkar	416-801-9531
Kunja	Saree	647-204-8383
Kuntal	Das	416-602-6003
Kuntal	Chakraborty	647-654-1556
Kuntal Kanti	Paul	416-752-2744
Kusum	Barua	905-605-3500
L		
Laboni	Das	647-346-9424
Lakshman	Sarker	416-551-9672
Larry	Smet	416-707-4132
Lata	Biswas	416-698-5655
Laxmi	Saha	416-436-4940
Leena	Ghosal	416-698-8336
Lekha	Das	905-930-7886
Lilloutie	Yognauth	647-225-7418
Limon	Roy	647-549-3455
Lina	Tapashi	647-720-1911
Lipi	Bose	647-350-6843
Lipika	Deb	416-216-7012
Lipika	Sarker	647-853-0844
Lipton	Sarker	416-886-5739
Lipton	Minku	647-430-2307
Liton	Ghosh	416-368-9750
Liton	Shaha	416-827-2095
Liton	Chakraborty	519-781-3259
Lovely	Dey	647-707-0385
Lucky	Sarker	647-558-9107
Lucky	Sarker	647-622-7353
Luxmi	Dutta	416-694-6664
M		
M	Kappally	647-740-5539
Madan Hohan	Mahato	647-546-4274
Madan Mohan	Das	416-903-4555
Madhu Shudan	Saha	905-454-1810
Madhumita Datta	Chowdhury	647-868-2779
Madhusree Gupta	Das	416-750-3623
Madumita	Datta	647-201-5281
Mahadev	Chakraborty	416-686-4715
Maharaj	Nath	647-347-7139
Mahesh	Gayakavada	647-740-8624
Mainak	Sen	416-269-0473

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Majibur	Molla	416-857-2964
Mala	Rauth	416-698-4123
Malay	Das	416-491-9201
Malay	Ghosh	647-430-0882
Malini	Bakshi	647-656-0873
Mallika Deb	Chowdhury	647-827-0212
Mamata	Banik	416-615-0551
Mamata	Barman	905-279-0668
Mamata Das	Gupta	289-684-9559
Manabeswar	Bagchi	416-762-0185
Manas	Ghosh	289-696-4514
Manas	Shome	780-435-9507
Manas Kumar	Dhar	416-519-8123
Manash	Bhattacharjee	416-551-8509
Manashi	Paul	416-694-2231
Manasi	Adhikari	519-265-0676
Mandira	Purkayastha	416-752-8416
Manick	Roy	416-286-8357
Manik	Chanda	647-347-5212
Manik	Das	416-759-2551
Manik Lal	Biswas	647-342-5780
Manika	Biswas	416-287-8287
Manika	Dey	647-848-2464
Manish	Paul	647-283-5226
Manju	Roy	905-738-9854
Manjula	Das	905-273-5661
Manmath	Chowdhury	647-609-8684
Manoj	Basak	416-269-5376
Manoranjan	Talukder	416-693-0429
Mantu	Saha	905-669-7971
Manujendra	Saha	905-230-9255
Maria Lea	Saini	416-269-6435
Matilal	Deb	416-216-7012
Matilal	Deb	416-857-0761
Maya	Roy	647-921-7944
Meera	Rakshit	416-269-4727
Meghna Roy	Mondal	437-344-5560
Melon	Paul	647-727-5195
Mihir	Dasgupta	416-291-4648
Mihir	Das	416-525-5607
Mihir	Ray	416-686-3752
Mihir Lal	Dey	416-850-2713
Mihir Lal	Dey	647-774-5844
Milan	Chakrabarty	647-340-2382
Milan	Saha	647-863-5673
Mili	Deb	416-363-8994
Milon	Dhar	438-930-6724
Milon Kumar	Dev	647-956-0740
Milon Rani	Roy	416-752-9355
Milton	Das	289-464-5141
Milton	Das	905-551-0261
Minakshee	Chatterjee	416-550-4547
Minakshmi	Dutta	416-792-9417
Minoti	Majumder	416-693-0429
Minoti	Saha	416-827-1549
Mintu	Barman	613-542-0199
Minu	Chakraborty	416-250-6577
Mira	Chowdary	416-698-0671
Mira Rani	Parai	403-343-4712
Mita	Das	416-850-2713
Mita	Saha	416-916-7428
Mitali	De	519-884-8329
Mithu	Nath	212-673-1468
Mithu	Sengupta	416-269-8842
Mithu	Shome	416-759-9573
Mithu	Das	416-877-5395
Miton	Parial	416-721-1497

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Miton Ranindra	Chowdhury	416-267-1424
Mitra	Sen	416-441-0253
Mohammad Moazzam	Hossain	519-495-4780
Mohan	Sarker	416-574-6595
Mohan	Sarker	647-558-9107
Mohan	Seal	647-294 1177
Mohitosh Chowdhury	Roy	416-901-0683
Mohon	Ganguli	647-284-0786
Mohona	Siddiqua	647-289-2472
Molay	Ghosal	647-772-3952
Moni	Mittra	416-901-1088
Monica	Ganguly	647-720-3103
Monika	Basak	416-356-5463
Monish	Bhowmik	905-635-8496
Monjuli	Sanyal	416-752-1515
Monjuri Gupta	Das	905-231-3165
Monoj Kanti	Roy	416-446-0162
Monoranjan	Karmakar	647-447-9080
Monty	Chowdhury	416-955-4657
Monujendra	Saha	519-630-0409
Moumita	Dutta	519-694-1984
Moumita	Chowdhury	647-517-4043
Moumita	Chowdhury	647-868-1411
Moushumi	Sarker	416-691-9460
Moushumi	Chakraborty	416-698-9216
Moushumi	Das	647-347-1025
Moushumi	Dey	289-201-5540
Moushumi	Purkayastha	647-640-4603
Moushumi	Barua	905-773-9208
Mousumi	Dey	416-708-3989
Mousumi	Saxena	647-409-3887
Moutushi	Chowdhury	416-267-1424
Moyna	Das	416-265-3371
Mridul	Shome	647-672 9573
Mridul	Dey	416-491-1937
Mridul	Chowdhury	416-587-1576
Mridul Kanti	Chowdhury	905-232-1596
Mrimmoy	Paul	416-876-2073
Mrinal	Debnath	416-265-4813
Mrinal	Patra	905-533-0152
Mrinal K.	Chowdhury	416-289-3753
Mrinal Kanti	Talukder	647-882-8165
Mrinal Roy	Dutta	416-767-1705
Mrinmoy	Moulik	647-786-0758
Mrinmoy	Bhakta	647-970-2184
Mrityunjoy	Saha	647-977-4486
Mukesh	Roy	416-271-8306
Mukesh	Vijay	416-601-2798
Mukhta	Routh	416-588-0358
Mukta	Saha	416-698-9195
Mukta	Roy	416-769-6448
Mukti	Saha	416-425-6124
Mukti	Shome	416-752-2744
Mukti Rani	Sarker	306-684-3349
Mukti Rani	Prosad	647-532-5458
Muktimoy	Paul	867-445-5512
Mukul	Pramanik	416-457-5795
Mukul Ranjan	Ghosh	647-712-8416
Munmun	Roy	416-537-4689
Munmun	Chatterjee	647-993-4921
N		
Naba Kumar	Sarker	647-622-7359
Nabanita	Dutta	647-667-6082
Nabarun	Kar	905-239-8007
Nabarun	Chaudhuri	905-567-3339
Nabendra	Das	514-935-6926
Nabin Kumar	Bala	416-750-1557

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Nabonita	Choudhury	416-752-6943
Nakul Chandra	Dey	416-261-4052
Namita	Dutta	647-833-3247
Namita Rani	Bairagi	416-267-7123
Nandan	Chowdhury	416-516-8713
Nandan	Choudhury	416-516-8715
Nandan	Paul	647-832-9081
Nandini	Roy	416-219-1204
Nandita	Sen	416-431-3037
Nandita	Das	416-431-9544
Nandita	Gain	416-755-0108
Nandita	Datta	647-351-6205
Nandita	Nag	647-526-8868
Nani Gopal	Debnath	416-296-0958
Narayan	Chatterjee	416-745-1914
Narayan	Debnath	647-340-7727
Narayan Chandra	Sarker	647-622-7945
Narayan Chandra	Paul	647-351-2691
Narayan Chandra	Sarker	856-888-2177
Naren	Chakrabarti	519-474-1622
Naresh	Vempala	647-287-7984
Nataraj	Sen	416-229-9753
Nayan Kumar	Sarkar	416-829-9826
Nayon Kumar	Roy	416-836-4874
Nayon Kumar	Roy	917-724-3411
NB	Bhowmik	647-221-9884
Neiladree	Roy	416-265-5852
Nepal	Roy	416-798-4098
Netai Chandra	Paul	905-799-3166
Nibaydita	Biswas	647-781-7195
Nicolas	Johnson	416-878-4218
Nidhu Ranjan	Das	514-762-2700
Nihar	Saha	416-622-5995
Nihar	Biswas	416-653-9229
Nihar	Sircar	905-889-9672
Nikesh	Amit	905-232-0404
Nikhil	Sarker	437-777-9055
Nikhilesh	Roy	416-265-5381
Nilakshi	Dutta	416-825-6973
Nilanjan	Banerjee	905-625-4311
Nilanjana	Chanda	289-933 2825
Nilanjana	Mukherjee	647-464 9242
Nilay	Saha	905-794-7229
Nilay	Kumar	416-861-9181
Nilima	Debnath	416-296-0958
Nilima Gupta	Das	416-630-0005
Nill Ratan	Debnath	416-755-2983
Nilotpal	Das	647-759-4806
Niloy K.	Sen	416-431-3037
Nilutpal	Debnath	647-966-2854
Nina	Sarker	416-694-8463
Nipa	Biswas	416-493-3367
Nipa	Paul	437-777-9229
Nipendu	Biswas	416-266-2157
Nipu	Choudary	416-698-0671
Niranjan	Biswas	416-265-2743
Niranjan	Roy	416-265-5381
Niranjan	Sarker	416-265-1709
Niranjan	Sil	647-295-4042
Niranjan	Das	647-575-9214
Niranjan Kumar	Mandal	416-686-6469
Nirdosh	Sharma	647-230-3592
Nirendra	Saha	437-992-6651
Nirjhar	Biswas	647-989-6797
Nirjhendu Shekhar	Mitra	416-363-4653
Nirmal	Kar	416-269-4599
Nirmal	Das	514-735-3558

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Nirmal	Sarker	647-769-5468
Nirmal	Pal	905-813-0559
Nirmal Chandra	Sarker	416-261-4185
Nirmal Kanti	Paul	647-994-3026
Nirmal Kanti	Shome	647-772-0853
Nirmal Kumar	Sarkar	416-686-3557
Nirmala	Panda	416-284-0386
Nirmala	Sharma	647-760-4652
Nirmalendu Bikash	Bhowmik	647-221-9889
Nironjan K.	Roy	416-604-9115
Nishchint	Vohra	416-269-7810
Nishi Kanta	Paul	437-777-9229
Nishit	Saha	416-431-1757
Nisith	Roy	905-500-2541
Nita	Bhattacharjee	416-281-6156
Nita	Kang	647-287-6482
Nitai	Debnath	416-901-5919
Nitai	SAHA	647-977-4486
Nitai Kumar	Sen	416-686-7177
Nitin	Sharma	647-273-3120
Nitish	Biswas	416-698-6787
Nitish	Roy	905-851-7356
Nitish Ranjan	Hore	416-264-9294
Nitta Gopal	Saha	416-519-5208
Nitu	Mukherjee	905-336-5906
Nobarun	Dey	647-877-7411
Nomita	Ghosh	416-389-4719
Nomorendu	Deb	647-720-3062
Nupur	Parial	416-694-6654
Nupur Kumar	Roy	416-686-2524
O		
Onikesh	Mondal	416-546-2479
Oyshee Ahana	Saha	416-916-7428
P		
P.	Sharma	416-272-2360
P.	Chakravorty	905-737-9869
P.	Biswas	905-821-7507
P. N.	Bishui	905-415-0336
Paban	Saha	718-441 2454
Pabitra Kumar	Sarker	416-264-6038
Pabitra Kumar	Ghosh	647-461-7226
Palash	Ghosh	416-755-3838
Palash	Paul	647-994-3026
Palash	Bose	416-402-2265
Palash	Bhar	647-884-6482
Palash Kumar	Banerjee	647-857-8959
Pally Rani	Chowdhury	416-248-6424
Paltu	Sikder	905-794-8763
Pampa	Das	647-608-3501
Pankaj	Mitra	416-439-1140
Pankaj	Bhattacharjee	647-272-2094
Pankaj Kumar	Chanda	647-656-2892
Panna Lal	Podder	647-340-3237
Papia	Sen	905-995-1742
Papiya	Chakraborty	905-804-0714
Paplu K.	Das	647-435-8645
Parames	Misra	416-287-1604
Paran	Datta	647-339-7143
Parasar	Das	416-702-3038
Paresh	Halder	416-287-9210
Paresh (Dr.)	Chakraborty	416-299-8023
Paresh (Dr.)	Sen	613-634-0327
Paresh C.	Karmakar	647-342-7177
Paresh Roy	Chowdhury	416-519-5791
Parimal	Das	416-694-6664
Parimal	Debnath	416-752-4168
Parimal	Dey	416-269-9723

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Paritosh	Paul	519-829-3837
Parmila	Kataria	647-991-8055
Parna	Bhattacharjee	416-686-9073
Paromita	Das	416-312-6231
Partha	Datta	647-267-7740
Partha	Sarathi	647-687-1292
Partha	Chatterjee	905-493-2122
Partha Pratim	Chakraborty	416-698-8336
Partha Roy	Chowdhury	416-551-1345
Parthasaraathi	Roy	905-695-1612
Parthasarathe	Podder	647-784-1334
Parthasarathy Gupta	Das	416-700-2747
Parthi	Kandavel	416-271-7492
Pathik	Paul	647-700-8920
Pathik	Paul	416-214-0542
Pathik	Sen	647-898-5048
Pathikrit	Ghosh	416-494-7433
Patra	Braja	647-470-9165
Payal Satishkumar	Patel	416-554-6449
Payel	Bhowmik	905-956-2735
Payel Deb	Chowdhury	416-686-4250
Phani Bhushan	Kar	416-269-4923
Pia	Dey	416-614-6521
Piali	Roy	416-778-9848
Pijus Kumar	Sarker	416-737-5339
Pijush	Mitra	416-742-5504
Pijush	Debnath	647-554-9713
Pinaki	Bhattacharjee	647-883-3747
Pinaki	Das	905-267-0303
Pinki	Kanango	647-505-2006
Pintu	Mishra	647-871-0725
Piya Rani	Saha	416-752-5397
Pobitra	Das	416-694-6664
Pooja	Kesh	647-346-6130
Popy	Datta	416-264-8151
Popy	Bhattacharjee	647-274-0126
Popy	Saha	647-720-9348
Poritosh	Mazumder	416-365-9408
Poritosh	Roy	519-341-1797
Prabhat	Chatterjee	905-497-6562
Prabhu	Das	416-236-1936
Prabir	Bhowmik	519-265-7741
Prabir	Kar	647-865-1770
Prabir	Das	905-457-5963
Prabir Kumar	Roy	416-757-8097
Prachi	Basak	647-633-9479
Pradeep	Mondal	416-778-9993
Pradeep	Bhadra	647-515-4793
Pradip	Ray	416-286-8373
Pradip	Debnath	416-884-7164
Pradip	Halder	647-628-4671
Pradip	Sarkar	647-949-0900
Pradip	Acharjee	905-799-4743
Pradip	Goswami	905-963-1505
Pradip Kumar	Saha	416-698-9195
Pradip Kumar	Sarker	905-956-1690
Pradipan	Bhattacharya	647-216-1183
Pradipta	Datta	905-507-1357
Praduth	Paul	647-780-3048
Praduyt	Chakraborty	905-201-5033
Pragma Laboni	Roy	416-752-9355
Prajita	Paul	905-799-3166
Prakash	Chowdhury	647-201-9820
Pramtosh	Chowdhury	647-203-6014
Pran Krishan	Das	416-750-7938
Pran Krishna	Das	416-910-1298
Pranab	Dutta	647-984-7040

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Pranab	Basu	437-988-2105
Pranab	Das	613-929-8003
Pranab	Mitra	905-554-7361
Pranabendu (Dhrubo)	Chakraborty	516-637-1474
Pranamita	Dutta	416-303-9063
Pranesh Chandra	Das	647-242-0146
Prantik	Saha	416-622-5995
Prantosh	Sengupta	519-542-8937
Prarana	Biswas	647-550-9437
Prasad	Banerjee	905-837-5426
Prasad-Rupa	Banerjee	416-975-3976
Prasanta	Mukharjee	289-938-5404
Prasanta	Sarkar	416-490-6207
Prasanta	Das	647-892-2439
Prasanta	Podder	905-507-6720
Prasanta K.	Das	416-519-2227
Prasenjit	Roy	416-999-9429
Prashanta	Sarkar	647-740-8130
Prashanta Kumar	Saha	647-349-2711
Prasun	Biswas	647-786-6431
Pratap Kumar	Som	905-568-0623
Pratik	Saha	416-519-5208
Pratik	Shah	416-828-7565
Pratik	Saha	647-470-4285
Pratima	Das	905-522 6086
Pratima	Deb	905-634-1922
Praveen	N/A	647-704-3145
Preesha	Das	416-579-7299
Preeti	Sharma	416-577-8178
Preetpal	Singh	647-965-4987
Prem	Jagga	905-568-8242
Premjit	Saha	416-875-3093
Priotush	Gope	416-834-4643
Priotush	Tarafder	647-834-4643
Pritam	Dey	416-267-2969
Pritam	Chowdhury	647-883-9460
Prithwiraj Kumar	Nath	647-347-7139
Prithwish	Halder	647-339-7486
Pritim	Saha	647-786-1040
Pritish	Halder	647-834-6107
Pritish Kumar	Roy	416-284-6151
Pritom Sekhar	Dey	647-607-8786
Priya Ranjan	Sarkar	647-632-5321
Priyanka	Debnath	416-878-9713
Priyanka	Debnath	416-880-5125
Priyanti	Bhowmick	647-702-9956
Priyatosh Bhowmik	Roy	647-702-9956
Probal	Sarker	416-757-1858
Probal	Chowdhury	647-678-3994
Probal Chandra	Roy	647-710-6194
Probir	Khaskel	647-274-6857
Probir	Ghosh	647-348-3049
Probir Chandra	Chatterjee	905-271-0830
Prodip	Roy	416-836-9670
Prodip	Paul	519-880-8846
Prodip	Das	416-368-6112
Prodip	Saha	416-686-8584
Prodip	Dey	416-801-3950
Prodip	Roy	647-609-4408
Prodip	Dey	905-451-3950
Prodip Kumar	Das	416-532-7291
Prodip Kumar	Lahiry	519-571-8610
Prodipto	Chatterjee	905-686-9290
Profulla Chandra	Debnath	416-294-6805
Profulla Chandra	Debnath	416-414-5816
Prokash	Mondal	905-839-1947
Promil	Sarkar	416-755-9160

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Pronob	Guin	647-621-1839
Pronobesh	Podder	416-454-3280
Pronoti	Gope	416-536-4543
Prosanta	Mondal	306-886-6590
Prosanta	Sarder	437-999-8840
Prosenjit	Chatterjee	416-509-2444
Protik	Das	416-616-6026
Protima	Ghosh	647-244-1574
Protima	Ghosh	647-571-9378
Provat	Deb	705-929-7695
Pulin	Mondal	647-351-5442
Purabi	Nath	647-342-5307
Purabi	Pal	905-770-9761
Purba	Dutta	647-949-8329
Purbali	Kundu	416-570-7513
Purnima	Ghosh	416-925-9724
Purnima Laik	Chakraborty	905-201-5033
Purnima Rani	Biswas	416-266-5044
Purnima Rani	Majumdar	647-501-4015
Purnupama	Saha	587-969-3900
R		
R	Sen	647-886-7320
Rabi	Biswas	416-840-4645
Rabi Gopal	Biswas	416-750-1769
Rabindra	Bhowmik	306-684-3349
Rabindra	Bhattacherjee	519-663-2136
Rabindra Nath	Basu	416-490-7537
Rabindra Nath	Das	416-269-6436
Rabindranath	Ghosh	416-422-5752
Rahul	Saha	416-929-5347
Rahul	Dutta	306-262-6218
Rahul	Brothakur	647-869-1757
Rahul	Kapur	905-275-4659
Raima	Ghosh	416-786-9410
Raj	Dwobay	416-754-2134
Raj	Gosh Bishawas	416-699-8114
Raj	Siva	416-827-8838
Raja	Ghosh	289-238-7921
Raja	Paul	905-591-5007
Rajarshi	Dasgupta	647-604-1634
Rajarshi (Dr.)	Ghosh	416-301-2304
Rajashree	Basu	905-459-6845
Rajshree	Gosh Bishawas	416-699-8114
Rajat	Paul	416-266-5434
Rajat	Chakrabarty	416-454-6654
Rajat Kumar	Mitra	905-804-0305
Rajeev	Saini	416-816-8929
Rajeev	Dutta	416-951-1393
Rajendra	Banerjee	416-596-1170
Rajesh Kanti	Pramanik	416-266-5044
Rajesh Kumar	Saha	647-674-1845
Rajib	Chowdhury	647-504-6437
RAJIB	DAS	416-873-0254
Rajib	Saha	416-999-7858
Rajib	Roy	647-262-4124
Rajib	Dey	647-823-3495
Rajib	Saha	905-239-8976
Rajib	Banerji	905-915-3619
Rajib K.	Mitra	519-745-7445
Rajib Kumar	Ghosh	416-264-0160
Rajib Kumar	Chowdhury	647-716-4023
Rajiv	Das	647-607-3215
Rajiv	Sen	647-995-6445
Raju	Sen	416-686-8591
Raju	Deb	647-629-3031
Raka	Pisharoty	416-451-5295
Rakhal	Sarker	519-822-8986

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Rakhi	Adhikari	416-269-9591
Rakhi	Ghosh	647-300-2158
Raktim	Mitra	416-929-9803
Ram K.	Talukder	647-282-1203
Ram Krishna	Bera	226-978-8828
Ramanuj	Bhowmik	416-993-3221
Ramapada (Mintu)	Paul	416-261-8916
Ramen Roy	Chowdhury	905-230-2287
Ramendra Nth	Paul	416-699-3641
Ramesh	Saini	416-551-5414
Ramesh	Dhali	416-751-6516
Ramyangshu Roy	Deb	416-265-5852
Rana	Bhattacharyya	416-551-3554
Rana	Chowdhury	416-267-1424
Ranajit	Dash	416-751-6460
Ranajit	Das	613-843-1141
Ranen	Banerjee	905-780-9250
Ranen	Ghosh	416-691-8058
Ranendra	Chowdhury	416-267-1424
Ranendra	Roy	416-916-6661
Ranendra	Debnath	416-266-1422
Ranendra	Bhattacharya	905-471-0774
Rangalal Deb	Chowdhury	647-609-3043
Ranjan	Roy	416-265-1455
Ranjan	Das	416-995-0702
Ranjana	Mitra	905-366-4938
Ranjit	Ghosh	416-281-0955
Ranjit	Bhattacharjee	416-686-9073
Ranjit	Kundu	416-699-3743
Ranjit	Shil	416-768-4424
Ranjit Kumar	Ghosh	416-925-9724
Ranjit Kumar	Ghosh	647-571-9378
Ranjita	Ghosh	289-218-6172
Ranu Prava	Sikder	416-439-4064
Ratan	Roy	416-453-1747
Ratan	Roy	416-693-7301
Ratan	Dhar	514-973-6490
Ratan	Chakraborty	647-346-7877
Ratan K.	Saha	416-691-4503
Ratan Kumar	Nath	647-570-8601
Ratan Kumar	Roy	647-847-4244
Ratan Kumar	De	647-878-0592
Rathin	Basu	416-498-5806
Ratna	Kundu	905-286-9253
Ratnadip	Nandy	416-792-8772
Raton Kumar	Ray	416-703-4693
Ratul	Bhattacharya	647-970-6754
Ravi	Charan	647-537-0431
Raymond	Garrison	416-514-1481
Razib	Guha	647-504-6437
Razib Chandra	Ghosh	647-771-1841
Reet	Chowdhury	647-774-4397
Reeta	Biswas	416-423-7773
Regan	Saha	647-774-3317
Rekha	Mukherjee	416-298-5601
Rekha	Chowdhury	416-693-9228
Rekha	Paul	647-448-2617
Rekha	Chatterjee	416-814-1406
Rekha	Pathak	416-855-5289
Reshmi	Majumder	416-917-9681
Rigan	Deb	416-269-6646
Rina Rani	Das	416-499-1982
Rini	Chakravorti	416-508-7473
Rinku	Das	416-694-6664
Rinku	Choudary	416-698-0671
Rinku	Sharma	647-273-3120
Rita	Maitra	905-636-6896

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Rita	Biswas	416-269-0397
Rita	Roy	416-537-3295
Rita	Chakraborty	416-693-2799
Rita	Sen	905-428-9111
Riti	Mandal	416-261-3449
Ritusree	Ghosh	647-770-7511
Ritwik	Roy	416-693-0910
Robert	Khasnabish	416-482-1223
Robin	Ghosh	647-381-5753
Rohit	Das	146-269-6436
Roma	Ghosh	416-407-4041
Romi	Sen	647-808-0405
Ron	Banerjee	905-625-4311
Roni	Deb	905-665-9016
Rony	Roy	416-497-5820
Ruba	Chatterji	416-829-5354
Rubi	Dev	647-854-9195
Rukmini	Bhowmik	647-575-8090
Ruma	Chowdhury	416-691-2109
Ruma	Madak	587-700-5395
Rumnah	Chaudhuri	416-686 9073
Runu	Sarker	905-492-4827
Rupali	Dey	905-453-0054
Rupali	Dey	416-551-4486
Rupam	Chakraborty	647-530-3140
S		
S	Nandy	416-438-0635
S	Singha	647-535-2602
S	Indu	647-949-4638
S	Mazumdar	905-604-3325
S.	Ravichandran	416-409-6834
S.	Bhattacharya	416-529-6946
S.	Chakraborty	416-865-2329
S.	Sharma	905-796-3566
S. Gupta	Bhuya	647-438-6071
S. K.	Deb	647-717-1572
Sabarni	Biswas	647-344-6780
Sabita	Saha	647-839-7799
Sabya Sachi	Chakraborty	416-698-9216
Sabyasachi	Chakrabarty	416-998-4893
Sabyasachi (Jishu)	Chowdhury	416-693-9228
Sabysachi	Mukherjee	437-345-8023
Sadhan	Sarker	416-286-6394
Sadhan	Gupta	416-497-6711
Sadhan	Dev	647-927-4824
Sadhan	Sarker	905-492-0305
Sagar	Ghosh	289-931-6677
Sagar	Deb	416-927-0748
Saibal	Chowdhury	647-217-2573
Saibal	Roy	905-336-9049
Saikat	Basak	416-494-2044
Saikat	Mukherjee	647-687-1215
Sailen	Chakraborti	905-738-9041
Sailesh Chandra	Roy	416-368-3734
Sajal	Chowdhury	416-303-0300
Sajal	Banik	416-551-2725
Sajal	Deb	416-709-9558
Sajal Chandra	Dhar	416-532-5387
Sajal K.	Chowdhury	416-546-2014
Sajal Kumar	Biswas	647-343-5134
Sajib	Paul	519-954-2900
Sajib	Mandal	416-835-8122
Sajib	Mukherjee	437-982-2244
Sajib	Chowdhury	647-545-4747
Saktibrata	Raybardhan	416-208-9090
Sakuntala	Chatterji	905-472-1610
Salil	Samadder	416-493 4270

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Salma	Sikder	905-790-1950
Samanta (Shadhan)	Dam	416-551-0307
Samar	Paul	416-516-2055
Samar	Bhattacharjee	647-346-5099
Samarendra Nath	Ghose	416-385-0687
Samaresh	Das	519-763-7417
Sambhu Kumar	Dasgupta	647-780-7269
Sambhu Nath	Saha	416-594-0407
Sameer Ranjan	Saha	647-526-1250
Samindra	Majumder	647-882-7832
Samir	Debnath	709-576-5501
Samir	Ghose	416-265-9088
Samir	Basu	416-283-5994
Samir	Goon	416-402-9788
Samir	Datta	416-417-5307
Samir	Roy	416-694-0590
Samir	Dasgupta	705-930-9972
Samir K	Sen (Air Marshal)	647-342-0061
Samir K	Aditya	905-471-0131
Samir K.	Das	905-523-5908
Samir Kanti	Paul	416-716-5521
Samiran	Banerjee	519-747-0323
Samirendu	Dey	905-274-6493
Samit	Saha	416-298-2403
Sampa	Das	416-686-2736
Sampa	Saha	647-866-5000
Sampa	Das	613-774-4809
Sampad	Dey	416-757-3968
Sampad	Dey	416-655-0261
Sampad Narayan	Dey	647-345-8006
Samrat	Saha	647-949-4299
Samrat	Chakraborty	905-728-8978
Sananda	Chakrabarty	416-686-1665
Sanat	Das	647-861-5520
Sandeep	Dutta	416-457-0664
Sandeep	Nath	647-242-9442
Sandip	Chowdhury	416-629-1283
Sandipan	Roy	416-219-1204
Sandipan	Kar	647-406-8396
Sandipan	Chaterjee	905-230-4340
Sandy	Malati	416-320-8375
Sangeet Shilpee	Rabindra	647-648-9406
Sangeeta	Pan	416-917-5484
Sanghamitra	Ghosh	416-281-0955
Sanghamitra	Ray	647-885-4130
Sanjay	Ghosh	416-371-1843
Sanjay Kumar	Dam	416-509-6169
Sanjib	Saha	647-308 8248
Sanjib	Dutta	416-264-1427
Sanjib	Roy	647-500-7422
Sanjib	Kundu	647-762-2686
Sanjib	Mozumder	905-591-5509
Sanjib	Das	905-902-0101
Sanjib Kumar	Debnath	647-745-8376
Sanjit	Das	416-690-6302
Sanjoy	Ghose	416-499-5519
Sanjoy	Banerjee	416-890-1563
Sanjoy	Bhattacharjee	647-657-1021
Sanjoy	Mullick	905-497-1954
Sankar	Das	416-854-7461
Sankar Roy	Deb	416-546-4370
Sankari	Saha	416-698-6488
Sanku	Chowdhury	647-891-9586
Santana	Chowdhury	905-881-0214
Santanu	Bani	647-927-1552
Santanu	Banik	647-981-4991
Santanu Barmon	Deb	647-907-4921

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Santi Ranjan	Sarker	647-559-5742
Santosh	Mallik	647-707-2340
Santosh	Roy	905-817-0556
Santush	Das	647-347-1025
Saptadwipa	Das	416-551-4754
Saptarshi	Saha	416-759-3926
Saptarshi (Puja)	Sarma	416-737-7191
Saptashaw	Chakraborty	416-885-5964
Sarada Moni	Pramanik	416-266-5044
Sarajit	Das	416-500-8331
Sarbajit	Mitra	905-814-1426
Sarker	Arun	289-554-0143
Sarmistha	Rakhit	416-287-3257
Sarmita	Routh	416-269-6646
Sarnali	Roy	289-600-4882
Saroj	Saraswati	647-859-3932
Saroj Kanti	Deb	647-717-1522
Saswata	Deb	647-223 3454
Satabdi	Nandi	416-759-7907
Satabdi Sinha	Roy	416-759-7907
Satadru	Mukherjee	416-389-1197
Sathi	Dev	647-204-6927
Satyabrata	Purkayastha	416-752-6943
Satyajit	Das	416-546-3743
Satyajit	Dey	416-924-0457
Saumitra	Hore	905-513-6676
Saurabh	Saha	647-641-1825
Saurov	Bhattacharjee	647-534-5069
Savita	Dhall	647-869-0802
Sawon	Sarder	416-686-5832
Sayani	Paul	416-996-1214
Sayantan	Mullick	647-892-3793
Sayantan	Goswami	905-875-2291
Sayantani Banik	Majumder	647-709-4263
Sean	Das	905-487-7046
Sebok Sangha	Mohanam	416-732-9396
Seema	Chakrobarty	647-393-2700
Seema	Basak	647-781-9111
Seema	Das	647-981-2224
Seema Rani	Gope	416-755-3838
Seeta	Mondal	416-778-9993
Seuli Rani	Paul	647-448-2617
Shahed	Moushumi/	647-341-1233
Shaibal	Chowdhury	647-217-2573
Shakhar	Biswas	647-346-1914
Shakti	Deb	416-750-0555
Shakuntala	B	416-671-0517
Shakuntala	Roy	905-436-9458
Shamadrita	Dipaboli	647-303-5363
Shambhu	Das	416-286-7180
Shamendu	Roy	437-981-4905
Shamiran	Paul	647-390-3142
Shamnesh	Singh	647-740-9140
Shamol Ranjan	Das	647-884-5406
Shampa	Parial	416-694-6654
Shampa	Chowdhury	647-350-4241
Shampa	Shaha	416-757-7685
Shampa	Saha	647-761-2081
Shanda	Roy	416-686-9884
Shankar	Ganguly	416-578-2135
Shankar	Chowdhury	613-545-1550
Shankar	Chowdhury	705-527-1680
Shankar Kumar	Dey	416-910-8753
Shanker	Sarkar	647-302-3459
Shanker	Sanyal	647-308-8325
Shanta	Chikarmane	416-510-8112
Shantanu	Saha	416-266-9301

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Shantanu	Debnath	416-755 2983
Shantanu	Rakhit	905-420-6073
Shantanu	Dutta	905-655-0326
Shantonu	Saha	647-882-9301
Shaon	Parial	416-694-6654
Shapan Ranjan	Das	416-499-1982
Sharadindu	Dey	416-759-9573
Sharadindu	Chakrabarty	416-833-1194
Sharan	Paul	514-825-2980
Sharbani	Paitya	647-344-4894
Sharmila	Chakraborty	416-494-1992
Sharmista	Ghosh	647-505-8414
Sharmistha	Basu	647-267 8972
Sharmistha	Saha	647-215-2696
Sharwashati	Rajbongshi	416-825-6973
Shasanka Kumar	Das	416-686-2736
Shashanka	Chakraborty	416-285-1522
Shashanka K.	Das	519-579-3039
Shaubhik	Deb	416-830-5668
Shebu	Choudary	416-698-0671
Sheila	Sengupta	416-656-6579
Shemul	Dev	647-746-3049
Sheuli	Chowdhury	416-686-0875
Sheuli	Goswami	416-693-5219
Sheuli	Saha	416-698-9709
Sheuli	Chowdhury	647-350-4747
Sheuli	Sikder	905-794-8763
Shib Sankar	Podder	306-716-6898
Shiba	Mazumder	416-365-3181
Shiba Prasad	Das	416-686-3477
Shibabrata	Nandi	519-826-9143
Shibaji	Basu	905-286-5836
Shibashish	Sarkar	416-516-8321
Shibesh	Basak	519-780-0718
Shikha	Dey	647-342-4970
Shikha	Kundu	416-360-7592
Shikha	Acharyya	905-848-0275
Shila	Halder	416-287-1292
Shilpi	Banerjee	647-296-8003
Shilpi	Roy	647-708-9099
Shilpi Rani	Sarker	416-686-3557
Shimul	Bhattacharjee	416-625-5098
Shimul	Datta	416-662-9745
Shimul	Chowdhury	519-505-3769
Shimuli Rani	Ghosh	647-496-8292
Shipra	Chowdhury	416-242-9796
Shipra	Das	647-607-7637
Shipra	Ghosh	647-641-1124
Shivnaraine	S	416-284-8530
Shoma	Das	416-551-4754
Shop	BCHM	416-693-4444
Shoumen	Paul	416-686-5209
Shoumen	Sarker	647-636-8499
Shovan	Chakraborty	647-549-8616
Shreya	Sarker	647-770-0303
Shubha	Banik	902-412-6317
Shubhan	Banik	437-981-6266
Shubhananda Pritim	Roy	416-752-9355
Shubhash	Roy	416-686-0436
Shubhra Sheully	Saha	416-546-0266
Shuchitra	Chowdhury	416-536-6846
Shudangsu Ranjan	Datta	647-351-0120
Shukla	Nath	416-363-5149
Shukla	Mukherjee	416-224-1502
Shukla	Datta	647-292-7301
Shukla Datta	Sengupta	647-351-1204
Shumitra	Dutta	905-866-6615

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Shumon	Raz	416-825 6973
Shusanta	Purkayastha	416-686-9884
Shusanta	Choudhury	315-586-3340
Shusmita	Saha	647-719-3926
Shuvankar	Das	289-499-5411
Shyam Prasad	Das	647-448-9432
Shyama Kanta	Sarker	416-850-8492
Shyamadas	Mukherjee	416-265-2743
Shyamal	Bhattacharjee	416-686-1565
Shyamal	Debnath	647-203-6014
Shyamal	Ghosal	905-669-5090
Shyamal	Mondal	416-264-9239
Shyamal	Datta	416-267-0832
Shyamal	Mukherjee	647-302-7925
Shyamal	Ray	647-870-3083
Shyamal Chandra	Das	647-477-3766
Shyamal Kumar	Das	647-741-1369
Shyamali	Pal	416-266-8249
Shyamali	Basu	416-400-4225
Shyamol	Sarkar	647-390-7486
Shyamol	Debnath	647-779-4192
Siddhartha Sankar	Roy	416-436-1120
Sikha	Ghosh	416-499-4748
Smera	NA	647-802-7753
Smita	Ghose	416-490-1397
Smita	Ghoshal	416-490-1397
Smita	Basu	416-498 5806
Smita	Sarker	647-342-4153
Smita	Mahalanobis	905-886-4122
Smriti	Sengupta	905-839-2265
Snahungshu	Sikder	416-546-0266
Snehashis	Roy	647-745-8430
Soma	Chowdhury	416-266-8094
Soma	Paul	416-686-6369
Soma	Mridha	416-694-0131
Soma	Guha	416-239-9354
Soma	Datta	416-286-6572
Soma	Chakraborty	905-409-1682
Somnath	Chatterjee	647-351-7439
Sonali	Das	416-546-9600
Sondeep	Sharma	416-893-2258
Soneya	Chowdhury	647-896-9607
Songeta	Chowdhury	416-686-0875
Sontosh	Das	647-343-1998
Sontush	Biswas	905-397-9946
Sougata	Biswas	437-777-7503
Sougata	Das	647-477-9851
Soumen	Chowdhury	416-955-4657
Soumen	Saha	416-691-1762
Soumen	Paul	647-825-4701
Soumen	Das	905-420-7155
Soumendra	Bhattacharjee	416-425-4368
Soumendra	Dey	416-735-5425
Soumik	Sen	905-926-9278
Soumitra	Chowdhury	416-693-9228
Soumitra	Biswas	416-693-0046
Soumya	Saha	647-898-5495
Soumya S.	Samaddar	416-417-8969
Soumyadeep	Bag	416-613-3577
Soumyadeep	Majumder	647-629-6028
Souparna	Bose	647-939-5698
Sourabh	Kayal	647-228-1826
Sourav Kumar	Sinha	437-992-3079
Sourov	Deb	416-363-8994
Sourov Datta	Purkayastha	416-686-9884
Sourov Kar	Kar	416-913-2461
Sourove Kanty	Bhadra	647-996-1753

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Souvik	Mandal	647-679-8850
Souvik	Mukherjee	647-848-0809
Sova	Das	905-472-9089
Srabani	Pal	416-679-1743
Sraboni	Sarkar	416-686-3458
Sravani	Harish	905-232-1225
Sreebas Chandra	Sarker	647-739-5397
Sreebash	Roy	416-269-5167
Sreekrishna	Roy	647-343-3857
Sri Kanata	Banik	647-428-1157
Sribash	Dey	647-955-7897
Srija	Biswas	647-771-1870
Srijeet	Chaudhuri	647-290-3209
Srimanta	Banerjee	905-235-3546
Subal	Saha	416-690-0929
Subarna	Banik	416-690-5716
Subarna	Lupa	647-588-8513
Subarna Rani	Saha	416-901-0683
Subha	Anand	416-281-0777
Subhadip	Ghosh	416-684 4894
Subhadip	Ghosh	416-684-4894
Subhankar	Das	289-752-1950
Subhankar	Pandit	613-800-5701
Subhankar	Pandit	819-593-5544
Subharaj	Roy	416-409-0844
Subhas	Gupta	416-446-6927
Subhash	Paul	519-341-2082
Subhash	Sarker	647-692-5240
Subhash	Kumar	647-763-6461
Subhash	Mukherjee	905-231-9875
Subhash	Sarker	905-846-8885
Subhash Ghosh	Chandra	647-342-7943
Subhash K.	Das	647-350-4747
Subhashis	Biswas	437-982-4370
Subhasis	Samanta	905-889-1880
Subhasish	Dutta	416-283-0980
Subhendu	Basu	416-716-2611
Subimal Sinha	Chowdhury	647-575-2369
Subir	Ghosh	519-748-4105
Subir	Bhattacharjee	905-240-0437
Subodh	Das	416-754-1436
Subodh	Paul	905-318-6459
Subodh (Sujit)	Das	416-850-2713
Subodh Chandra	Saha	416-693-2965
Subrata	Mazumder	416-421-2500
Subrata	Purohit	905-428-1999
Subrata	Gupta	416-267-1724
Subrata	Bhattacharjee	416-693-9320
Subrata	Saha	416-742-1605
Subrata	Sarkar	613-384-8457
Subrata	Puru	647-857-5408
Subrata	Debnath	905-488-5733
Subrota Roy	Choudhury	647-501-2778
Sucharita	Bose	416-429-5499
Suchita	Dey	416-286-2538
Sudeb	Ghosh	905-279-7189
Sudeep (Sumon)	Sarker	416-999-6558
Sudeshna	Dhar	647-648-5411
Sudhan	Roy	647-342-4022
Sudhir	Adhikary	647-859-5259
Sudhir	Saha	709-753-0391
Sudhir	Saha	905-882-2420
Sudip	Dutta	416-286-2633
Sudip	Purakayastha	416-686-0117
Sudip	Shome	416-755-9054
Sudip	Basu	416-840-5164
Sudip	Shome	416-939-7438

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Sudip	Dey	647-705-8907
Sudip	Chakraborty	647-892-6201
Sudip	Mukherjee	647-924-2283
Sudip	Saha	647-938-0434
Sudip	Roy	905-294-4125
Sudip Kumar	Datta	647-350-6843
Sudipta	Dutta	416-742-7443
Sudipta	Chakraborty	647-280-9053
Sudipta	Saha	647-889-3504
Sugrib Kumar	Shaha	647-770-0841
Suhartha	Bhattacharjee	647-709-5223
Sujan		647-834-4604
Sujan	Bhattacharjee	647-477-8968
Sujash	Bhowmik	647-343-2666
Sujata	Halder	416-287-9210
Sujata	Campana	416-535-3186
Sujay	Deb	416-522-3268
Sujay	Vardhmam	647-524-2058
Sujay	Das	705-479-6081
Sujit	Sen	416-929-1319
Sujit	Das	416-937-7774
Sujit	Mukherjee	647-477-6501
Sujit K.	Dutta	647-349-6231
Sujit Kumar	Roy	647-868-2429
Sujit Kumer	Das	647-783-9374
Sujit Kusum	Paul	416-792-7998
Sujit Ranjan	Sen	416-985-1896
Sujoy	Saha	647-707-1001
Sujoy	Mukherjee	905-795-2662
Sukanta	ROY	416-261-5816
Sukanta	Chowdhury	416-698-5524
Sukanta	Chatterjee	705-977-2375
Sukesh	Roy	937-902-6546
Sukhendu Bikash	Paitya	416-360-6795
Sukumar	Ghosh	416-694-6093
Sukumar	Mitra	647-550-4617
Sukumar	Ghosh	905-567-9497
Sukumar Chandra	Noskor	416-795-6787
Sukumol	Roy	647-609-5867
Sulata	Majumder	905-846-4985
Suman	Sarker	647-894 9333
Suman	Dey	416-614-6529
Suman	Chakrabarty	647-608-0446
Sumanta	Paitya	647-786-8050
Sumeet	Das	647-707-385
Sumen	Saha	647-858-8626
Sumit	Raybardhan	416-428-1448
Sumit	Sen	416-509-0101
Sumit	Roy	416-875-5448
Sumit	Saha	613-896-3828
Sumita	Biswas	519-886-4864
Sumita	Sengupta	647-519-3059
Sumitav	Sarker	416-901-5223
Sumitra	Karmakar	647-702-2256
Sumitra	Saha	647-773-2934
sumon	Acharjee	647-701-0159
Sumon	Dash	416-889-1070
Sumon	Majumdar	613-548-9475
Sumon	Das	647-573-5019
Sumona	Sarker	647-622-7945
Sumona (Dr.)	Guha	905-915-2035
Sunanda	Sen	416-750-2095
Sunil	Sarkar	416-694-8463
Sunil	Singh	204-770-3920
Sunil Kumar	Das	416-265-3371
Sunil Kumar	Dey	416-291-5592
Sunil Kumar	Roy	647-827-9536

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Sunit	Datta	416-243-6834
Suniti	Sarder	647-827-0265
Suniti Das	Sarder	437-994-8840
Suparna	Bhattacharjee	416-686-3911
Suparna	Chowdhury	416-901-4368
Suparna	Roy	647-342-4022
Suporna	Das	647-388-5001
Supria	Biswas	647-344-6780
Supria	Bannerjee	905-886 0303
Supria Gupta	Das	416-264-3350
Supriya	Basu	416-490-7537
Supriya	Bannerjea	905-886-6303
Surabhi	Ghosh	647-262-6842
Surabhi	Bhattacharjee	647-704-8553
Surajit	Das	416-265-9759
Surajit	Kanungo	416-724-1843
Surajit	Majumder	647-786-5896
Suranjan Gupta	Das	905-271-0169
Suranjana	Mukherjee	519-859-4704
Suranjit	Dhar	647-609-4285
Suranjit	Paul	647-828-0295
Surath	Dey	647-609-4072
Suresh	Iyer	416-297-4374
Suresh Chandra	Datta	905-574-6459
Surjya K.	Das	647-347-1025
Surshree	Dasgupta	647-877-4713
Susanta	Datta	416-493-4002
Susanta Kumar	Das	647-468-3855
Sushanta	Sen	905-237-3028
Sushil Gupta	Das	905-271-0169
Sushil Kumar	Paul	416-686-6369
Sushil Kumar	Podder	519-884-9352
Sushital	Gupta	416-745-1746
Sushmita	Biswas	437-344-0647
Susmit	Mahalanabis	905-564-8403
Susmita	Bhattacharjee	647-344-1249
Susmita	Saha	647-834-6107
Susmita	Saha	647-721-3426
Susmita	Sahu	905-209-7684
Sutama	Ghosh	416-514-1481
Sutapa	Raybardhan	416-208-9090
Sutapa	Mazumdar	416-792-6931
Suvam	Maity	647-761 3411
Suvankar	Saha	647-627-3241
Suvashsis	Dhali	647-771-0240
Suvendu	Goswami	416-731-9205
Suvra	Chakraborty	647-331-6250
Suvrajit	Sikdar	647-669-8171
Swadesh Kumar	Misra	647-477-6840
Swadhin	Saha	416-497-8316
Swadhnik	Datta	416-885-7761
Swapan	Sikder	416-439-4064
Swapan	Sarkar	416-686-3458
Swapan	Talukder	416-698-4123
Swapan	Talukdar	416-698 4123
Swapan	Biswas	289-682-3003
Swapan	Banday	416-615-2240
Swapan	Mukherjee	613-440-0331
Swapan	Biswas	647-638-4121
Swapan	Samadder	905-876-1208
Swapan Kumar	Debnath	647-344-1667
Swapan Kumar	Das	647-351-7641
Swapna	Das	416-754-1436
Swapna	Roy	416-265-6495
Swapna	Banerjee	416-284-1552
Swapna	Deb	905-339-1298
Swapnil	Pandey	416-845-5903

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Swapon Kumar	Nath	416-855-9122
Swaprajit	Samenta	519-212-9643
Swarnali	Roy	289-600-2820
Swarnaly Deb	Chowdhury	647-609-3043
Swaroop	Palit	519-722-8687
Swastik	Saha	416-786-9515
Swastik	Ray	905-890-5795
Syeda	Rukhsana	416-287-9969
T		
Tagor Rani	Das	647-878-8490
Tajendra Lal	Das	438-938-2210
Tandra	Chakraborty	437-981-4905
Tandra	Biswas	647-781-7195
Tania	Das	416-386-1759
Tanmoyee	Das	647-878-8490
Tanusree	Roy	416-694-7461
Tanusree	Chakrabarty	647-344-5384
Tanya	Lahiri	416-562-3264
Tapan	Pal	416-266-8249
Tapan	Das	416-385-3955
Tapan	Ghose	416-423-3427
Tapan	Mazumder	416-466-0126
Tapan	Roy	416-686-5128
Tapan	Chowdhury	416-756-2805
Tapan	Chatterjee	905-796-2884
Tapan	Sen	905-884-7669
Tapan Dev	Mitra	416-755-1053
Tapan K.	Banik	905-793-4015
Tapan Kumar	Sarkar	416-266-6598
Tapas	Mookerjea	416-569-2247
Tapas	Bagchi	416-904-8846
Tapas	Mondal	905-304-5650
Tapash	Bhattacharjee	647-344-1249
Tapash	Pandit	416-383-1045
Tapash	Banerjee	416-686-8392
Tapash	Dey	647-341-5735
Tapash	Ghosh	647-393-6592
Tapash	Paul	647-687-3789
Tapash	Roy	647-701-7769
Tapash	Paul	647-785-9796
Tapash K.	Roy	416-618-3546
Tapash Kumer	Sarker	416-686-7380
Tapashi	Chakraborty	416-289-2222
Tapashi	Chowdhury	647-760-6592
Tapasi	Chowdhury	647-470-9247
Tapasi	Chatterjee	647-716-4914
Tapati	Roy	905-270 4854
Taposh	Deb	647-767-3460
Tapti	Chaudhury	778-590-8227
Tapu	Das	647-640-4604
Tapu	Das	647-646-4604
Tarun	Chakraborty	416-686-3911
Tarun	Saha	416-759-3926
Tarun	Gupta	416-514-1251
Tarun	Biswas	647-430-0650
Tarun	Sarker	647-765-6488
Tarun Kumar	Saha	416-877-1766
Thomas	Chowdhury	289-244-0575
Thompson	Sarker	416-690-9723
Tia	Mukherjee	416-834-1431
Tilak	Das	416-579-7229
Timir	Ghosh	647-244-1574
Tinku Kumar	Ghosh	416-558-7110
Tirthankar	Mahalanobis	416-689-8779
Titisha	Das	647-460-6132
Tomal	Shaha	647-642-5392
Tonmoy	Saha	416-494-5909

FIRST NAME	LAST NAME	TELEPHONE #
Topy	Saha	905-839-1947
Tridiv (Dr.)	Chowdhury	647-344-9141
Tripti	Das	416-302-8815
Tripti Kana	Roy	416-264-8932
Tripti Ranjan	Chakraborty	416-250-6377
Trisha	Chowdhury	403-580-0981
Trishit	Chatterjee	416-751-6404
Trishita	Das	647-574-0196
Tuhinava	Das	647-687-8440
Tuli	Chowdhury	416-248-6424
Tulshi Das	Saha	647-852-9301
Tultul	Routh	416-532-7178
Turja	Chowdhury	416-797-3162
Tushar	Bose	647-475-6131
Tushar	Gryen	647-782-8985
Tushar Kanti	Bishnu	416-699-7097
U		
Uday	Mondal	647-283-7705
Uday	Banerji	647-340-3208
Uday Sankar	Das	647-878-8490
Udoy Shankar	Das	647-974-2355
Ujala Rani	Sikder	647-784-5739
Ujjal	Saha	647-771-1970
Ujjal	Mondal	905-216-9261
Ujjal Kanti	Dey	416-939-0004
Ujjwal	Das	647-526-4337
Uma	Ghosh	647-344-4591
Uma	Kar	416-438-5902
Upal	Nath	647-915-7666
Upananda	Saha	416-434-4509
Urmili	Pal	647-523-0090
Usha	Das	416-289-3753
Usha	Das	416-885-3484
Usha Rani	Saha	416-261-3013
Utpal	Mondal	416-757-9797
Utpal	Saha	416-755-4710
Utpal	Kesh	416-823-5996
Utpal	Ghosh	416-904-5895
Utpal	Mitra	905-760-5505
Uttam	Saha	416-425-6124
Uttam	Ghosh	416-670-7671
Uttam	Das	416-686-2078
Uttam	Majumder	519-341-6139
Uttam	Saha	905-482-9242
Uttam Kumar	Roy	416-429-2934
Uttam Kumar	Paul	306-374-0526
Uttam Kumar	Roy	416-400-2642
Uttam Kumar	Paul	905-827-8406
Uttama	Mukerjea	416-391-2532
Uzzal	Das	416-837-9083
V		
Vagboth	Saha	647-771-7079
Vahini Basu	Mallik	647-965-0281
Vaishali	Mukherjee	905-837-5385
Value Inc.	Green	416-786-6269
Vashkar	Das	416-970-2633
Vaskar	Roy	416-429-2934
Vaskar	Roy	416-264-6168
Vidhhita	Debnath	647-637-3636
Vikrant Sahai	Varshney	647-707-5876
Vinay	Sharma	905-553-3136
Vineeta	Upadhyay	647-760-6155
Y		
Yuvaraj	Roy	416-910-4132
Z		
Zhumpa	Chakraborty	416-686-1565

Joyanta Banik

DECIDE TODAY, CELEBRATE TOMORROW

হোক জ্ঞানের বোধন
শারদীয়ার প্রীতি
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

RIGHT AT HOME REALTY INC.

MLS MULTIPLE LISTING SERVICE® REALTOR

Off: 416-391-3232
Cell: 416-879-7817

email: jbanik@trebnet.com

MEMBERS OF THE TORONTO REAL ESTATE BOARD

Morneau Sobeco Centre II
Fax : 416 391 0319 / 416-615-0063
895 Don Mills Rd, Suite # 202
Toronto, ON M3C 1W3
www.rightathomerealty.com

JOYANTA BANIK
Sales Representative

Cell: 416-879-7817

Ranked among Top 3% RAH salesforce for consecutive years.

C@systemsDTP@gmail.com

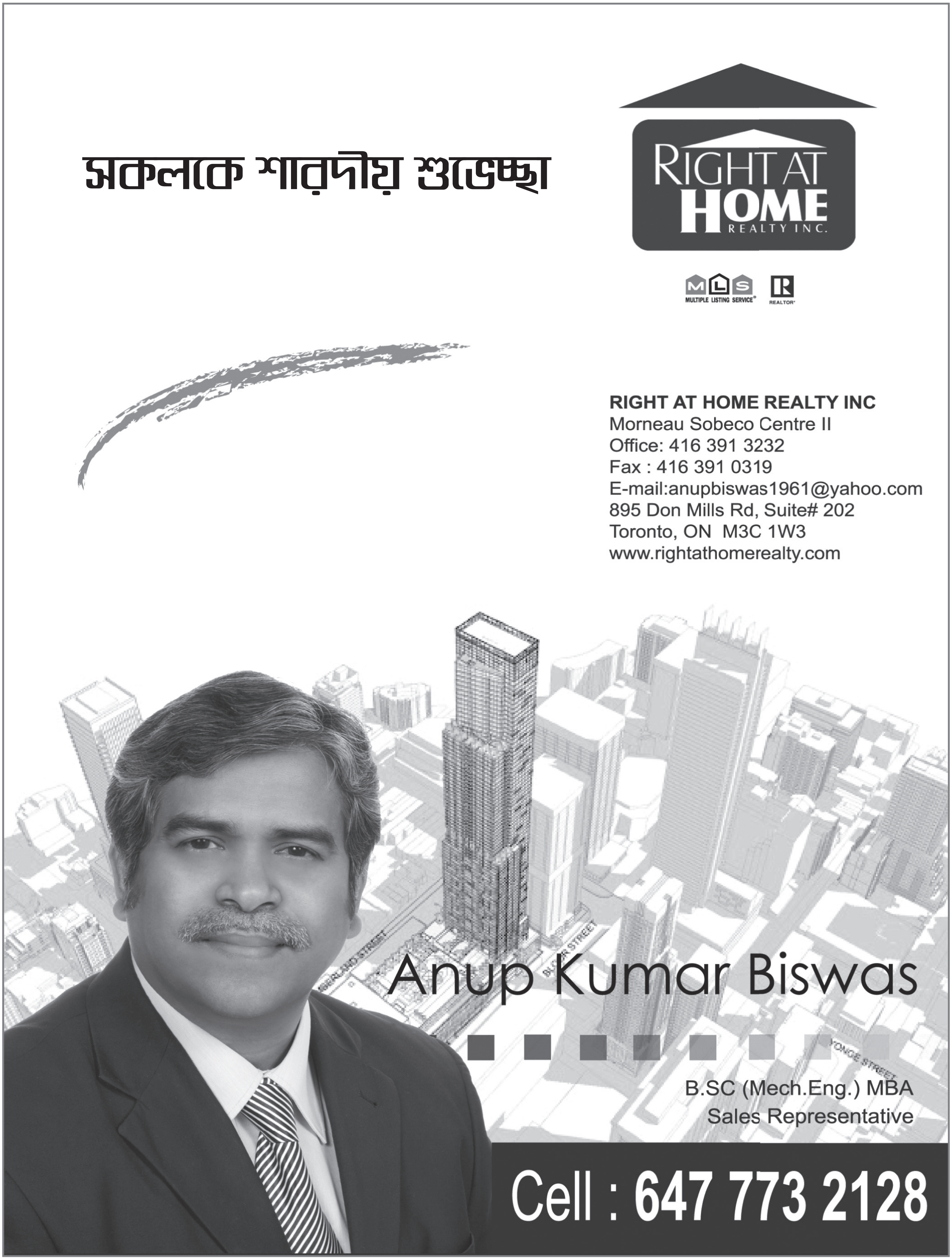
সকলকে শারদীয় শুভেচ্ছা
RIGHT AT HOME
REALTY INC.
MULTIPLE LISTING SERVICE
REALTOR
RIGHT AT HOME REALTY INC
Morneau Sobeco Centre II
Office: 416 391 3232
Fax : 416 391 0319
E-mail:anupbiswas1961@yahoo.com
895 Don Mills Rd, Suite# 202
Toronto, ON M3C 1W3
www.rightathomerealty.com
Anup Kumar Biswas
B.SC (Mech.Eng.) MBA
Sales Representative
Cell : 647 773 2128

REALTOR®
MULTIPLE LISTIND SERVICE
MLS

RE/MAX

Chairman's Club Award

Hall of Fame Award

Realtron Rahul Saha Realty Inc. Brokerage

Each Office is independently owned and operated

Rahul Saha, M.Sc. (Elect. Eng.)

Broker of Record

শারদীয় শুভেচ্ছা

885 Progress Avenue., #209, Toronto, ON M1H 3G3

Cell: 416-832-5835

Office: 416-289-3333

Fax: 416-289-4535

Email: rahulremax@gmail.com

www.rahulsaha.com

Is it a good time to buy or sell?
Get answer from Gautam Paul.

CANADA 150

RE/MAX
Lifetime Achievement Award
2012 & 2015

HALL OF FAME AWARD
FROM REMAX INTERNATIONAL, USA 2012

Gautam Paul
Broker

Many Time Award Winner
Long Time Experience

416-882-5467

gpaul@trebnet.cm
www.gautampaul.com

REALTOR®
MLS MULTIPLE LISTING SERVICE

RE/MAX®
All-Stars Realty Inc. Brokerage
Independently Owned & Operated
2281 Kingston Road Toronto Ontorio, M1N 1T8
Tel: 416-265-2000 Fax: 416-265-8210

শ্রী শ্রী দুর্গা শরনম:
OM JAYANTI
MANGALA KALI
BHADRAKALI KAPALINI
DURGA SHIVA
KSHAMA DHATRI
একাত্ম হয়ে
দেশে বোনা
শাড়ির ভাঁজ খুলে
আকাশে উড়িয়ে দেই
আমাদের সংস্কৃতি
পৃথিবী পড়ুক
বিস্ময়ে
দেশাল
শাড়ি ঘর
deshal saree ghor
3000 Danforth Avenue #5, Room 7
Toronto. On. M4C 1M7
Tel- 647 401 9508 I 647 512 2554